আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দ্বাবিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(দ্বাবিংশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের দ্বাবিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয় বক্তব্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ভূমিকায় বিবৃত হয়েছে।

এই খণ্ডে মোট ২৬৮টি বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম বাণীটির (৯২৯৪ নং) অবতরণকাল ২৮।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিনিট এবং সর্ব্বশেষ (৯৫৬২ নং) বাণীটি অবতীর্ণ হয় ৫।৪।১৯৬১ তারিখে সকাল ৮-৩০ মিনিটে।

এই খণ্ডে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সাতটি আশীর্ব্বাণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর শ্রীহস্তলিখিত বাণী আছে দুইটি (৯৪৮৬ এবং ৯৪৮৭ নং)। তা' ছাড়া, ৯৩৯৭ নং বাণীটি যখন প্রথম শিক্ষা-বিধায়না গ্রন্থে (বাণী নং ২৯৬) মুদ্রিত হয় তখন বাণীমধ্যের "শুনেছি সোমনাথের মন্দির·· ···তাই, আক্রমণ আটকালো না" অংশটি বাদ প'ড়ে যায়। বর্ত্তমান খণ্ডে ঐ অংশটুকু মূল বাণীতে যেমন লিখিত আছে সেইভাবে প্রকাশিত হ'ল।

আর্য্যপ্রাতিমোক্ষের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডটিরও সম্পাদনা ও প্রথম পংক্তির সূচীপ্রণয়ন করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আমরা আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের এই খণ্ডটিও জনসমাজে সমানভাবে সমাদৃত হবে, পথ দেখাবে অনুসন্ধিৎসু জীবন-পথিককে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৯

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী
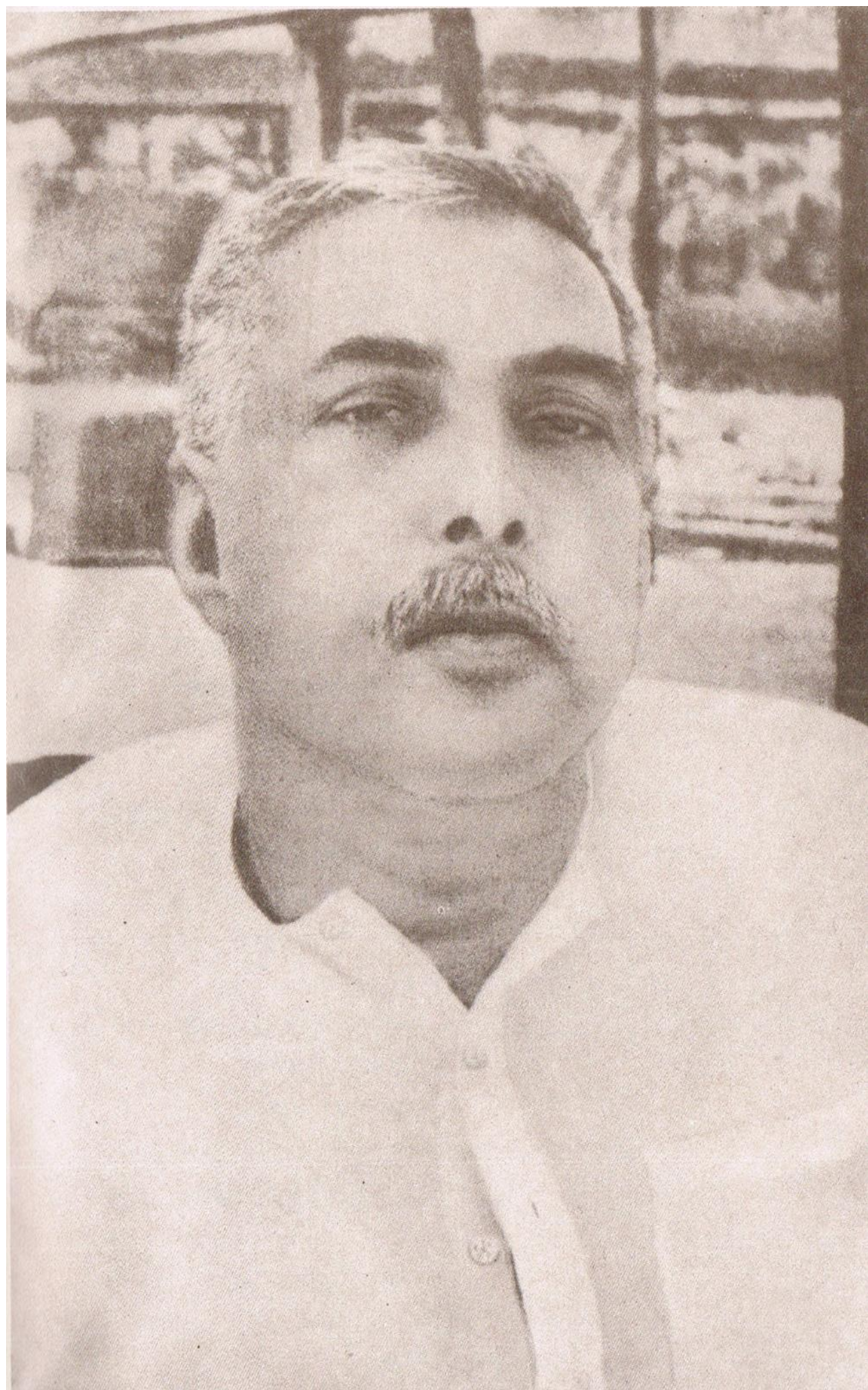
আমার বাণীগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করায় বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিরই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ন্যায়ের বাস্তব চক্ষু নিয়ে
সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্পের
সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়
বাস্তব বিধায়নাকে
সমীচীন সৌকর্য্যে
বিনায়িত ও সংহত ক'রে তোল—
সার্থকতার সম্বৃদ্ধ বন্ধনে ;
এমনি ক'রেই
কৃষ্টিমূলক অন্য যা'-কিছু আছে
অমনতরই সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণী
বাস্তব বিভূতির সহিত
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে তোল ;
এমনি ক'রেই
ক্রমবেষ্টনায়
সুচারু সুসংহত বহুদর্শিতায়
তাৎপর্য্যের সহিত
সেগুলিকে গবেষণী অধিগমনে জান,
আর, তোমার জানাটা যেন
সব সঙ্গতি নিয়ে
বিহিত তাৎপর্য্যে
বাস্তবতাকে বীক্ষণ করতে পারে,
আর, তেমনি ক'রেই কর—
যা'তে
যা' করতে চাচ্ছ
এমনতর কিছুর
সার্থক সিদ্ধি নিয়ে

নিষ্পন্নতার সৌধ-সন্দীপনা
সুবিবেচনী বোধসমীক্ষায়
সঙ্গতিশীল উদ্বর্দ্ধনায়
বিজ্ঞ দীপ্তিতে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে ;
গর্ব্বিত অহঙ্কার
যেন তোমার কোন বিষয়, চলনা,
চরিত্র, ব্যবহার ও চিন্তার
স্রোতল উদ্দীপনাকে
নিরোধ করতে না পারে,
ভঙ্গুর ক'রে তুলতে না পারে,
বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে না পারে ;
তোমার ঐ স্বস্তিপ্রসন্ন কিরীট
দশ ও দেশের কিরীট হ'য়ে
শ্রমপ্রিয় অভ্যর্থনী আবেগের সহিত
হরদম গেয়ে উঠুক—
"শুভমস্তু
শুভমস্তু
শুভমস্তু" । ৯২৯৪ ।
২৮।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫৫

দেখ,
ভাব,
কর—
তা'র বাস্তব বিন্যাস নিয়ে ;
শুধু ভেবেই যা'-কিছুকে
অশিষ্ট সমাধানে
নিজেকে
ভুতুড়ে ক'রে রেখো না,

যা'ই শেখো না—
এই হ'ল তা'র
প্রথম ও প্রধান উৎসেচনা । ৯২৯৫ ।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ৭-৫

ভাব মানেই হওয়া
বা হওয়ার আবেগ,
এই ভাবকে বাস্তবতায়
মূর্ত্ত করতে হ'লেই,
কৃতিচর্য্যায়
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
বিহিতভাবে
সার্থকতাকে বহন ক'রে
যা'-কিছুর সঙ্গতি আনতে হবে ;
শ্রমপ্রিয় কৃতি-পরিচর্য্যা
মানেই হ'চ্ছে—
করায় আবেগোচ্ছল হ'য়ে
তাতে সমীচীনভাবে লেগে থাকা,
ও সেগুলিকে অনুশীলনে
বিহিত বিনায়নায়
সুসংবন্ধ ক'রে
বাস্তব মূর্ত্তিতে নিয়ে আসা ;
তাই, তোমার অন্তঃস্থ কৃতি-আবেগে
পূজা-সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
নিবিষ্ট বিন্যাসে
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে ;
তবে তো হবে ?
এমনি কিন্তু সব বিষয়ে ;
ঐ করা বা সাধনাকে বাদ দিয়ে
বা বিদায় দিয়ে

সিদ্ধি ব'লে কিছু আছে
তা' আমি জানি না ;
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে কর—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
উচ্ছল অনুরাগ নিয়ে ;
আর, মিলিয়ে নিও—
পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীর
তদনুগ তাৎপর্য্যের সাথে—
বিন্যাসাত্মক ধী নিয়ে ;
হাতেকলমে
বিহিতভাবে করতে পারলে—
তা' হবেই কিন্তু । ৯২৯৬ ।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ৭-২৫

ধর্ম্মযোগী হ'তে হ'লেই
কর্ম্মযোগী হ'তে হয়—
ভজনদীপ্ত ভক্তি নিয়ে,
যোগ মানেই—
যুক্ত হওয়া,
কর্ম্মে যুক্ত হ'য়ে
তা'কে যদি নিষ্পাদন না কর—
তা'র ধর্ম্মকে তুমি
জানবে কি ক'রে ?—
একটা আন্দাজী
টপ্পাদারী করা ছাড়া
আর কিছুই হবে না কিন্তু ;
আর, কর্ম্ম করতে হ'লেই
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তার সব দিককে
সুসঙ্গত সংশ্লেষণে

সংশ্লিষ্ট ক'রে
সার্থক রূপায়ণে আনতে হবেই ;
সেইজন্য
বিশ্লেষণী চক্ষুতে
বেশ ক'রে দেখে
কোন্‌টার সাথে কোন্‌টা
কেমনতর ক'রে জোড়াতাড়া দিলে
কী হয়—
বুঝে, সুঝে, জেনে
তা' করতে হবে ;
এই করার বিন্যাস-বিভূতিই হ'চ্ছে—
নিষ্পাদন ;
আর, নিষ্পাদনের সাথে
সিদ্ধি
সহচরীর ন্যায়
সংবন্ধ থাকেই । ৯২৯৭ ।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ৭-৪৫

সংস্কৃতই যদি হ'তে চাও—
তোমার কুলসংস্কৃতির সহিত
ঐতিহ্য ও তদ্‌জাত সংস্কার,
আর, সংস্কারগুলি সংশ্লিষ্ট হয়েছে
যে প্রথা হ'তে
সেগুলিতে
সুনিষ্ঠ হ'য়ে চল,—
শ্রদ্ধাবনত অনুকম্পী অনুগতি নিয়ে,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে,
শ্রমপ্রিয়তা ও চর্য্যানিপুণ
বিলাস-বিভব নিয়ে ;
আর, তাতে দাঁড়িয়ে
যদি তোমার সংস্কৃতিকে

সম্বন্ধ ক'রে না তোল,—
তোমার সংস্কৃতির গোড়ার গাঁথনী ব'লে
কিছু থাকবে না,
আর, তা' যার থাকেনা
সে পতনশীল হ'য়েই থাকে ;
আর, সঙ্গে সঙ্গে হবে কি !
তোমার পূর্ব্বতন যারা,—
তোমার পিতৃপিতামহ ইত্যাদি,—
অনুসৃষ্ট যারা—
তোমার সত্তার সাথে
তাদের প্রতি
শ্রদ্ধাবিভোর আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যা' নিষ্ঠা-নিবেশে সংস্থিত,
সেটা স্বতঃ-ভঙ্গুর হ'য়ে
কোথায় যে তিরোহিত হবে
তা'র ইয়ত্তা নেইকো ;
তাতে মূলহারা কাণ্ডের মত
থাকতে হবে তোমাকে,
যার ফলে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
যত বিশাল
আর বিপুলই হোক্ না কেন—
মূলসংহতি-সৌষ্ঠবহারা হ'লে যা' হয়
তা' হবেই কি হবে ;
তোমার পরিবার,
পরিস্থিতি,
ব্যষ্টি ও সমষ্টি
তা'তে প্রভবান্বিত হ'য়ে
অন্তর-বিভবে
বিভূতি লাভ করতে
কিছুতেই পারবে না ;

তুমি যাবে,
তোমার কুলমর্য্যাদা যাবে,
তোমার দশ যাবে,
তোমার দেশ যাবে,
তুমি একটা
অদূরদর্শী পাণ্ডিত্য-গৌরবে
শ্রেয়ম্মন্য অহঙ্কারের উপাসক হ'য়ে থাকবে মাত্র ;
তোমার উপর অন্যে
আধিপত্য বিস্তার করবে,—
ন্যায়ই হোক,
আর, অন্যায়ই হোক্,
বান্ধব-আলিঙ্গনে নয়,
পরপদলেহী চাটুকারের মত
তোমাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ;
সাবধান !
যদি বাঁচতে চাও,—
উন্নতি চাও,—
ঐ কুলমর্য্যাদার সাথে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
সুঠাম ক'রে তোল,
সক্রিয় ক'রে তোল,
তবে তো তোমার ব্যক্তিত্ব !
আর, প্রসাদ তো
সেই ব্যক্তিত্বেরই । ৯২৯৮ ।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ৮-২২

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
আচার্য্য-নিষ্ঠ হও,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
তাঁদের পরিচর্য্যা কর,—

নিদেশবাহী সন্দীপনা নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় ;
এমনি ক'রেই
কৃষ্টিমূলক যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে
বোধ-সার্থকতায়
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে
বেশ ক'রে পরখ ক'রে নিয়ে
তাৎপর্য্যের সহিত
সুসঙ্গত ক'রে তোল,—
সার্থকতার যোগ-তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রেই
ক্রমশঃ স্ফীতধী হ'য়ে ওঠ,
ধী তোমাতে স্থিতিলাভ করবে,
তুমি ধীমান হ'য়ে উঠবে ;
ঐ আবেগস্রোতে
তোমার ব্যক্তিত্ব
রঙিল হ'য়ে উঠবে,
কত আরোর পর্য্যটক হ'য়ে উঠবে তুমি—
মননবিধায়নী বিনায়নে,
বাস্তব সার্থকতায় ;
তোমার বাক্‌বিধায়নে
ঐ বাস্তব দর্শন
বহুদর্শিতায়
তোমাকে এমনতরই
বাক্‌বোধশিল্পী ক'রে তুলবে,—
যার ফলে,
সাহিত্য
স্বতঃ উদ্‌ভাবনায়
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
বাক্‌যুক্ত প্রাজ্ঞতায়

তোমার ঐ ধীমান বিভূতিকে
সঞ্চারিত ক'রে চলবে—
উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে। ৯২৯৯।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ৯টা

কোন বিষয়কে
দেখে, শুনে, বুঝে,
বাস্তবভাবে বিন্যাস ক'রে,
তা'র যা'-কিছু অপব্যাখ্যাগুলিকে
সব দিক দিয়ে
ব্যাখ্যাত বিশ্লেষণে
বাস্তবতার মূর্ত্তিতে
বাক্-এ প্রতিফলন ক'রে,
তা'র বিহিত ও বিশেষ ক্রমগুলিকে
সংহত ক'রে তুলে
যদি ধী-বিনায়িত করতে পার,—
তা' কিন্তু ততই
ঐ বাস্তবে
বাক্‌বিশদ মূর্ত্তিতে
প্রতিফলিত হ'য়ে উঠবে ;
আর, চিন্তাশীলতাকে ধীইয়ে
ঐগুলিকে বিন্যাস ক'রে
তা'র ভাববিভূতি-সংবেদনা
ঐ বাস্তব যা'
তা'কে
উচ্ছল আতিশয্যে
যদি সুসঙ্গত ক'রে তোলে,—
তবে, তার প্রাজ্ঞ পরিবেষণও
সেখানে সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৯৩০০।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ৯-৫

আমার প্রথম কথাই হ'চ্ছে—
আচার্য্যনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতি নিয়ে
চকিত সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে
সব দেখ,
তা'র ভেতর থেকে
ত্বরিত বেছে নাও—
তোমার সুবিধা বা অসুবিধা যা'-কিছু ;
অসুবিধা পেলে
তা' নিরোধ ক'রে,
সুবিধার বিধিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে চ'লো'—
শ্রমপ্রিয় শ্রেয়নিষ্ঠ অনুপ্রাণনায় ;
আর, সাবধান মানেও তাই
—সতর্ক হওয়া,
আপদকে রোধ ক'রে
সম্পদকে আয়ত্ত ক'রে তোলা,—
জ্ঞানাঞ্জনী বিবেকবুদ্ধির
বিন্যাস নিয়ে ;
আর, ঐ চলাই
সার্থকতাকে বাস্তব ক'রে তোলে । ৯৩০১ ।
২৮।৮। ১৯৬০, রাত ৯-২৭

যাদের নিষ্ঠানন্দনার
উপযুক্ত পাত্র ব'লে কেউ নেই,
তা'রা প্রায়ই ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও থাকেনা সেখানে,
চরিত্রের শ্রমপ্রিয়তাও
বিমর্ষ হয়ে থাকে,
ভোগমিলন-প্রবৃত্তির আমন্ত্রণই
তাদের জীবনগতি,

আর, তাই-ই চলৎশীল
থাকতে দেখা যায়,
ইষ্ট বা আচার্য্যনিষ্ঠায়
তা'রা নিবন্ধ থাকতে পারে না,
দুষ্টদুঃস্থ জীবনে
চলাফেরা করলেও
ঐ ব্যতিক্রম-জীবন ভাবে—
'বেশ আছি' ;

তাই, তোমার জীবন যেন
গজিয়েই ওঠে—
প্রথমে পিতামাতা
বা কোন শ্রেয়জনে ন্যস্ত হ'য়ে
তাঁদের কাউকে অবলম্বন ক'রে,
ইষ্টনিষ্ঠ, আচার্য্যনিষ্ঠ বা অধ্যাপকনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে,

শ্রম যেন তোমার
আনন্দ ছাড়া
দুঃখ না হয়,

আবার, যা'দের
প্রথম জ্ঞান-উন্মেষের সাথেই
ইষ্টপ্রীতি বা আচার্য্যপ্রীতি হয়—
নিষ্ঠা তখন
তা'ই অবলম্বন ক'রেই
গজিয়ে ওঠে ;

ঐ আচার্য্য বা ইষ্টের
নিদেশবাহী তৎপরতায়
যখন আনন্দিত হয়ে উঠবে,—
কষ্টসাধ্য হলেও—
বুঝবে তখন
নিষ্ঠার আলো তোমাতে

ক্রমশঃই
আগুয়ান হ'তে চলেছে,
দুর্ভাগ্যও ক্রমশঃ
নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ের ফাঁদ পেতে
তোমাকে আটকাতে পারছে না,
স্বস্তি-সন্দীপ্ত জীবনে তুমি
সব যা'-কিছু অতিক্রম ক'রে
সুব্যবস্থ হ'য়ে
দক্ষ সন্ধিৎসার
অনুবেদনী দৃষ্টি নিয়ে,
বোধ ও বিবেকের
সার্থক সঙ্গতি-সহ
বাস্তব পদক্ষেপে
চলতে সুরু করেছ ;
সার্থকতা
মুচকি হাসি হেসে
তোমার দিকে এগিয়েই আস্‌ছে—
একটু একটু ক'রে । ৯৩০২ ।
২৮।৮।১৯৬০, রাত ১০-৫০

সার্থক সঙ্গতিশীল
তুলনামূলক শিষ্ট সমীক্ষায়
যা' দেখবে—
তা'কে
তার সব দিক দিয়ে
দেখে, শুনে, বুঝে,
নিশ্চয় হ'য়ে,
তৎসম্বন্ধে তোমার মতবাদ
প্রকাশ ক'রো'—
এমন ভাবে

যা'তে অন্যকেও
চোখে আঙ্গুল দিয়ে
বুঝিয়ে দিতে পার
তৎসম্বন্ধীয় যা'-কিছুকে ;

বিশৃঙ্খল, এলোমেলো
অনর্থক সঙ্গীত নিয়ে
তোমার মতবাদ বা মতকে
ব্যক্ত করতে যেও না,
তোমার সাথে তোমার ঐ মতবাদও
অপদস্থ হ'য়ে উঠবে,
তোমার বিকৃত ধারণাই
সঞ্চারিত হবে
তোমার পরিবেশের ভিতর,

আর, অমনতর ক'রে না বুঝলে
তুমি তা'র কিন্তু
সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা করতে পারবে না—
ক্ষিপ্র শুভ সমাধান নিয়ে ;

বুঝে চল ;—
ব্যক্তিত্বকে উন্মাদ উন্মনা ক'রে
মানুষের কাছে
বেকুব প্রতিপন্ন হ'য়ো' না,

যা' দেখছ—
তার প্রতিটি অংশ-সহ
সার্থক সৌষ্ঠব সঙ্গতিশীল বোধ নিয়ে
বলতে
চলতে
কসুর ক'রো' না,—
অশুভ নিরাকরণী তাৎপর্য্যে
সুঠাম হ'য়ে । ৯৩০৩ ।
২৯।৮।১৯৬০, সকাল ৮টা

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

তোমার অস্তিত্বের ভিতর-দিয়ে
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগের
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জী তৎপরতার
উচ্ছ্রিয়মাণ খরদ্যোতনায়
নারায়ণ-বিভা
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
আর, সেই বিভূতি
শ্রীবৎসল হ'য়ে উঠুক,
অর্থই তোমার পরিচর্য্যা করুক,
তুমি নারায়ণ-লক্ষ্মী-পরিচর্য্যায়
নিরত থাক—
সব্যষ্টি-সমষ্টির ভজনদীপনায়,
আর, তোমাতে নিবেদিত অর্ঘ্য বা অর্থ
স্বর্গীয় অর্থ হ'য়ে উঠুক,—
সৎ-সন্দীপনী বিভা সৃষ্টি ক'রে ;
আমার সাত্বত জীবনের প্রার্থনা এই—
পরমদৈবতের পাদপদ্মে ;
মনে রেখো—
সেই দয়ী পুরুষই নারায়ণ—
যিনি প্রতিটি অস্তিত্বের
সম্বর্দ্ধনী শুভ বর্ত্ম । ৯৩০৪ ।
২৯।৮।১৯৬০, বেলা ১০-৪৫

কুলক্রমিক
শ্রেয়নিষ্ঠাসিঞ্চিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
মানস-উচ্ছ্রিত
কামবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
গুণ যেমন
সন্তান সন্ততিতে
সংক্রামিত হ'য়ে থাকে,

ওর ব্যতিক্রমে—

অগুণও কিন্তু তেমনই সংক্রামিত হয়। ৯৩০৫।

২৯।৮।১৯৬০, বেলা ১১-৩২

যদি নিষ্ঠাবিহীন হও,

শ্রদ্ধাবিহীন হও,

আত্মাভিমানী স্বার্থ-চর্য্যী হ'য়ে বেড়াও,

লোকখ্যাতি ভাল লাগলেও

খ্যাত যা'রা

তাদের কুখ্যাত করাই

যদি তোমার প্রবৃত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়,—

লোকে কী বুঝবে তাহ'লে ?

পরন্তু

এক নিঃশ্বাসে মনে হবে

তোমার উদ্ভব ব্যতিক্রমদুষ্ট—

তা' যে রকমই হোক্,—

যৌনব্যতিক্রমই হোক্

বা আচার-ব্যতিক্রমই হোক্ ;

সেজন্য লোকে ব'লে থাকে—

'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ' ;

তুমি যেমনতর আচারশীল,

যেমনতর শ্রদ্ধাশীল,

যেমনতর শ্রেয়নিষ্ঠ,

বা অশ্রেয়নিষ্ঠ,—

তোমার ব্যক্তিত্ব তেমনতরই

গড়ে উঠবে,

এর ভিতর দ্বৈত কিছু নেইকো ;

সরাসরি, এ তোমার ব্যক্তিত্বের নিশানা ;

ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতির

শ্রমপ্রিয়তার শুভনন্দনা

যাদের যত,

শ্রেয়সাকীও তারা তত ;
নয়তো, উল্‌টো,
কিংবা কিছু ভাল,
কিছু মন্দ। ৯৩০৬।
২৯।৮।১৯৬০, বিকাল ৫-৪৫

আত্মোন্নতির ভজনস্তুতি
অর্থাৎ সেবাস্তুতি,
বা হাতেকলমে সেবাই
ভগবানের স্তোতস্থণ্ডিল। ৯৩০৭।
২৯।৮।১৯৬০, বিকাল ৫-৪৮

আশ্রম মানেই
যেখানে শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
কৃতি-সন্দীপনায়
বিদ্যা অর্জ্জন করতে হয়,
আর, বিদ্যা মানেই হ'ল
সঙ্গতি-সহ
জ্ঞানকে অর্জ্জন করা,
গার্হস্থ্য আশ্রম
সবার কাছে আদিম আশ্রম,—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যেখানে কুলাচারগুলি
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
আবৃত্তি করতে হয়,
ঘ'সে, মেজে
ধীপূর্ণ সুপ্রভ ক'রে তুলতে হয় ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
আর একটা কথা বলি—

এই ধৃতিবিদ্যা
অনুশীলন ক'রে চলাই
যা'দের নীতি বা প্রথা,—
বিহিত কৃতি-সন্দীপনায়
নিষ্ঠানিরত আনুগত্য নিয়ে,
তাদের কুৎসা কখনও ক'রো না ;
কিন্তু তা'রা যা'ই হোক্
আর যেমনই হোক্,—
ব্যতিক্রমদুষ্ট যদি হয়,
কোনরকম আস্কারা দিও না তা'দিগকে ;
এমনি ক'রে
বিহিত বিধায়নায়
তোমার পরিবেশ
তোমার প্রদেশ
তোমার দেশগুলিকে
বিনায়িত ক'রে ফেল,—
বাস্তব উদ্গতির
উর্জ্জনাসন্দীপ্ত ক'রে,
ব্যষ্টির বিশেষ নিয়মনায়,
প্রীতি-পরিচর্য্যায়,
সার্থক সঙ্গতিতে
সবগুলিকে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলে,
বিনায়িত ক'রে তুলে,
বিবর্দ্ধিত ক'রে তুলে,
স্বতঃসঞ্চিত সক্রিয় ক'রে তুলে,
শ্রমপ্রিয়তার হোমবহ্নিতে ;
ক'রে দেখ,—
চলও এমনি ক'রে,
তোমার লক্ষ্যই হোক্,—
তোমার সংঘ,

তোমার পরিবেশ,
তোমার দেশ,
তোমার নিষ্ঠানন্দিত কৃতি-আচরণ । ৯৩০৮ ।
২৯।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-১৫

মানুষকে
যত আপনার ক'রে তুলবে—
স্নেহ-প্রীতি-পরিচর্য্যায়,
অনুকম্পী অনুবেদনায়,
দেখবে—
ততই তোমার কৃতি-উজ্জ্বনাও
বেড়ে যাচ্ছে,
তাদের শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনা
যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
তোমার শ্রেয়কৃতি-উৎসর্জ্জনা
তেমনই বেড়ে যাবে;
'হা পয়সা', 'হা পয়সা' ক'রে
ঘুরে বেড়িও না,
দাস-জীবনকে
গলায় মালা ক'রে নিও না,
সেই উপাধি-বিভূষিত হ'য়ে
নিজেকে
গৌরবান্বিত মনে ক'রো না,
তোমার গৌরব জেনো—
প্রতিটি ব্যষ্টিগত সত্তার অস্তিবৃদ্ধি;
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়;
অর্থ-ই বল,
সামর্থ্যই বল,
বিদ্যাই বল,

আর, উপাধি-ই বল,
ও-ই কিন্তু সুনিষ্ঠ অনুদীপনা। ৯৩০৯।
২৯।৮।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি লোকপূজানিরত হও,
পূজা মানেই কিন্তু—
বর্দ্ধনা ;
লোকে যা'তে বাঁচে,
অস্তিত্বে নিটোল হ'য়ে চলতে পারে—
শ্রমচলনে অনুবর্ত্তিত হ'য়ে,
তেমনি ক'রেই
তুমি লোকপূজা ক'রে চল ;
এই লোকপূজায়
যতই লোকস্বস্তিকে
সঞ্চারণ ক'রে চলবে—
ব্যষ্টি হ'তে ব্যষ্টিতে
সমষ্টি হ'তে সমষ্টিতে
সব দিক দিয়ে,
ততই পরিবেশ,
পরিস্থিতি
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তুমিও তেমনি
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ;
প্রতিটি ব্যষ্টির প্রীতি-উপহার
তোমাকে বিভবনন্দিত ক'রে তুলবে,
তা'রা দিয়ে
সুখী হ'তে চাইবে,
স্বার্থসেবার উপকরণ নিয়ে
তৃপ্তি পাবে না ;
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ

শ্রমপ্রিয়তার উৎসর্জ্জনায়
যত লোক-আরতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
তোমার সম্বৃদ্ধি
স্বতঃ-আয়োজনে
তেমনি ক'রেই
উৎফুল্ল হ'য়ে চলবে ;
যে উপহার,
যে সামগ্রী,
যা' তা'রা
হৃদয়-আবেগভরে
তোমার প্রীত্যর্থে অর্পণ করে,—
তা' কিন্তু শুক্র অর্থ ;
এই শুক্র দীপ্তি
তোমার অস্তিত্বকে
শোভনসুন্দর ক'রে তুলবে,
বিভাসিত ক'রে তুলবে,
আয়ুষ্মান লোক-আরতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে ;
তুমি সুন্দর হও,
শিষ্ট হও,
সন্দীপ্ত হও,—
একটা অমোঘ পরাক্রমের বাটে থেকে ;
কেন ? তা' কি ভাল নয় ?
এখন থেকেই
তুমি কি তা' করবে না ?
কর,
আর, করার খাতিরে
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়ে
বিনীত বিক্রমদীপ্ত হ'য়ে চলতে থাক ;
কিন্তু মনে রেখো—
কারো প্রতি কারো সত্তা-সংঘাত

যা' সত্তাকে অপসৃত ক'রে চলে,—
তাই-ই কিন্তু অসৎ ;
তাই,
তুমি পরাক্রমী
অসৎ-নিরোধী উর্জ্জনা নিয়ে
চলতে থাক,
আর বলতে থাক—
'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ' । ৯৩১০ ।
২৯।৮।১৯৬০, রাত ৭-৬

পিতৃপুরুষের
নিষ্ঠা-অন্বিত গুণ ও আচার
যেমনতরভাবে
সন্তানসন্ততিতে ব'র্ত্তে ওঠে,
তা' কিন্তু রেতগতিরই বিভূতি—
যে রেতনিহিত জনি
মাতৃডিম্বকোষস্থিত
পিতৃজনি-সহযোগে
বিধায়িত বিধানকে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলে ;
তাই,
কুলাচারসন্দীপ্ত অভিদীপনা নিয়ে
সদৃশ ঘরে বিবাহ যদি হয়,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির
শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল
শিষ্ট মিলন যদি হয়,
ছেলেমেয়েও
ঐ পিতৃকুলের বৈশিষ্ট্যতেও
উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে,

তাই, সন্তান
পূর্ব্বপুরুষেরই রেতঃধারা। ৯৩১১।
২৯।৮।১৯৬০, রাত ৭-৪৬

তোমার জীবনচলনার অধিগমন
যেখানেই নিবৃত্ত হ'য়ে পড়ল,
তোমার যম বা শমন—
তা'র উদ্ভব হ'তে লাগল
সেখান থেকেই ;
ক্রমে ক্রমে
বিশীর্ণ হ'তে লাগলে—
অন্তর্জগতে যেমনতর
বহির্জগৎ বা শারীর জগতেও
তেমনতর ;
তোমার অধিস্থিতির উদ্দাম চলন,
ধৃতিচেতনার উন্মীলিত চক্ষু,
জ্ঞানভাণ্ডারের বাস্তব সমীক্ষা
ও বস্তুগত বিনায়নী তাৎপর্য্য
সবই কিন্তু ক্রমে ক্রমে
শিথিল হ'য়ে উঠতে লাগল ;
ফলে,
তোমার ধৃতি-আচরণ,
ধৃতি-তপ,
তেমনতর ভাবে
নিবৃত্তিতে অস্তমিত হ'য়ে উঠল ;
তুমি যা'-কিছু সম্পদ
অর্জ্জন করেছিলে—
এই সাত্বত জীবনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে,
সেগুলি অবসাদদুষ্ট হ'তে লাগল ;
একটু একটু ক'রে
তিলে তিলে

হারাতে লাগলে
তোমার সম্বৃদ্ধি,
নিবারিত ক'রে তুললে
তোমার উজ্জয়নী অনুচলন,
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগসিদ্ধ শ্রমপ্রিয়তা
ক্রমেই ভ্রান্তি-মরীচিকায়
নিবিষ্ট হ'য়ে

পেছন থেকে
চেপে ধরতে লাগল ;

ক্ষমতার অভিদীপনা
অমনি ক'রেই
ভাঁটার পথে
নিবৃত্তির অশিষ্ট ধিক্‌কারে
আত্মমর্য্যাদার অবসন্নতায়
ক্রমশঃ বিকার-বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ;

তখন কিন্তু শমন এলো,—
ঐ ব্যক্তিত্বের ফুরিয়ে যাওয়ার
বিপদ-সংকেত দিতে দিতে ;

প্রকৃতি বলতে লাগল—
তুমি সাবধান হও,
অবধান কর,
নিজেকে জীবনে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোল ;

তুমি পারলে না !

অবসাদ
ভরপুর হ'য়ে উঠতে লাগল
তোমার সত্তায় ;

এমনি ক'রে
ক্রমে ক্রমে
ফুরিয়ে যেতে লাগলে তুমি ;

এই ফুরিয়ে যাওয়া,—

এই পশ্চাৎ-অপসরণই হ'চ্ছে—
যমপ্রভাব ;
আমি বলি—
পার তো বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও,—
কর,—
তোমার কঙ্কাল নিয়ে চলতে থাক ;
এগিয়ে চল—
আরো, আরো,
আরোর পথে,—
যমকে অতিক্রম ক'রে,
নিয়মকে অবলম্বন ক'রে,
সত্তা-আসনে সংস্থিত হ'য়ে
আচারকে অবলম্বন ক'রে,
প্রতিপ্রত্যেকে
ধৃতিপূজার পূজারী হ'য়ে ;
দেখ না একটু চেষ্টা ক'রে,
এই চেষ্টার ভিতর-দিয়ে
যদি অমরতাকে স্পর্শ করতে পার,
অমৃতকে স্পর্শ করতে পার ;
মাঙ্গল্য-অভিদীপনার
পারিজাত-নন্দনা
তোমার জীবনীয়
দ্যোতন-বিভব হ'য়ে উঠুক ;
যিনি সব যা'-কিছুর জীবন-সম্বেগ—
তাঁর কাছে প্রার্থনা কর,
আমিও করি ;
অশেষ চেতনদীপনায়
ভক্তির আসনে
জ্ঞানকে উপভোগ করতে করতে
অমৃতস্নাত হ'য়ে ওঠ তুমি । ৯৩১২ ।
২৯।৮।১৯৬০, রাত ৯টা

যা'ই দেখ না কেন,
যা'ই কর না কেন,
তা'র তাহাত্বকে
একটু আগ্রহ নিয়ে
জানতে চেষ্টা কর,
বুঝতে চেষ্টা কর ;
তা'র বিন্যাসগুলির
বিশেষত্ব-সহ
গোটা বাস্তবতাকে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
নেড়েচেড়ে দেখ,
নানারকমে তাকে জান,
এমনি ক'রেই
সব যা'-কিছুকে
জানার চেষ্টা ও জানা,—
তা' থেকে
নানা রকমারিগুলিকে
তেমনি ক'রে বুঝে-সুঝে
জানার চেষ্টা ও জানা—
ক্রমে ক্রমে
একটা মোক্থা বোধ এনে দেবে,—
দেখে,
বুঝে,
যা'তে তাকে জানতে পারা যায় ;
খুঁজতে গেলে—
প্রথমে হয়তো কিছু পাবে না,
কিন্তু প্রথমে—
'না' ধ'রে নিয়ে এগুলে
পরে হয়তো
আর কিছুই পাবে না ;
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে ভুলো না,

ঐ সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে
বিনিয়ে বিনিয়ে
সার্থক ক'রে নিয়ে
মোট বস্তুটাকে
যদি জেনে নিতে পার,—
তা' থেকে
তা'র মূল বের কর,
আর,
সূত্রগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে
বিশেষ ব্যাপারে
বিশেষ ক্ষেত্রে
সূত্রে উপনীত হও,
এমনি ক'রে
ঐ সূত্রের ভিতর-দিয়ে
অনেক কিছুর
সব যা'-কিছুকে
জানতে পার কিনা—
দেখ ;
এমনি করতে করতে
ক্রমে ক্রমে
তুমি বোধবিৎ হ'য়ে উঠবে,
আগ্রহ-উদ্দীপনা ও করাই
তোমার জীবনের
খেলনা হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'র উৎসর্জ্জনাই হ'য়ে উঠবে—
তোমার উপভোগের সামগ্রী,
তা'র সম্বর্দ্ধনী অনুচলন হ'য়ে উঠবে—
তোমার জীবনের শুভ নিশানা,—
যা' দিয়ে
তুমি অমৃতের দিকে
হাত বাড়াতে পারবে,—

ক্রমে ক্রমে
সমস্ত বিষয় ও ব্যাপারকে মন্থন ক'রে,
ক্ষয় ও ক্ষতিকে নিরোধ ক'রে ;
চল—
শাশ্বত সাত্ত্বিক শৌর্য্যে
অমৃতকে আয়ত্ত কর,
আর, তা' প্রতিটি ব্যষ্টিকে
পরিবেশন ক'রে চল—
অমর উৎসারণা নিয়ে,
স্বস্তি-সঙ্গীতে ভরপুর হ'য়ে ;
তোমার অন্তঃকরণ
উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠুক—
'শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ'। ৯৩১৩।
২৯।৮।১৯৬০ রাত ১০-৫৫

অন্তরের গ্রন্থিগুলি
নিয়ন্ত্রিত করার,
বিন্যাস-বিনায়িত করার
সহজ সুন্দর একটি উপায়ই হ'চ্ছে
কোন শ্রেয়ে
তোমার নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
সুনিবদ্ধ ক'রে
তাঁরই স্বার্থ ও সম্বৃদ্ধির জন্য
তুমি যখন
যা'-কিছু করতে যাও বা কর—
তোমার নিজের জন্য নয়কো,
তোমার লোভ
কেবল আত্মপ্রসাদ ছাড়া
একটুকুও নয়কো—
এক তিলও নয়কো ;

এমনি ক'রে চল,
দেখবে—
ক্রমে ক্রমে
তোমার গ্রন্থিগুলি ভেঙ্গে
সার্থক সঙ্গতিতে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠছে,
তুমি শিষ্ট হ'য়ে উঠছ,
সহজ বোধবিৎ হ'য়ে উঠছ,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য
ক্রমে-ক্রমেই ফুটে উঠছে
তোমার মধ্যে ;
কে জানে !
এই চলার ভিতর-দিয়েই
তুমি হয়তো একদিন
মহান হ'য়ে উঠবে । ৯৩১৪ ।
৩০।৮।১৯৬০, সকাল ৮-৪২

শুধু উপদেষ্টা হ'লে চলবে না,
উদাহরণ হওয়া চাই-ই,—
যে-উদাহরণ
মাঙ্গলিক অভিদীপনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
উদাহরণ না হ'লে—
তোমার সঞ্চারণা
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে
সঞ্চারিত হ'য়ে
উচ্ছল আতিশয্যে
তাদিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না ;
আর, তুমি যদি উদাহরণ হও,—
তোমার কথাবার্ত্তা,
আচার-ব্যবহার,

চালচলন যা'-কিছু
ঐ উদাহরণের সার্থকতায়
নিয়ন্ত্রিত হ'তে বাধ্য হবে ;
তা'তে মঙ্গল হবে তোমার,
মঙ্গল হবে তোমার পরিবেশের,
মঙ্গল হবে দশ ও দেশের,
আর, সার্থক কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে
তোমার পূর্ব্বপুরুষের
কুলপ্রবাহিনী বাস্তুভিটা ;
আর, তুমিই সেই
কুলস্রোতা সঙ্গীতি
ও তা'র সেবাব্রতী প্রাণবন্ত সত্তা ;
আর, তোমার জীবন-আসনই হ'চ্ছে
তাদের প্রতি নিষ্ঠা—
যে-নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত হ'য়ে
তুমি জীবন-চলনায়
চলন্ত হ'য়ে চলেছ । ৯৩১৫ ।
৩০।৮।১৯৬০, সকাল ১০-৫

শ্রেয়জনের তাড়ন-পীড়ন
কিংবা ভৎসনায়—
যা'দের নিষ্ঠা ভেঙ্গে যায়,
অন্তরস্থ শ্রদ্ধা উবে যায়,
ও ব্যবহার-বিপর্য্যয়কে
ডেকে নিয়ে আসে,—
বিশ্বস্তির আলিঙ্গনে
তাদের গ্রহণ ক'রো না,
কারণ, অন্তরে তা'রা
অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখো—
তা'রা নিন্দনীয়,

বিপর্য্যয়ী বাক্ ও চলনে অভ্যস্ত ;
দূর থেকে
তাদের সঙ্গে সংস্রব রাখা বরং ভালো,
এতে তাদের বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
যদি সংন্যস্ত হয়—
তা'-ও ভালো ;
কিন্তু এও মনে রেখো—
তা'রা যতই পণ্ডিত
বা মহামান্যই হোক্ না কেন,
তাদের অন্তর-প্রবৃত্তি,
আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও কথাবার্ত্তা
তোমাকে—
তোমার হৃদয়ে
বেদনা দিতে
কসুর করবে না কিন্তু। ৯৩১৬।
৩০।৮।১৯৬০, বিকাল ৪-৫০

তুমি যদি শ্রেয়কে
ভালই বেসে থাক,
আর, সে-ভালবাসা
যদি স্বার্থভেজালসম্বন্ধ না হয়,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
তোমার শ্রমপ্রিয় নন্দনা
যদি তাঁর সৌকর্য্যে
উচ্ছল পরাক্রমী হ'য়ে থাকে,
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতির আসনে
শ্রমপ্রিয়তার শুভসুন্দর ঠাটে
তাঁকে রেখে
আত্মপ্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে

তাঁর স্বস্তি-পরিচর্য্যায়
যদি নিয়োজিত হ'য়ে থাকতে
তোমার ভাল লেগে থাকে,—
স্বার্থলোলুপতার
লেলিহান জিহ্বা নিয়ে
তাঁকে কখনই
ক্ষয়িষ্ণু সর্জ্জনায়
রিক্ত ক'রে তুলতে যেও না ;
এই নিষ্ঠা,
এই আনুগত্য,
এই কৃতিসম্বেগ
যা' শ্রমপ্রিয়তার আলোকদীপ্তিতে
উচ্ছল হ'য়ে চলেছে,—
তা'র বাস্তবতার উপযুক্ত আভাই হ'চ্ছে—
ঐ দ্যোতনদীপ্ত রাগ-উৎসর্জ্জনা,—
—যা' শতসংঘাতেও
শত তাড়ন-পীড়নেও
ঘৃণার কূটকটাক্ষেও
বাড়ে ছাড়া—
ভেঙ্গে যায় না ;
অভিমান সেখানে নেই,
আত্মমর্য্যাদার অহমিকা নেই সেখানে ;
অথচ মর্য্যাদায়
সমস্ত পরিবেশের কাছে
প্রীতিসুন্দর হ'য়ে উঠতে থাকে ;
আর, তা' যেখানে নেই,
ঠিক জেনো—
সেখানে আছে
স্বার্থলোলুপ মায়াবিনীর
উচ্ছল কলনিনাদ,
অনর্থের অগ্রদূত ;

ভালবাস তাঁকে
সব সময়ে
সব দিক দিয়ে,
এমন-কি
নিজের সত্তাকেও অগ্রাহ্য ক'রে ;
তাঁর সেবার জন্য
যাতে তুমি সুস্থ থাক
তা' করবেই কি করবে ;
বরং তোমার প্রীতি
যদি ভেজালরহিত হয়—
তোমার আন্তরিক আগ্রহ
শরীর-সঙ্গতির সাথে
সুসম্মিলনায়
সন্দীপ্তি নিয়েই চলতে চাইবে ;
তুমি যদি তা' না কর—
হয়তো এমন সময় আসতে পারে—
তোমার প্রিয়
পরিচর্য্যাবিহীন হ'য়ে
ধ্বংসদুষ্টির বিষাক্ত বিলোল বিহ্বলতায়
নিথর হ'য়ে উঠতে পারেন ;
সজাগ থেকো—
সব বিষয়ে,
আর, সেই জাগ্রত অনুবেদনা নিয়ে
যা' কিছু করবার
তা' ক'রো—
সমীচীন তৎপরতায়
ত্বারিত্যের হবনদীপনায় ;
তুমি তাঁকেই ভালবাস,
নমস্কার কর তুমি তাঁকেই,
আলিঙ্গন কর তুমি তাঁকেই,
তৃপ্তির স্বস্তি-আহ্বানে—

তাঁকে স্বস্থ ক'রে তোল,
স্বস্থ ক'রে রাখ—
শুদ্ধি-সন্দীপ্তিতে ;
তাঁর স্বাস্থ্য—
তা' মানসিকই হোক্,
আর, শারীরিকই হোক্,
সমীচীন পরিচর্য্যা নিয়ে
তার স্বস্তিবিধান করতে
ত্রুটি ক'রো না ;
এক লহমাও
তাঁকে চোখের আড়াল হ'তে দিও না ;
এমনি ক'রেই চলতে থাক,—
উত্তাল উৎসারণায়,
সন্ধিৎসু তীক্ষ্ন নজরে,
উপযুক্ত ক্রিয়া-তৎপরতায় ;
তুমি সুমহান হ'য়ে উঠবে নিশ্চয়ই ;
দুনিয়ার একটি
কৃতিকোহিনুর হ'য়ে উঠে
আলোকিত ক'রে তুলবে
পরিবেশের সব যা'-কিছুকে ;
স্বস্তি ও স্বধা,
তৃপ্তির হোমদীপনায়
জীবনীয় প্রক্ষেপ দিয়ে
তোমাকে আরো হ'তে
আরোতর ক'রে তুলবে ;
আর, ঐ চলনে
যারা চলে—
শিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়
তা'রাই । ৯৩১৭ ।
৩০।৮।১৯৬০, রাত ৮-৪৫

প্রতিটি ব্যষ্টির
সাত্বত প্রয়োজনকে
যে নিয়ম বা নীতি অগ্রাহ্য করে—
বাঁচাবাড়ার পক্ষে
নেহাৎই জরুরী যা'
তা'র আপূরণে অবহেলা ক'রে,—
তবে রাজনীতির নীতি কোথায়—
তা' আমি বুঝতে পারি না,
তা' শুধু কথায় না কাজে—
তা'-ও বুঝি না । ৯৩১৮ ।
৩০।৮।১৯৬০, রাত ৮-৫৪

কাউকে যদি ভালবেসে
কৃতার্থ হ'য়ে থাক,
নিষ্ঠা, অনুগতি, কৃতির
শ্রমপ্রিয় উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে তোল—
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
পরাক্রমের বিভূতি-ঊর্জ্জনা নিয়ে,
অস্খলিত সাত্বত রাগদীপনায় ;
ভালবাসার পাত্র
তোমার যেমনই হোক্ না কেন,
তদনুগ উৎসর্জ্জনায়
তুমি দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
তা' ন্যায়পথেই হোক,
কি অন্যায়পথেই হোক ;
যা' সাত্বত,
যা' সৎ,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'র অনুসরণ করলে

তুমি সৎ হ'য়ে উঠবে,
উলটো চললে অসৎ হবে,
অর্থাৎ সৎ-এ যদি নিষ্ঠা না থাকে,—
তবে উচ্ছৃঙ্খল
অনর্থের ব্যতিক্রম নিয়ে
জাহান্নমের উপাসকই হ'তে হয় ;
তাই বলি—
শ্রেয় ব'লে যদি কেউ থাকেন,
সৎ-সন্দীপনাই যাঁর জীবনের
অর্থান্বিত অনুগতি,
তাঁকে
সব রকমে
সব দিক দিয়ে
প্রত্যেক সব কিছুর তাৎপর্য্যে,
সার্থক বিনায়নী স্থৈর্য্যে,
অর্থান্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সন্দীপ্ত হ'য়ে
নিজেকে জ্যোতিষ্মান ক'রে তোল—
প্রাজ্ঞ বিভূতি-বিভবে
ভক্তির অমৃত-উৎসারণায় ;
নিজে ধন্য হও,
আর, ধন্য ক'রে তোল সবাইকে—
প্রতিপ্রত্যেকের প্রদীপ্তি নিয়ে,
ঐ শ্রেয় বা প্রেয়ার্থে
সার্থক ক'রে নিজেকে,
আর, ঐ তো স্বর্গ,
আর, শ্রেয়-প্রেয়র ঐ ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছেন
ব্রহ্মণ্যদেব ;
যদি বিষাক্ততাকে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
অমৃত ক'রে নিয়ে

প্রেয়সেবা করতে পার,—
ঐ ব্রহ্মণ্যদেবের
অন্তর-উৎসারিত উপহার
তোমাকে নন্দিত ক'রে
তুলবেই কি তুলবে। ৯৩১৯।
৩১।৮।১৯৬০, সকাল ৬-৫৫

যারা উৎসকে গ্রহণ করে না,—
চর্য্যা করে না,—
অথচ পেতে চায়,—
তাদের ভাগ্য
বিপর্য্যস্তই হ'য়ে চলতে থাকে—
বিন্যাসহারা
অনর্থক উদ্বেজনায়। ৯৩২০।
৩১।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৩৫

যারা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়,
যাদের আনুগত্য নেইকো,
কৃতিসম্বেগ স্তিমিত,
শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনাও
অবসন্ন যা'দের,—
তাদের ভ্রান্ত ভবঘুরে হওয়া ছাড়া
আর উপায় কি আছে? ৯৩২১।
৩১।৮।১৯৬০, সকাল ৯-৩৮

যাদের মায়ের উপর নেশা
স্তোতনদীপ্ত সেবাচর্য্যী
পরিবেষণার সহিত
তৃপ্তিসুন্দর অনুবেদনা নিয়েই চলে—

তাদের নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয়তা
বিভবেই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে
দেখা যায় ;
যাদের পিতৃ-পরিচর্য্যা
নিষ্ঠাসুন্দর আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
অস্খলিত অনুবেদনায়
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
চলতে থাকে—
তাদের প্রায়ই
উৎসর্জ্জনা দেখতে পাওয়া যায়—
বিদ্যায়,
বেদে,
ঔজ্জ্বল্যে সুদৃঢ় হ'য়ে
পারিজাতের মত ;
আর, মাতাপিতা উভয়ের প্রতি
যা'দের সঙ্গতিপূর্ণ নিষ্ঠা
আনুগত্য ও কৃতি-সম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনায় চলৎশীল থাকে—
তা'রা কৃতিসুন্দর—
সব দিক দিয়ে—
সর্ব্বতোভাবে ;
যতদূর তারা
ঐ অভিনিবেশে এগিয়ে চলে—
সুধীসুন্দর বিভব-বিভূতিতে—
সুসন্দীপ্ত থেকে,
যা'-কিছু পরমার্থ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তাদের বোধদীপনায়
বিন্যাসলাভ ক'রে থাকে । ৯৩২ ।
৩১৮।১৯৬০, সকাল ১০-৭

যা'দের
প্রেয়নিষ্ঠানন্দিত উর্জ্জনা
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তায় সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
স্বভাবে,
ব্যতিক্রমদুষ্ট তো তা'রা হয়ই না,
পরন্তু,
সমস্ত ব্যতিক্রমকে
নিরাকরণ ক'রে,
বিন্যাস ক'রে,
বিধায়িত অনুবেদনায়
সব অর্থকে
সঙ্গতির তালে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে ;
বিভব তা'দিগকে
স্বতঃসিদ্ধ সন্দীপনায়
স্তুতি-গাথায়
বিভূষিত ক'রে চলে । ৯৩২৩ ।
৩১।৮।১৯৬০, সকাল ১০-১৩

যা'রা বেশ ক'রে বুঝে রেখেছে—
তপস্যা মানে
নির্জ্জনে কিংবা অরণ্যে বাস,
মনে-মনে মন্ত্র জপ করা,
কিন্তু তদনুগ কৃতিচর্য্যাও নেইকো,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ-উদ্দীপনী আনুগত্য,
শ্রমপরিচর্য্যী অনুচলনও নেইকো,
তাদের ব্যক্তিত্ব
অমনতর তাৎপর্য্য বহন ক'রেই
স্তিমিত হ'য়ে ওঠে,

বিদ্যমানতা
সেবাসুন্দর সন্দীপ্তি নিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে
আবির্ভূত হয় কিনা জানি না ;
তপস্যার মন্ত্র
তাৎপর্য্য বহন ক'রে
প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতরে
সঙ্গতিশীল উদ্বর্দ্ধনা নিয়ে
বাস্তব উদ্দীপনায়
যে বিকাশ লাভ করে,—
সেটা তাদের পক্ষে
কল্পনার কলস্রোতা হ'য়ে
অন্তরকে বিক্ষিপ্তই ক'রে তোলে ;
কারণ,
সেখানে সমীচীন দর্শন
অনুশীলনী অনুচর্য্যা নিয়ে
অনুধ্যায়নার সহিত
অনুভবে বিনায়িত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায় উপনীত হয় না,
—এই যেমন বুঝি ;
তপের ভড়ং কি
বোধদীপনী প্রজ্ঞাকে
সৃজন ক'রতে পারে ?
ভক্তিহীন যে—
তার ভজন-তৎপরতা কোথায় ?
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় আকূতি কি সেখানে
নির্ব্বাণমুখী হ'য়ে চলে না ?
নিভে যায় না—

অশিষ্ট উন্মাদনায়
বিভ্রান্ত, বিক্লান্ত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ? ৯৩২৪ ।
৩১।৮।১৯৬০, বেলা ১০-৪৮

বার্দ্ধক্যকে যদি
স্বীকার ক'রে নাও,
আর, তোমার ঝোঁক থাকে যদি
সব কিছুকে গুটিয়ে নেবার,
ততই তুমি সংকুচিত হ'য়ে উঠবে,
স্ফূর্ত্তি নিয়ে চললে
যতখানি চলতে পারতে
তা'র চাইতে
তোমার অনুচলন ও অনুবলন
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকবে,
তুমি ঠকবে ;
তাই বলি—
বার্দ্ধক্য আসে আসুক,
তুমি ওসব হাঙ্গামা
ভাবতে যাবে কেন ?
সার্থকতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুচলনকে
সঙ্গে রেখে
তুমি চল,
যতখানি ঊর্জ্জনায়
এগিয়ে যেতে পার—
তা' যাও । ৯৩২৫ ।
৩১।৮।১৯৬০, বিকাল ৪-৪৮

তুমি তো ভক্ত,
ভক্তিই ভালবাস তুমি,
প্রভুর সেবা করার প্রবৃত্তি
তোমার অঢেল,

প্রভুর সেবা তো করবেই—
তা' সর্ব্বতোভাবে ;
আর, নিরপরাধ অনুচলনে
তাঁর পরিবার ও পরিবেশকে
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
যতই সেবাচর্য্যায়
সম্বর্দ্ধ ক'রে তুলতে পারবে,—
যতই সুস্থ, স্বস্থ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে
তুলতে পারবে,—
ভক্তি কিন্তু সার্থক হবে
তোমার সেখানে ততই ;
প্রভুসেবা
শুধু প্রভুতেই সীমাবদ্ধ নয় ;
তা' প্রভু-সমেত
তাঁর পরিবেশ ও পরিধিকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে
সেবায় স্বচ্ছল ক'রে তুলবে ;
ভক্তির সার্থক সমন্বয়
তোমার সান্নিধ্যে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি হবে—
সম্বেদনায়
শিষ্ট ও সুন্দর—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্যাপারে,
তবে তো প্রভুর সেবা ?
আর, প্রভুর ভজন মানেই—
সেবা করা,
আর, সেবার থেকেই উথলে ওঠে—
ভক্তি,
তা' ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে

পরিবেশ ও পরিধি-অনুগ হ'য়ে,
সবটুকু নিয়ে,—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে । ৯৩২৬ ।
৩১৷৮৷১৯৬০, বিকাল ৫-১০

ভক্তিবাদ মানেই কিন্তু—
ভজনবাদ,
ভজন মানেই—
অনুরাগের সহিত সেবা,
আশ্রয়, প্রাপ্তি, বিভাগ, দান,
এক কথায়, পরিচর্য্যী হ'য়ে চলা,
আর,
পরিচর্য্যী হ'য়ে চলা মানেই—
আমি বুঝি—
লোক-পরিচর্য্যী হ'য়ে চলা,
আর, তাদের ভিতরে
সঞ্চারিত ক'রে তোলা—
প্রিয়পরমকে,
ইষ্ট বা প্রেষ্ঠকে ;
নিজের চরিত্রকে
অমনতর আচার-ব্যবহারে
বিনায়িত করা,
ও শুভ-সন্দীপনী
বৰ্দ্ধন-অনুপ্রাণনায়
লোক ও ব্যষ্টিকে—
বিশেষ-সহ সমষ্টিকে—
প্রবুদ্ধ ক'রে চলা—
সক্রিয়ভাবে,
তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করা,
আর, নিজের চরিত্রকে
তাঁতে মহিমান্বিত ক'রে তোলা,—

যার ফলে—
সঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে ওঠে,—
সমস্ত পরিবেশ, পরিস্থিতি,
দেশ ও প্রদেশ ;
পারস্পরিক
এমনতরভাবে ক'রে চলাই হ'চ্ছে—
লোকসেবা,
তাদের আপূরণী পরিবর্দ্ধন,
যাতে তোমাকে নিয়ে
সবাই সঙ্গতিলাভ করে ;
আর, এই সার্থকতাকে
প্রভুর চরণে অর্ঘ্য দিয়ে
তৃপণ-উচ্ছলায়
তাঁকে পরিতৃপ্ত কর,
উচ্ছল ক'রে চল ;
আর, উচ্ছলিত ক'রে
তাঁতে অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ । ৯৩২৭ ।
৩১।৮।১৯৬০, বিকাল ৫-৪৫

শ্রেয়-অভিনিবেশ-সন্দীপ্ত
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ অনুগতি,
কৃতি-সম্বেগ,
ও শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য
যেখানে সলীলস্রোতা,
উৎসজ্জনী বিবর্ত্তনই
যেখানে বিবর্দ্ধনার একমাত্র শুভ-সম্পদ,
তা' মানুষকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে
ও হৃদয়ের সুষ্ঠু সঙ্গতিতে
সব যা'-কিছুর বিনায়নে

অস্তিত্বকে স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে তোলে,—
তা' নিজের দিক্ দিয়েও যেমন,
পরিবার, পরিবেশ
ও পরিস্থিতির দিক দিয়েও তেমন ;
আর, এই আত্মপ্রসাদই হ'চ্ছে—
পরমদৈবতের আশিসধারা । ৯৩২৮ ।
৩১।৮।১৯৬০, রাত ৭-৩০

তুমি যদি আচার্য্য হও,
বা অধ্যাপকই হও,
তোমার যদি শিষ্য বা ছাত্র ব'লে
কেউ বা কাহারা থাকে,
তা'কে বা তা'দিগকে
যতখানি পার
বেশ ক'রে বাজিয়ে দেখো,—
তা'র বা তাদের তোমার প্রতি
নিষ্ঠা অস্খলিত আছে কিনা !
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
ওজঃদীপ্ত কিনা !
সব যা'-কিছু নিয়ে
তা'রা শ্রমপ্রিয় কিনা !
আর, এগুলি তাদের ভিতর
স্বতঃ ও স্বাভাবিক কিনা !
সক্রিয় কেমন !
তোমার প্রতি
তাদের আপূরয়মাণ অনুবেদনা
কেমনতর !
ঐ নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতিসম্বেগ
তাদের ভিতর
ব্যতিক্রম-বিভাবিত কিনা !

আবার, এগুলি যদি
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয়—
কিংবা, ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লেও
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে বিকৃতিসম্পন্ন কিনা!
তা'দিগকে বহন ক'রো
একদম সন্ততি-উচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে,
আগ্রহ নিয়ে;
তারপর,
তা'দিগকে বন্দেজ ক'রে কিছু দিও না,
তোমার দিতে ইচ্ছা হ'লে—
আশিস্-উপহারস্বরূপ কিছু দিতে হয়—
দিও ;
আর, তোমার ও তোমার পরিবারের
পোষণ-পরিবর্দ্ধনার
স্বতঃ-দায়িত্বশীলতা
ক্রমে-ক্রমে গজিয়ে তুলতে থাক—
তাদের ভিতর
লোকচর্য্যী ভজনদীপনার ভিতর-দিয়ে ;
এটা কিন্তু তোমার
প্রাপ্তিলোভের জন্য নয়,
তা'দের অন্তঃস্থ আগ্রহকে সক্রিয় করতে—
বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
চিন্তা, চলন, আচার-ব্যবহারের
সঙ্গতিশীল সার্থকতায় ;
যে তোমার জন্য বেশী করে
বা দেয়—
তাতেই যে তুমি আগ্রহশীল হ'য়ে উঠবে
উদ্বেলনী আদর নিয়ে,
তা' শুধু নয়,
যারা তেমন দিতে পারে না,
তা'দের প্রতি মনোনিবেশ করতে

ত্রুটি ক'রো না—
স্নেহদীপ্ত সমীচীন শাসনে ;
আরো একটা কথা বলছি—
মাঝে-মাঝে
কোন অপরাধ না করলেও—
মুখে, আচার-ব্যবহারে
ক্ষণস্থায়ী বিরক্তিকর ব্যবহার, তাড়ন-পীড়ন
যদি করতে হয়—
সমীচীন বোধ করলে তা' ক'রো ;
লক্ষ্য রেখো—
ঐ তাড়ন-পীড়ন তাদের ভিতর
বা তাদের মনে বা কর্ম্মে
বিকৃতি আনছে কিনা !
যদি বিরক্তি আনে,
বিকৃতি সৃষ্টি করে,
বুঝে নিও—
তাদের ভিতর যে নিষ্ঠা আছে
তা' শক্ত নয়কো ;
কতখানি চাপে
তা' ভেঙ্গে যেতে পারে
সেটাও বিবেচনা ক'রো ;
যা'দের ভেঙ্গে যায়—
তাদের প্রতি আশা কম ক'রো ;
যাদের ভাঙ্গে না—
শিষ্ট সম্বোধী যারা—
সুসন্ধিৎসু কৃতি-তৎপরতায়,
তাদের প্রতি তোমার আশা
হয়তো সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে ;
আর, ঐ কাজকর্ম্মের ভিতর
লোক-অনুধায়নী অনুশাসনে
শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা কর—

সার্থক সঙ্গীতশীল কৃতিকুশল তৎপরতায়
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে,
আর, ঐ শৃঙ্খলা
যা'তে বর্দ্ধন-প্রবণ হ'য়ে চলে
তা' ক'রো ;
এই রকমের পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
ও সাহিত্য, বিজ্ঞানশিক্ষার সব জাতীয় সরঞ্জাম
সুষ্ঠুভাবে নিজের আয়ত্তে রেখে
ও তা'র সুশৃঙ্খল পাঠ, আলোচনা
ও অনুশীলনী গবেষণার মধ্য দিয়ে
তা'দিগকে
স্বাভাবিকভাবে
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ক'রে তোল,—
যা'তে তারা
বিশুদ্ধ বাস্তবভাবে
নানারকমে
তা'দের ঐ প্রত্যয়ীভূত বিজ্ঞতাকে
প্রকাশ করতে পারে—
ক'রে, ক'রে—রকমারি তাৎপর্য্যে ;
তৃপ্তি পাবে তারা,
তৃপ্ত হবে তুমি,
তোমার পরিবেশ,
দেশ, বিদেশ ;
উপযুক্ত সময়ে
সমাবর্ত্তন দিয়ে
উপযুক্ত যে যেমন
প্রণামী, অর্ঘ্য বা লওয়াজিমা দেয় তোমাকে
তা' নিও ;
অবশ্য কিছু দাবী ক'রো না,
তবে তাদের দান-প্রবৃত্তি
যা'তে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,

তেমনতরভাবে
প্রবুদ্ধ করে তুলো,
শ্রেয়জন বা সাধু মহাত্মাকে দেওয়ার প্রথা
যে কতখানি কল্যাণকর
তা'ও প্রকারান্তরে
গল্পচ্ছলে ব'লো ;
মনে রেখো—
এতে যে যেমন সানন্দে সাড়া দেয়—
তা'র মেকদার-ও তেমনি ;
আর, সাধু মানেই হ'চ্ছে—
যাঁরা সত্তার
বর্দ্ধনপোষণী পরিচর্য্যা নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
কৃতি-সন্দীপনার শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যায়
সেগুলিকে নিষ্পাদন করেন—
জীবনবৃদ্ধির উপাসনায় ;
আর, মহাত্মা তিনিই—
যিনি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
বাঁচাবাড়ার পরিচর্য্যা নিয়ে
প্রতি-প্রত্যেককে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায় দক্ষ ক'রে তোলেন—
কোনপ্রকার ব্যতিক্রমের প্রশ্রয় না দিয়ে ;
আর, অনুশাসন-বাণীর
সংক্ষিপ্তসার যা'-কিছু
সেগুলিকে বিন্যাস ক'রে
তা'দের কাছে ব'ল,—
যা'তে তাদের সমাবর্ত্তন
সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর স্বাভাবিক অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে
দক্ষ ও পরাক্রমী ক'রে তোল,—

অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
ঊর্জ্জনাদীপ্ত রেখে ;
তাহ'লে, দেশ
বীরশূন্য হবে না,
বীর্য্যশূন্য হবে না,
বিদ্যাশূন্য হবে না,
বরং বিদ্যাবিভবী পরাক্রমে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,—
স্বস্তিপ্রসন্ন তীব্র বীর্য্যে,
বিদ্যমানতার জ্ঞানপ্রভা নিয়ে,
বিদ্যায় বর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে,
স্বস্তিপ্রসন্ন অনুপ্রাণনে,
বীর্য্যবান দক্ষতা নিয়ে ;
—বিদ্যা-আশ্রমের এই-ই বিশেষত্ব ;
আর, তুমি যদি বিদ্যার্থী হও —
আচার্য্য বা অধ্যাপককে
যদি বাজিয়ে নিতে চাও—
তবে তাঁকে গ্রহণ ক'রবার পূর্ব্বেই
তা' নিও ;
তাঁর কাছে
যাওয়া-আসা ক'রো,
দেখো, তিনি স্নেহপ্রবণ কিনা !
তিনি আচরণের ভিতর-দিয়ে
উদ্‌গতি লাভ করেছেন কিনা !
তিনি স্বার্থ-সন্ধিক্ষু
না শিষ্য বা ছাত্র-সংবর্দ্ধনশীল !
গ্রহণ ক'রে
যদি বিচ্যুত হ'য়ে পড়,
তা' হয়তো তোমার নিষ্ঠাকে
সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে,
তাই, তুমি তৎপর থেকো,—

সব দিক দিয়ে
সব রকমে
যা'তে তাঁকে গ্রহণ ক'রে
ছেড়ে দিতে না হয় ;
আর, গ্রহণ যদি কর—
তা' কিন্তু তোমার জীবনপণ ক'রে
ক'রো,
আচার্য্যের তিরোধান হ'লে
সে অন্য কথা ;
গ্রহণ ক'রে বিচ্যুত হওয়াও যা',
নিজের সন্দীপনী নিষ্ঠাকে
বিক্ষত ক'রে তোলাও তা'ই ;
যার ফলে, হওয়াটা
নানাপ্রকার রকমারি বোধনায়
বিক্ষতই হ'য়ে উঠে থাকে ;
তাই সাবধান !
তাই, ঋষিরা বলেছেন—
'আচার্য্যদেবো ভব'
—আচার্য্যই তোমার দেবতা হউন । ৯৩২৯ ।
৩১।৮।১৯৬০, রাত ৯-৩০

ব্যতিক্রমবিলোল ব্যক্তিত্বের
লক্ষণই হ'চ্ছে,—
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে
তা'র সহায় ও পোষণপরিচর্য্যায়
প্রবৃত্ত থাকেন যিনি,
তা'র সেবাচর্য্যার স্বতঃ-নিয়ামক যিনি,—
তাঁর প্রতি
সে স্বভাবতঃ
অকৃতজ্ঞই হ'য়ে থাকে ;
এমন-কি,

তাঁর পরিচর্য্যা ক'রবার সময়েও
সে চিন্তা করতে থাকে
কি ক'রে
অন্য উপায়ে
বা অন্য স্থান হ'তে
দু'পয়সা পাওয়া যায় ;
কিন্তু প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে
সে উপায় ক'রে থাকে—
বিড়ম্বনা কিংবা নিষ্ফলতা । ৯৩৩০ ।
১।৯।১৯৬০, সকাল ৬-২৫

সন্ন্যাস কিন্তু তাদেরই হ'য়ে থাকে—
স্বতঃ-স্বাভাবিক অনুক্রমণায়
যারা
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টার্থ-পরিপোষণার জন্য
জীবনকে সংন্যস্ত ক'রে চলেছে,—
কিংবা, যারা ইষ্টার্থ-নিয়মনায়
সম্যকভাবে
সাত্বত সংস্থিতির উৎকর্ষী অনুচলনে
নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে—
অস্তিত্বের সংরক্ষণে ;
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক সন্ন্যাস—
যে সন্ন্যাস-সন্দীপনা
নিজেকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখে
পরিবেশকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সম্ভৃতিতে চলন্ত ক'রে রাখে ;
তাই, সন্ন্যাস
অস্তিত্বের অতবড় পরাক্রমী পুণ্য স্বার্থ । ৯৩৩১ ।
১।৯।১৯৬০, সকাল ৭-৪০

শিষ্টতপা ইষ্ট বা আচার্য্যকে
বর্জ্জন ক'রে,
আত্মাভিমানী বর্ব্বর উর্জ্জনায়
যারা
অন্যকে শ্রেয় ব'লে আলিঙ্গন করে
ও অনুসরণ করে,
তুমি একডাকে ব'লে দিও—
বিধাতার বিভব তাদের
সর্ব্বনাশা সম্বৃদ্ধির
জাহান্নমের সাথিয়া ছাড়া
আর কিছুই না,
তাদের নিষ্ঠা নেই,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও নেই,
অন্তরবিধান তাদের
ব্যতিক্রমদুষ্ট, ভঙ্গুর ;
—এটা নিঃসংশয় । ৯৩৩২ ।
১।৯।১৯৬০, সকাল ৯-৫০

সঙ্গ, আচার, ব্যবহার বা কথাবার্ত্তায়
ত্রুটি তা'রাই ধরে
ও সহজে অনুপ্রবিষ্ট হয়
তা' তাদেরই ভিতর,
যাদের মানসিক বর্ত্তনা
তদনুপাতিক সংক্ষুব্ধ ;
এ রকম দেখলে বুঝে নিও—
তাদের ভিতর অমনতর বাঁক
আছেই আছে ;
সেটাকে বা সেগুলিকে
পাশকাটা ক'রে
তাদের সাথে

যেমনতর আচার-ব্যবহার করতে হয়
তা' ক'রো,—
যা'তে তারা কৃতার্থ হয়,
আর, তুমিও কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠ ;
এমনতর কুশল তাৎপর্য্যে যারা চলে—
বাস্তবভাবে,
তা'রা উন্নতিও করে তেমনতর ;
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতির
দুর্ব্বার উর্জ্জনা নিয়ে
শ্রমপ্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
লোকচর্য্যী যা'-কিছু
তা' তো করবেই—
হাতেকলমে,
নিজ ও নিজ পরিবারের জন্যও
তেমনতর ;
কারণ, নিজ ও নিজ পরিবারবর্গ যদি
সুস্থ, সন্দীপ্ত ও সুনিষ্ঠ হ'য়ে না ওঠে—
উর্জ্জনার তাৎপর্য্যশীল অনুনয়ে,
তবে, তোমার কৃতিকুশল তৎপরতা
শ্রমবিমুখ হ'য়ে
সার্থকতাকে মন্থর বা ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
তাই, তুমি কিন্তু
পরাক্রম-উদ্দীপ্ত, ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে—
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে,
শিষ্ট অনুনয়ে,
নিষ্ঠামুখর তৎপরতায়
যা' করবার তা' ক'রো—
উর্জ্জনার নিয়ন্ত্রিত দুর্জ্জয় পরাক্রমে। ৯৩৩।
১।৯।১৯৬০, বেলা ১০-৫০

যার অস্খলিত শ্রেয়নিষ্ঠা আছে
—সে-থাকাটা যেমনই হোক—

আর, সে যতই কুৎসিত হোক না কেন,
যতই বিকৃত, ব্যতিক্রমদুষ্ট
বিলোল ভাবালুতা নিয়ে
যেমনতর যা' করুক না কেন,

তা'র ঐ থাকাটা
যদি ইষ্টপায়ে—
শ্রেয় পায়ে

কোনক্রমে সঙ্গতিলাভ করে,—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় মত্ততার সহিত,

লহমায়
তা'র সব দুর্ব্বলতা উবে গিয়ে

সে বীর্য্যবান, পরাক্রমী, তেজদীপ্ত
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুনয়ী তাৎপর্য্যের পথে

সবগুলি
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেশুনে
এগুতে থাকবে ;
আমি যা' দেখেছি তা' এমনতর ;

কিন্তু যা'দের নিষ্ঠা ভঙ্গুর,—
তা'দের আনুগত্য, কৃতি
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা
তেমনতর দুর্ব্বল ও বিক্ষিপ্ত ;

তাদের কিন্তু অমনতর
পরিবর্ত্তন হ'তে দেখিনি,
তাদের ব্যক্তিত্বে
বরং স্খলনই দেখেছি। ৯৩৩৪।
১।৯।১৯৬০, বেলা ১১টা

জীবনীয় স্পন্দন-পরাবৃত্ত
প্রাণন-স্রোতবাহী
যে অস্খলিত সংস্থিতির অনুনয়ন—
যা' আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
সক্রিয় উচ্ছল উদ্‌গাতা,—
যা'
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
চলৎশীল হ'য়ে চলে—
কুলক্রমিক রেতঃ-সংক্রমণায়,
সেই তো ব্যক্তিত্বের
স্মৃতিপ্লুত নন্দনা—
যা' ভাববৃত্তির ভিতর-দিয়ে
অস্খলিত নিধানে
সংস্থিত ও চলৎশীল ;
—এই-ই হ'চ্ছে
আসল জীবন-ঊর্জ্জনা,
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য কৃতিবিভব
ও শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যের
স্বতঃ-উচ্ছল নিধান,—
যা' অভ্যাসী অনুনয়নে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা যায়,—
তপ-প্রভাব-সন্দীপ্ত
জীবনীয় আগ্রহের উন্মাদনা নিয়ে ;
তুমি নিজে
উদ্দাম পরিচর্য্যা কর,
আর, তোমাদের নিষ্ঠানন্দনা
ও আচার-ব্যবহার, চালচলনকে
স্নেহপ্রীতিরঞ্জিত তৎপর
অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
সন্তান-সন্ততির ভিতর

সঞ্চারিত ক'রে তুলো,
তৎপর ক'রে তুলো ;
এগুলি, তপামিশ্রিত হ'য়ে
স্বতঃ-সংগ্রথিত হ'তে থাকবে
ঐ সন্ততিদের ভিতর ;
স্খলিত হ'য়ো না,
বিচ্যুত হ'য়ো না,
বিভ্রান্ত হ'য়ো না ;
নিষ্ঠা ও তপশ্চর্য্যায়
যেমন ক'রে এগুতে হয়
তেমনি চল ;
স্বস্তি, শক্তি ও শান্তি
পরাক্রম-বিভবে
দ্যুতি-উর্জ্জনায়
তোমাকে,
তোমার শরীরের প্রত্যেকটি কোষকে
জ্যোতিষ্মান ক'রে তুলবে ;
আবার বলি—
ব্যতিক্রমদুষ্ট কখনও হ'য়ো না । ৯৩৩৫ ।
১।৯।১৯৬০, বেলা ১১-৩৫

নিরীখ ক'রে দেখো,
বুঝে নিও,
আত্মশ্লাঘা-সমন্বিত অভিমান
যেখানে দীপ্যমান,
কুৎসা-কলঙ্ক সেখানে
আছেই কি আছে,
তাই, আত্মশ্লাঘার বনামই হ'চ্ছে—
হীনম্মন্যতা ;
নজর ক'রে দেখো,
বুঝে নিও,

কোথায় কেমন চলতে হবে—
কেমনতর সাবধানে
সুসন্দীপনায়,
পাপকে এড়িয়ে,
সততাসন্দীপ্ত হ'য়ে। ৯৩৩৬।
১।৯।১৯৬০, দুপুর ১২·৫০

দেখ, শোন বলি—
তোমার জাতিবর্ণ
যাই হোক্ না কেন,—
তা'র বিশুদ্ধ স্রোতধারার মর্য্যাদা
যদি তুমি না রাখ,
ব্যতিক্রমদুষ্ট যদি ক'রে ফেল,
বিশৃঙ্খল ব্যভিচারদুষ্ট
আচার-অনুশাসনে
যদি তুমি চলতে থাক,
পূর্ব্বপুরুষের প্রতি যদি
তোমার অকাট্য অজচ্ছল শ্রদ্ধা
অন্তরের নিষ্ঠা-আবেগ নিয়ে
গৌরব-অর্ঘ্যে
পূজা না করে,
এবং তদনুগ সদৃশ ঘরে
সম্মিলনী তাৎপর্য্য নিয়ে
বংশমর্য্যাদার সঙ্গতি রেখে
আচার, নিয়ম, চালচলনের ভিতর-দিয়ে,
জীবনস্রোতা অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
সেটা যদি বিনিয়ে না রেখে দাও—
তবে তা'
কোন-না-কোনরকমে
বিকৃত হ'য়েই উঠবে;
হয়তো এমনতর হ'তে পারে

যাতে ঐ বিকৃতির আওতায় প'ড়ে
তোমাকে ব্যতিক্রমকেও
আলিঙ্গন করতে হ'তে পারে,
শুধু—পারে না,
হ'য়েই থাকে ;

তাহ'লে তোমার কুলস্রোত
সেখান হ'তে দুষ্ট হ'য়ে চলল,

সে কুল আর
তোমার কুল রইল না,
যে-কুলের রেতঃ-ঊর্জ্জনা হ'তে
তোমার জন্ম,—
সে পীঠস্থানকে
নষ্ট ক'রে দিলে তুমি,

ফলে, ব্যতিক্রম সংক্রামিত হ'য়ে
তোমার পরিবেশকে
ক্রমে-ক্রমে
নষ্ট করতে লাগল ;

তুমি নষ্ট করলে
তোমার পরিবার,
তোমার পরিবেশ,
তোমার পরিস্থিতি ;

এ স্থলেও কি আশা কর
তুমি বিশুদ্ধ থাকবে ?

তোমার বীর্য্য,
নিষ্ঠা-ঊর্জ্জনা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-আবেগে
কৃতিসম্বেগী স্রোতদীপনার
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে,
বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে,
চলন্ত থাকবে কি মনে কর ?

তুমি যদি
সৎকুলস্রোতা হ'য়ে থাক,—
সে কুল কি তোমার বজায় থাকল
বুঝলে ?

তাই বলি—
এখনও ফের,
এখনও ধর,
তোমার ঐ কুলস্রোতা সাত্বত বেদীতে
আভূমি-লুণ্ঠিত হ'য়ে
উদ্বেলিত হৃদয়ে
অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে
তোমার কুলদেবতাদিগকে
আহ্বান কর,
তাঁদের অনুশাসন-আশিসে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াও,
আর, সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
তোমার পরিবার
ও পরিবেশকে ;
স্বস্তিসেবিত নন্দনার
পরমবিভূতি নিয়ে
তুমি বাঁচ,
বেড়ে ওঠ,
জেগে থাক,
চল,—
উছল চলায় চলতে থাক,
আর, পরিবেশের প্রত্যেককে
অমনতর ক'রে তোল—
তাদের নিজ-নিজ কুলদেবতার
সম্মান-সৌষ্ঠবে। ৯৩৭।
১।৯।১৯৬০, রাত ৭-৩০

নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
যাঁরা প্রেরিতপুরুষ
তাঁদিগকে
একেরই প্রেরিত ব'লে জেনে
এবং এক আদর্শের উদ্যোক্তা
প্রত্যেক প্রেরিতই
ব'লে স্বীকার ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুগ অনুচলনে
যখন থেকে
প্রতিপ্রত্যেক
প্রতিপ্রত্যেকের বিভব হ'য়ে উঠবে,
সম্পদ হ'য়ে উঠবে,—
অবৈধ ব্যতিক্রমগুলিকে দূর ক'রে,
জীবনীয় পন্থাকে ও পরিচর্য্যাকে
অটুট উচ্ছল ক'রে,
সমবেদনদীপ্ত অনুনয়নে,
প্রত্যেকটি সত্তাকে বিশেষ জেনে,
এবং প্রত্যেক বিশেষের সঙ্গে
প্রত্যেক বিশেষকে
সুসঙ্গতিতে সুসংস্থ রেখে,
পরিচর্য্যা ও পরিপোষণের সহিত
সগোষ্ঠী সব্যষ্টির একায়িত অনুশ্রয়ে,
যখন প্রতিপ্রত্যেকে
প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে উঠবে,
দিন তখন
ঐশ ঐশ্বর্য্যে
অধিষ্ঠিতি লাভ ক'রে
স্বতঃ-প্রেরণায়
বৈধী বিনায়নায়
ঐ ঐশী পথের পন্থী হ'য়ে উঠবে,
আর, যখন বুঝবে

ঐ একই প্রেরণা
জীবন-বর্দ্ধন-সম্বেগে
বিশেষ বিশেষ আকারে বিশেষিত হ'য়ে
প্রতিটি বিশেষে
অধিষ্ঠিতি লাভ ক'রে
ব্যষ্টিবিশেষের বিশেষত্বে
সুসংস্থিত হ'য়ে
স্বতঃস্রোতা স্বস্তিপ্রবাহে চলেছে,—
মর্ত্ত্য তখন
স্বর্গের বিভায় সমুন্নত হ'য়ে
আরো, আরোর পথে
ক্রমশঃই এগিয়ে চলতে থাকবে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
প্রতিটি সবিশেষ
ঐ সেই নির্ব্বিশেষের
বিশেষ উৎসৃজনী অনুনয়ন :
যতদিন বিশেষ ব'লে কিছু থাকবে,
বৈশিষ্ট্যের সংস্থিতি ততদিন
অমনি হ'য়েই থাকবে,
আর, জীবন-চলনাও
অনন্তের পথে
এগিয়ে চলতে থাকবে,—
স্মৃতিচেতনার আনন্দ-নন্দনায় ;
তাই, ব্যষ্টি যখন তা'র
বিশেষত্ব হারিয়ে
আত্মবিলয় করে,
দুনিয়াটাও তখন
বিমূর্ত্তন মননে
বিলীন হ'য়ে যায় ;
আবার, বিশেষ যতদিন থাকে
শ্রেণীও ততদিন থাকবেই—

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
সেই সঙ্গতি যখন
শিষ্ট সন্দীপনায়
সাত্বত অনুচলনে চলতে থাকে—
আত্মিক মর্য্যাদা নিয়ে,
দেশ ও দুনিয়াটাও তখন
ঊর্জ্জী মর্য্যাদায়
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে
স্বর্গের জীবনীয় আভা নিয়ে
সার্থক পদক্ষেপে চলতে থাকে ;
তাই, প্রেয়নিষ্ঠ হও,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
প্রতিটি বিশেষের সাথে
সুসংগ্রথিত হ'য়ে,
মননে, অনুভবে, কর্ম্মে
ও অনুবেদনী অনুকম্পায় ;
আর, নিজের সত্তাতেই
ব্যষ্টি-সহ দুনিয়াকে
উপভোগ কর,—
অমৃত প্রপাত সৃষ্টি ক'রে,
অঢেল উচ্ছল হ'য়ে ;
প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
সবার দুনিয়াটা
স্বস্তিসুন্দর হ'য়ে উঠুক,
আর, পারিজাত হোক
তা'দের স্বর্গীয় উপহার । ৯৩৮ ।
১।৯।১৯৬০, রাত ১০টা

মন্ত্র জপ কর,
তন্ত্রও কর,—
যা'তে তোমার
বোধ বিস্তার লাভ করে,
বোধ, বিবেক ও বুদ্ধির
সার্থক বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে,
হাতেকলমে,
শুধু মন্ত্রের
মানস উদ্বেলনায় নয়কো,—
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণী তাৎপর্য্য নিয়ে,
বাস্তবতার সুসন্ধিৎসু অনুধায়নায়,
নিষ্ঠাপ্রদীপ নিয়ে;
আর, অনুভব-বিভবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
তোমার ব্যক্তিত্বের সহিত
বোধিকুশল তৎপরতা;
অমনি ক'রেই
মানস-ব্যাহৃতিগুলিকে
নিরাকরণ ক'রে,
শরীর ও মনের সঙ্গতিশীল উৎসজ্জর্নায়
নিজেকে
বিভূতি-বিনায়িত ক'রে চ'লো,—
স্বতঃসলীল ভর্পণার
তৃপণ-হোম-উৎসজ্জর্নায়;
আর, অমনতরই
সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে চলতে থাক—
আজীবন
সেগুলিকে বিনায়িত করতে করতে,
সত্তাকে শাশ্বত ক'রে,
স্মৃতিচেতন উৎসজ্জর্নী অনুচলনে;
আর, স্বস্তি-প্রসাদ
উথলে উঠুক,

প্লাবন উথলে উঠুক্,—
ভরদুনিয়ার
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিতে ;
এমনি ক'রেই
তুমি ভাগবত ভক্ত হ'য়ে ওঠ,
ভক্তির আসনে
তোমার নিষ্ঠা
জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠুক্ । ৯৩৩৯ ।
২।৯।১৯৬০, সকাল ৯-১৩

যার নিষ্ঠা
যখন দ্বিধা হ'য়ে ওঠে,
কিংবা বহুধায় পর্য্যবসিত হয়,
ভ্রান্তিমুগ্ধ বোধ ও বিবেকে
তমসাশ্রিত বোধি-তৎপরতায়
যেদিকে ঢ'লে পড়ে,—
তেমনি রূপ ও রকম নিয়ে
তখন সেই তালে
সে নেচে বেড়ায় ;
আবার, অন্য কিছুর সংঘাত পেলে
সে-ভোল তার বদলে গিয়ে
অন্য রকমে পর্য্যবসিত হয় ;
ফলকথা, তার বাস্তব বোধদৃষ্টি
এমনতর রকমারিভাবে
অভিভূতি লাভ করে—
যা'তে সে কমই
জটিল বোধনাকে অতিক্রম ক'রে
সব যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিতে এনে
একটা বৃহৎ সার্থকতার
গুচ্ছ ক'রে নিতে পারে ;

ফলে হয় কি!
ওতেই সে হাবুডুবু খেয়ে
বিধ্বস্তির বিলোল বিপাকে প'ড়ে
জীবন-আবেগের উৎসেচনী অনুবেদনায়
বিতৃষ্ণ হ'য়ে ওঠে,

সে এগুতে চায় না কিছুতেই,
এগুলেও সে
এক বিষয়ে

নানা রকমারি অনর্থতার সৃষ্টি ক'রে
একটা জড়াপটকা পাকিয়ে
নিজে—
হয়তো অন্যকেও নিয়ে
আটকে পড়ে,

আর, এমনতর দুর্দ্দশাকেও
প্রায়ই একটা দুর্দ্দশা ব'লে
ভাবতে পারে কমই ;

আর, তা' চিন্তায়, ক'রে-ক'র্ম্মে
কোন সিজিল-মিছিল আনা
তার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে ওঠে ;

আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও
অমনতর বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার,
চালচলনও তেমনি
জটিল অভিদীপনায় চলতে থাকে,

ফলে, সে হ'য়ে দাঁড়ায়—
একটা বিকৃত, বিড়ম্বিত, বিধ্বস্ত হৃদয়ের
জটিল ব্যক্তিত্ব ;
মনে যেন থাকে!
সাবধান হও! ৯৩৪০।
২।৯।১৯৬০, দুপুর ১২টা

বিদ্যাবান পণ্ডিতদের কাছে শুনেছি—
ন্যাস শব্দের অর্থ
ন্যস্ত—
স্থিত,
তাহ'লেই
যা' করলে
যেমন চললে
অন্তরের সহিত
সর্ব্বাঙ্গ যা'তে ন্যস্ত হয়,
তা'ই করাই তো সহজ ন্যাস ;
অর্থাৎ যেমন ক'রে চললে,
বললে, করলে
আমার সশরীর ব্যক্তিত্বটা
আমার চাহিদামাফিক ব্যাপার বা বিষয়ে
সম্যকভাবে ন্যস্ত হয়,
তাই তো ন্যাস
বা ন্যস্ত হওন ;
এক কথায়—
নিষ্ঠা তো ঐ তা'কেই বলে ;
যেমন,
দীক্ষাদান মানে
দক্ষ ক'রে তোলা,
তার থেকে হয়েছে মন্ত্র দেওয়া :
তোমার অন্তঃস্থ মন্ত্রণ
যেমন যা' করে
অর্থাৎ যেমনতর
অনুশীলন করে—
আচার্য্যনিদেশপালী তৎপরতায় –
তাই তো দীক্ষা :
আর, এই মন্ত্রের উদ্গময়িতাই হ'চ্ছেন
তিনি

যাঁ হ'তে ঐ মন্ত্রণ
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
আচার-ব্যবহার, চালচলন,
বোধবেদনা ইত্যাদিকে
সার্থক সঙ্গতিতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
আমার ব্যক্তিত্বকে—
বিনায়িত করতে পারি,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন আচার্য্য ;
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
যা' করণীয়
সেগুলিকে নিষ্পাদন-সার্থকতায় এনে
বিশেষ বিহিতকে
মূর্ত্তি দিতে পারি,
তাই তো ?—
আর, না—কি— ?
তা হ'লে
ঐ মন্ত্রজপের সাথে
কৃতিতৎপর হও—
শ্রমপ্রিয় উদ্দীপনায় ;
আর, প্রীতির সহিত
যাবতীয় ক্লেশ সহ্য ক'রেও
তা' করতে পার—
তবে তো তা'র সার্থকতা !
—তা' কি অন্তরে—
কি বাহিরে :
আমি এইতো মনে করি । ৯৩৪১ ।
২।৯।১৯৬০, দুপুর ১২-১৭

জপ মানে মানস কথন—
মনে মনে বলা,—
কী বলা ?—
তুমি যদি তপস্যানিরতি নিয়ে থাক,
ঐ তপোমন্ত্রকে—
যা' তুমি আচার্য্য-সন্নিধান হ'তে—
অর্থাৎ যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন
তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ
তা' অন্তরে চিন্তা করা,
এবং তদনুগ চলন, বলন ও করণে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
তা' ক'রে চলা,—
নিষ্পাদনে
তা' যতক্ষণ না মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে ;
তাই নয় কি ?
আবার, মন্ত্র মানেও তেমনি,
যা' মনন করলে ত্রাণ হয় ;
কিসের ত্রাণ হয় ?—
অন্তঃস্থ সমস্যার ;
অন্তঃস্থ সমস্যাগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
বিশ্লিষ্ট ক'রে
বিভাজিত ক'রে,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিন্যাস ক'রে
অন্তর-চিন্তায় ও বহিঃক্রিয়ায়
তা'কে
সুসংহত তৎপরতায় নিষ্পাদন করা—
—অন্তরেই হোক্
আর বাহিরেই হোক্,
আর, তার বাহ্যিক

ও অন্তর-অভিব্যক্তিগুলিকে
বিন্যাস ক'রে
প্রাজ্ঞ বিভূতিতে
বহুদর্শিতা লাভ করা—
সক্রিয় সম্বেদনায় ;
এই তো আমার মনে হয় ;
তাই তো মহাজনরা বলেন—
'জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি—
র্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ' । ৯৩৪২ ।
২।৯।১৯৬০, দুপুর ১২-৩০

যারা যাতে যেমন বিনিষ্ঠ হয়—
বিহিতভাবে নিষ্ঠ হয়
অর্থাৎ লেগে থাকে—
অস্খলিত হ'য়ে,
তাদের আনুগত্য-কৃতিও
মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে তেমনতর,
শ্রমপ্রিয়তাও তেমনি
স্বচ্ছল ধারায় চলতে থাকে,
অদৃষ্টের বিভবও
তা'দের তেমনি
সম্বৃদ্ধির তালে চলে,—
তা' ভালই হোক,
আর মন্দই হোক । ৯৩৪৩ ।
২।৯।১৯৬০, বিকাল ৪টা

যা'র জন্য
যা' করবে বা করছ,
তা'র প্রতি যদি তোমার
সক্রিয় আগ্রহ-উচ্ছল উদ্দীপনা না থাকে,
এক কথায়,

সর্ব্বতোভাবে তা'র প্রতি
যদি অনুকম্পী দরদী না হও,
আর, যা'তে সে
আত্মচেতনায়
উন্নতি-উচ্ছল-সম্বেগী হ'য়ে চলে—
এমনতর ক'রে তা'কে যদি তুলতে না পার,—
তাহ'লে তুমি কি ক'রে
তা'র পরিচর্য্যা করবে ?—
শিষ্ট সম্বেদনা নিয়ে,
সাত্বত সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
উচ্ছল উন্নতিশীল অভিগমনে ;
ঠিক জেনো—
এই গ্রহণ-আগ্রহ
এই উর্জ্জী দীপনা
এই দরদী বেদনাই হ'চ্ছে—
উন্নতির পরম অনুচর্য্যী উন্মাদনা—
যে বিষয়েই বল,
—যা' থাকলে
উন্নতিতে অবাধ হ'য়ে
চলতে পারা যায়—
বোধবিৎ পরিচর্য্যা নিয়ে,
মন্দকে এড়িয়ে
শুভসন্দীপনায় স্বচ্ছল হ'য়ে । ৯৩৪৪ ।
২।৯।১৯৬০, বিকাল ৪-২৫

তাপস যাঁরা—
তাঁদের অনুভূতি হ'তে পারে,
সেগুলির বিশদ বর্ণনাও দিতে পারেন,
কিন্তু সেগুলির কী নাম
তা' হয়তো না-ও জানতে পারেন,

কিন্তু রূপ, রূপায়ণ
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তাঁদের অন্তশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে—
কৃতিশীল তৎপরতায় ;
তাঁ'রা তা' উপলব্ধি ক'রে থাকেন—
সুসন্ধিৎসু বাস্তব বিশ্লেষণ
ও সংশ্লেষণী সম্বেদনায়,—
আর, তা' সার্থক সঙ্গতির
সুদীপ্ত অভিনিবেশ নিয়ে ;
আর, তাঁরা হয়তো সেজন্য
তা'র গুণানুগ
নামকরণ ক'রে থাকেন—
যেখানে যতটা সম্ভব ;
যিনি যে বিষয়ের তাপস
তা'তে সিদ্ধকাম হ'লেই
তিনি সেই বিষয়ের আচার্য্য ;
আর, সিদ্ধ তাপসই আচার্য্য ;
তাই, আচার্য্যকে গ্রহণ কর,
আর, যা' আচার্য্য
আচরণ ক'রে জেনেছেন—
তাঁর কাছ থেকে জেনে নাও,
আর, অনুশীলন কর
তেমনি তীক্ষ্ণ তৎপরতায় ;
জেনে নিয়ে
তুমি সেগুলি অভ্যাস করতে থাক ;
ঐ আচার্য্যনিষ্ঠ অনুবেদনায়
অনুসরণী অনুচলনে
কৃতি-তৎপরতায়
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনায়
ঐ বাস্তবতার সম্মুখীন হ'য়ে
সেগুলি জানতে হবে,

বুঝতে হবে ;
—এই দেখে, শুনে, বুঝে
যে-বিষয়ে যে-জ্ঞান
তা' সে-বিষয়েরই অভিজ্ঞ মূর্চ্ছনা
বা মূর্ত্তনবিভব ;
তোমার যা'-কিছু অনুভূতির
স্মৃতিলেখা
একটা বোধ-বীথিকায় সাজিয়ে তোল—
তোমার মস্তিষ্কগ্রামে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
যার ফলে
যথাযোগ্য তৎপরতায়
যে-স্থানে
যে-ভাবে তা' ব্যবহার করতে হয়
তা'র ত্রুটিই হবে কম,
আর, যারা তোমাতে
অস্খলিত সুনিষ্ঠ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ-উচ্ছল
শ্রমপ্রিয় অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ তৎপরতায়
স্রোততরঙ্গের মতন চলেছে—
তাদের ভিতরেও
তেমনতর অনুদীপনায়
সেগুলি সুসজ্জিত রইবে ;
প্রয়োজনমত তা'রাও
তা' ব্যবহার করতে পারবে ;
তুমি
অস্খলিত নিষ্ঠা,
শিষ্ট অনুগতি
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রীতি নিয়ে

ইষ্টকে স্থণ্ডিল ক'রে
তপ-পরিচর্য্যায় লেগে যাও ;
সমস্ত কার্য্যে
সমস্ত মননে
সমস্ত চলনের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
বিনায়িত ক'রে তোল যা'-কিছুকে ;
এমনতর চলনই
তোমাকে
তোমার অজ্ঞাতসারে
সুবিনায়িত ক'রে তুলবে ;
তাতে হবে কি ?
জানবে—
কিন্তু জানার আত্মম্ভরিতা থাকবে না,
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপী হবে—
কিন্তু তা' অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে ;
শিষ্টনিষ্ঠ যে নয়
সে কি শিষ্য হ'তে পারে ?
সত্যিকারের ছাত্র না হ'লে—
অর্থাৎ আচার্য্যকে
সংরক্ষণী আচ্ছাদনে রেখে
অনুরোধ-উদ্‌যাপনী অনুচলনে
শ্রমপ্রিয় কৃতিতপা হ'য়ে না চললে—
সে কি ছাত্র হ'তে পারে ?
নিদেশবাহী হ'য়ে
বাস্তব নিষ্ঠায় যে চলে—
সে অর্জ্জনও করতে পারে তেমনতর । ৯৩৪৫ ।
২।৯।১৯৬০, রাত ৬-৪৫

ইষ্টনিষ্ঠা যাদের শিথিল,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও

তাদের ঐ ধরণের,
তা'রা পরাক্রমীই বা হবে কি ক'রে?
বীর্য্যবানই বা হবে কি ক'রে?
মেধাসন্দীপনী তাৎপর্য্যই বা
কোথায় তাদের?
পুনঃপুনঃ করণ-প্রবৃত্তি
মুসড়েই যেয়ে থাকে প্রায়শঃ তাদের ;
তাই, শিক্ষার হোতাই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ,
ও শ্রমপ্রিয় উল্লাস-উদ্দীপনা,
যার ফলে আসে—
পরিচর্য্যী, সেবাসন্দীপনী, তৎপর
ও সম্বীক্ষণী সম্বেদনা,
অনুভূতিও গজায় তাতে আবার তেমনি
ক্রমে-ক্রমে,
বোধবিকাশও ঐ তাৎপর্য্যে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
সুসন্ধিৎসু স্বতঃসন্দীপনা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় ;
আর, বোধ-বেদনা যতই বৃদ্ধি পায়—
ততই আসে
সার্থক সঙ্গতিশীল সমীক্ষায়
সেগুলিকে সুসঙ্গত করার আকুতি,—
যা' দিয়ে
গোটা জিনিসটা বোধ করা যায়
সমীচীনভাবে। ৯৩৪৬।
২।৯।১৯৬০, রাত ৭-১৫

তুমি
যার বা যাদের

পোষণ, পূরণ ও স্বস্তি-পরিচর্য্যার জন্য
ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে চল,—
তোমার প্রীতি সেখানে
তা'কে এড়িয়ে থাকতে পারে না
কিছুতেই ;
তার ফলে, তা'রাও তোমাতে
অন্তরাসী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আর, মর্য্যাদা-সংরক্ষণী তৎপরতাও তাদের
হ'য়ে থাকে তেমনি পরাক্রমপ্রদীপ্ত । ৯৩৪৭ ।
৩।৯।১৯৬০, সকাল ৫-৫০

অস্খলিত নিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে
অনুবর্ত্তিত থাক,
সঙ্গে সঙ্গে, পরাবর্ত্তনেও
জাগ্রত বোধবিবেকের সহিত
উদ্দেশ্য ও গতিকে নিশ্চয় ক'রে
তদনুগ সমাবর্ত্তনে
সুদৃঢ়, সমীচীন, সক্রিয় থেকে
ইষ্টার্থভরণী তৎপরতায়
ভজনদীপ্ত ভৃতিসংগ্রহে
ত্রুটি ক'রো না,—
তা' আধিভৌতিক,
আধিদৈবিক
ও আধ্যাত্মিক
সঙ্গতিশীল বিনায়িত বিবর্দ্ধনার
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
যা'তে কৃতকৃতার্থ হ'য়ে চলতে পার ;

সিদ্ধিদেবতা তোমাকে
প্রসিদ্ধ ক'রে তুলুন,
দেবতা তোমাকে
দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলুন,
বর্দ্ধনার ব্রাহ্মী প্রজ্ঞা
তোমাকে
সব দিক দিয়ে
সম্যকভাবে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলুন ;
এইতো আমার প্রার্থনা—
প্রিয়পরম, দয়ী প্রভু যিনি
তাঁর কাছে। ৯৩৪৮।
৩।৯।১৯৬০, বেলা ১০-৪৮

আমি ভিক্ষা চাইলে—
কর্জ্জ ক'রে
বা অসৎকর্ম্ম লব্ধ-যা'—
তুমি তা' আমায় দিও না ;
তাতে তোমার তো লাভ হবেই না,
আমিও সুসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠব না,
তৃপ্তও হব না ;
মনে থাকবে না ?
থাকবে—
কি বল ? ৯৩৪৯।
৩।৯।১৯৬০, বেলা ১১-৩০

তোমার
লোকসেবী সৎপরিচর্য্যায় নন্দিত হ'য়ে
মানুষ
আত্মপ্রসাদ-সন্দীপনায়
যা' তোমাকে দেয়—

অবদান-স্বরূপ,
তাই-ই কিন্তু ভিক্ষা,
এমনতর—
ভিক্ষার আহরণ বা প্রণামী হ'চ্ছে—
আচার্য্যকে নৈবেদ্যদানের
প্রসাদরঞ্জিত অর্ঘ্য ;
ঐ অর্ঘ্য-আহরণী কৃতবিদ্যায়
তোমার ভিতর
যে সমস্ত গুণ
যেমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমাতে উদ্‌ভিন্ন হয়—
কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
তা'ই কিন্তু তোমার
ভিক্ষার প্রসাদ—
শিষ্য বা ছাত্রের পক্ষে
অমূল্য আধান ;
তাই, ইষ্টার্থ সংগ্রহ করতে—
অর্থাৎ যা' ইষ্টপূজায় লাগে
তা' সংগ্রহ করতে—
যা' তোমার আত্মপ্রসাদরঞ্জিত
ভিক্ষালব্ধ অবদান—
তা'ই দিও,
তাতে মঙ্গল তোমার—
ইষ্টার্থে সুজাগ্রত হ'য়ে
তোমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে
ক্রম-নিয়মনায়
তোমাকে দেবমানব ক'রে তুলবে,
লোকসম্পদের
প্রধান প্রোদ্যোক্তা ক'রে তুলবে,
আশীর্ব্বাদের মৃদুক্ষ ঝরণাধারায়
তোমার জীবনকে

লোকপ্রীতিপ্রপাত ক'রে তুলবে ;
আর, ভেবে দেখো—
ভিক্ষা করতে গিয়ে
তোমার আচার-ব্যবহার,
অতিভাষণ-উদ্দীপনা,
ইষ্টার্থ-পরিবেষণা,
ও পরিচর্য্যা-পরিভৃতির পরিনন্দনা
তোমাকে যেন
আনন্দের ঘন বিভব ক'রে তোলে
সবার কাছে ;
শিক্ষাবিপাক,
বিপাক-বিবেচনা
ও ব্যতিক্রমদৃষ্টি
যেন তোমাদিগকে
খর্ব্ব ক'রে না তোলে। ৯৩৫০।
৩।৯।১৯৬০, দুপুর ১-৩০

শুধু রূপ দেখলেই চলবে না,
রূপ যদি গুণ-অন্বিত না হয়,
সে-রূপের রূপত্বই কিন্তু
একটা কুৎসিত রকম সৃষ্টি করবে,
তাই, পরিবেশের তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে চলবে না,
তার ফলে, রূপের বিকাশ
গুণপ্রাণতায়
যেমন বিভান্বিত হ'য়ে ওঠে—
তা' আর হবে না :
প্রেয়নিষ্ঠা—
গুণবিভান্বিত রূপ,
গুণবিকাশেই তা'র মর্য্যাদা ;
ঐ গুণবিকাশ যদি না থাকে—
রূপমাহাত্ম্যও

অনুভবে
উদ্বেলিত হ'য়ে উঠবে না,
রূপ থেকেও
সে কুৎসিত-ই হবে । ৯৩৫১ ।
৩৷৯৷১৯৬০, রাত ১০-৩০

শোন বলি—
বিদ্যাবুদ্ধির সম্ভাবনা
তোমাদের লাখ থাক্,
হবে না কিছুই—
যতদিন পর্য্যন্ত
ধ'রে ক'রে
বোধদীপনী তাৎপর্য্যে
সার্থক সঙ্গতিতে
সেগুলি বিনায়িত ক'রে না তুলছ—
জীবনের বোধ-জ্ঞানে ;
করবে না কিছু—
হবে সবই ?
হ'লেও তা' তোমার ব্যক্তিত্বের কিছু নয়—
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি নিয়ে,
কারণ, করার মধ্যে শুধু আছে
অশিষ্ট চলন,
ব্যতিক্রমী ব্যবহার,
দুষ্ট স্বার্থলোভ ;
আর, তা' দিয়েই কি তুমি
স্বর্গরাজ্য পাবে ?
আর, তা' চাওয়াটা কি বাতুলতা নয়কো ?
প্রতিটি ব্যষ্টি
অন্তর-বাহিরে
যদি তেজস্বী না হ'য়ে ওঠে—
সমষ্টিগতভাবে,

সে কি কখনও
পরাক্রমী হ'য়ে চলতে পারে—
সে বিদ্যায়-ই হোক্,
বুদ্ধিতেই হোক্,
আর, কুটকৌশলেই হোক?

তাদের
অর্থাৎ এই তোমাদের অদৃষ্টে
যতক্ষণ ঐ দুষ্টপ্রবৃত্তি বসবাস করছে—
অলস শয্যায় শয়ন ক'রে,

আর, ব্যক্তিত্ব যতক্ষণ
তোমাদের সজাগ না হ'য়ে উঠছে—
সাত্বত সন্দীপনায়,
পরাক্রমী সুসন্দীপ্ত উর্জ্জনা নিয়ে
অসৎ-কে যদি নিরোধ করতে না পার,
সৎ-কে যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পার,

এমন কে আছে
যে ভাবতে পারে—
অন্তরের কোন একটা ফুৎকারে
তোমার যা'-কিছু সব হ'য়ে উঠবে?
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে
তোমরা দুনিয়ার কাছে?
দীপ্ত হ'য়ে উঠবে
তোমরা দুনিয়ার কাছে?
প্রভাবশালী হ'য়ে উঠবে
তোমরা দুনিয়ার কাছে?
প্রীতিবন্ধনের
সম্বন্ধ-সংস্থিত ক'রে
সবাইকে একায়িত ক'রে তুলবে
বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে?
এ-ও কি সম্ভব?

তাই বলি—

অবশ হ'য়ে থেকো না,
অলস হ'য়ে থেকো না,
তমসাদীর্ণ অভিনিবেশ নিয়ে
চ'লো না,
ঐতিহ্য, সংস্কার ও প্রথাগুলিতে
নিষ্ঠা রাখ,
তা'দিগকে সাত্বত সঙ্গতিশীল ক'রে তোল ;
আর, ঐ প্রেয়নিষ্ঠ উর্জ্জনা
তোমাদিগকে
সব যা'-কিছুতে
নিয়োগ ক'রে,
তা'র ভালমন্দগুলিকে
বিনায়িত ক'রে,
সৌষ্ঠব-অন্তরে,
তোমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত স্বস্তিকে
অটুট ক'রে তুলুক্,
তোমরা
'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হ'য়ে ওঠ । ৯৩৫২ ।
৩।৯।১৯৬০, রাত ১১-৫

বীর্য্যতপা হও,
পরাক্রমপ্রদীপ্ত হও,
উর্জ্জনার প্লাবন ডেকে আন,
এখনও যদি
নীরব নিথর হ'য়ে থাক,
স্বার্থকুটিল কটাক্ষ নিয়ে চল,
প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-বর্দ্ধন-প্রদীপ্তি হ'য়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে না তোল,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তোমাকে ও তোমার দেশকে

সুসংবদ্ধ ক'রে না তুলতে পার,
তবে কাপুরুষের মতন
লাঞ্ছিত হ'তে হবে ;
জীবন-উর্জ্জনা যেখানে থাকে না—
পরাক্রম সেখানে স্বার্থকুটিল,
বীর্য্য সেখানে ক্লীব হ'য়ে আছে,
তা'রা যে মাটিতে থেকেও রসাতলে ;
তাই বলি,—
এখনও দাঁড়াও,
উঠে দাঁড়াও,
মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও,
স্বস্তি-নন্দনায়
সবাইকে নন্দিত ক'রে তোল,
সম্বর্দ্ধনায়
সবাইকে গৌরবান্বিত ক'রে তোল,
স্বধা-সন্দীপ্ত অনুচলনে
শিষ্ট যা'-কিছুকে ধারণ কর,
বিদ্যুৎ-বেগা দীপ্তি নিয়ে
বোধ, বিবেক ও বিজ্ঞানের
বিনায়িত সঙ্গতিকে
হস্তামলকবৎ ক'রে নাও ;
খাটো থেকো না কিছুতেই,
'জানি না' ব'লে
নিস্পন্দ, অবশ ও মুহ্যমান হ'য়ে
নিজ সহ দেশটিকে
লোপ ক'রে দিও না ;
যদি বাঁচতেই চাও,
যদি বাড়তেই চাও,
নিষ্ঠা-নন্দিত উর্জ্জনা নিয়ে
কৃতি-উন্মাদনায়
নিজেকে উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল,

সব বিভবের নন্দনার
অমলদীপ্তিতে ;
সেই তৃপ্তিভরা বুক নিয়ে
সবার বুকে তৃপ্তি ঢেলে দাও,
হাত ধ'রে সবাইকে তোল,
বল,
প্রাণের আশা-উদ্দীপনী
পরাক্রম নিয়ে বল—
বেঁচে ওঠ,
সম্বর্দ্ধিত হও,
সুখে থাক,
ব্যষ্টি-সহ পরিবেশের পরিচর্য্যায়
নিজেকে তপান্বিত ক'রে তোল ;
এই তপ
সব যা'-কিছুকে সংগ্রথিত ক'রে
সাত্ত্বিক মালায়
সব কিছুকে সুশোভিত ক'রে তুলুক ;
তুমি দাঁড়িয়ে দেখ—
বল—
'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায় ।।' ৯৩৫৩ ।
৩।৯।১৯৬০, রাত ১১-৩৪

আমি বলি—
বারবার বলি—
কত রকম-বেরকমে বলি—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,

আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমার অস্তিত্বকে
বজ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে তোল,
তা'র বিকম্পিত নির্ঘোষের
আলোক-বিচ্ছুরণায়
সব দুনিয়াটা
স্তব্ধ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক ;
কেঁপে উঠুক তোমার হৃদয়,
কেঁপে উঠুক মাটি,
কেঁপে উঠুক গাছপালা, উদ্ভিদ্‌জগৎ,
কেঁপে উঠুক আকাশ-বাতাস,
সৎ-সন্দীপনী তৎপরতায়
ঐ উর্জ্জীতেজা বিচ্ছুরণা
সবাইকে ঝলসে দিক,—
অসৎ যা'-কিছু
খান-খান ক'রে দিক,—
ধূলিসাৎ ক'রে দিক ;
সর্ব্বনাশা তমসার তিরোধান হ'য়ে
ফুটে উঠুক
অমরণদীপ্ত অমৃতস্রোতা সুধানির্ঝর ;
মানুষ
প্রতিপ্রত্যেকে
তা'র অন্তর-বাহিরের
সার্থক সুষ্ঠু নিয়মনায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
নিজের ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিতে
বিস্তৃত হ'য়ে উঠুক,
দীপ্তি তৃপ্তি আনুক,
নির্ঘোষ-কম্পনা
বীর্য্য নিয়ে আসুক,

আর, ঝলক দিয়ে আসুক—
বোধবিবেকী সঙ্গতিশীল
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী অনুধ্যায়নায়
সূক্ষ্মদৃষ্টি—
যা' প্রতিটি বস্তুর যা'-কিছুকে
দেখে বুঝে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
তা'র বাস্তব বিধায়নাকে
সুদীপ্ত সংহতির সহিত
তা'র সাত্বত অভিব্যক্তিকে
বুঝে চলতে পারে ;
এমনি ক'রেই
ঐ বজ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব
তীব্রকর্ম্মা কম্পনদীপনায়
যা'-কিছুকে বিধায়িত ক'রে
সত্তাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক,
অমর ক'রে তুলুক,—
স্মৃতিবাহী চেতনার
উজ্জ্বল প্রভাবে ;
আলোচনী দক্ষতপা দীপ্তি
সুষ্ঠু নিয়মনায়
তীব্রতার তরুণ আভায়
কৃতিসুন্দর শ্রমপ্রিয়তার সহিত
মূর্ত্ত ক'রে তুলুক—
যা'-কিছুর সত্তাকে
সুন্দর ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে ;
তা' কি পারবে না ?
কর,—
নিশ্চয়ই পারবে। ৯৩৫৪।
৪।৯।১৯৬০, সকাল ৭-৪

আসল কথাই হ'চ্ছে
শ্রেয়নিষ্ঠা,
আর, নিষ্ঠা যেখানে যতই জাজ্বল্যমান
হ'য়ে উঠেছে,
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয়তাকে নিয়ে
অটল হ'য়ে আছে,—
সেখানে সে শ্রান্ত হয় না,
ক্লান্ত হয় না,
নেই তার বিরক্তি,
নেই তার অরুচি,
নেই তার ব্যত্যয়ী চলন ;
এই এমনতর হ'য়ে যখনই ওঠে,
ভক্তির আবির্ভাব হয় তখন থেকেই,
ভক্তি নিয়ে আসে—
ভজনদীপনা,
ভজন-ঔৎসুক্য ;
ভজন-ঔৎসুক্য মানেই হ'চ্ছে
সেবারাগ—
অর্থাৎ অনুরাগের সহিত সেবা-প্রবৃত্তি ,
ঐ ভজনেই কিন্তু ভক্তি,
আর, ভক্তির চরিত্র হ'চ্ছে—
একনিষ্ঠ সেবানুরাগ,
আর, সেবানুরাগই চায়—
আশ্রয় নিতে
ও আশ্রয় দিতে ;
সে চায়—
আপূরিত হ'তে—ঐ শ্রেয়তে—
সেবাসৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সেবামহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে ;
সে নিজেকে প্রভু করতে চায় না,

নিজেকে রাখতে চায় আলাহিদা—
দাস-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ;
প্রিয়'র সেবা-তর্পণায়
আজীবন খরস্রোতা হ'য়ে চলতে চায়—
ঐ তাঁরই আশ্রয়ে
ঐ তাঁরই রঙে
নিজেকে বিভাজিত ক'রে,
ঐ বিভাজিত বৈশিষ্ট্যের সেবায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলে
সেই সম্বৃদ্ধিকে উপভোগ করতে—
ঐ প্রিয়চর্য্যার হোমভৃতি নিয়ে,
যে হোমভৃতি
পরিবেশের যা'-কিছুকে
পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত ক'রে
উৎসজ্জর্নায় বিভব সৃষ্টি ক'রে
চলতে চায়—
বৈশিষ্ট্য-সহ সমষ্টির
প্রীতি-অনুবন্ধনে
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে ;
আর, এই-ই হ'চ্ছে ভক্তির চরিত্র ;
ভক্তি চায়—
প্রিয়পূজা করতে,
পূজা মানেই পরিবর্দ্ধিত করা—
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা ;
আর, এই সম্বৃদ্ধি চায়—
প্রভুকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
উপভোগ করতে,
ঐ প্রিয়পূজার
রাগদীপনী প্রদীপ্ত-পরাক্রমের ভিতর-দিয়ে
সার্থক ক'রে তুলতে নিজেকে—
আরো, আরো, আরো ক'রে ;

পরাক্রম-প্রদীপ্ত
অজচ্ছল উর্জ্জনার সংস্রবণে
অসৎ যা'-কিছু
অপরাধ যা'-কিছু
সবগুলিকে ধুয়ে-মুছে
বৈশিষ্ট্য-সহ সমষ্টিকে
তাঁতেই আপূরিত দেখতে চায়,
ভক্তের তৃপ্তি,
ভক্তের আনন্দ,
ভক্তের নন্দন-অভিযাত্রা,
ঐ অমনতরই
লীলায়িত তরঙ্গের মতন
কোলাকুলি করতে করতে চলে ;
প্রিয়সেবাই তা'র আনন্দ,
প্রতিটি ব্যষ্টিকে,
জগৎকে
আঁতিপাতি ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের
অন্তঃস্থ স্থিতিসঙ্গতিকে খুলে
স্ফোটনদীপ্ত পদ্মের মত
তাকে
ঐ তাঁর প্রতি উৎসর্গ করতে,
তাই, সে সহজ গবেষণাতে
সহজ সন্ধিৎসু
সহজ চায়িতা,
চলনপ্রিয়,
তাই বলি—
গোড়ায় আসল জিনিসই হ'চ্ছে
ঐ নিষ্ঠা—
অস্খলিত নিষ্ঠা,
তাই, ভক্ত

দুনিয়ার
বিশেষ হ'তে নির্ব্বিশেষ বল
আর যাই বল—
সব যা'-কিছুকে
লীলারঞ্জনায়
সন্দীপ্ত দেখতে চায়,
চায় উপভোগ করতে ;
সে চায়—
প্রভুদৈবতকে
অনন্ত দেখতে,
অপার দেখতে,
আর, তা'র তাতেই উপভোগ ;
সে উপভোগ আছে—
দাসসুলভ পরিচর্য্যার ভিতরে,
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে
সে নিজেকে
নিজেই উপভোগ করে ;
তাই, সব সময়েই
তা'র আকাঙ্ক্ষা হ'চ্ছে—
ভরদুনিয়া
তার প্রিয়প্রেমিক হ'য়ে উঠুক,
আর, সে সবার সাথে
নেচে, গেয়ে, স্ফূর্ত্তি ক'রে
অঢেল কৃতি-উৎসর্জ্জনায়
বিভোর ক'রে তুলুক সবাইকে,—
কৃতিদীপ্ত, বাস্তব-পরিচর্য্যী
পরিণয়নী উৎসারণায়
অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে,—
সব যা'-কিছুকে
ঐ সার্থক দেবতার অর্ঘ্য ক'রে তুলে । ৯৩৫৫ ।
৪।৯।১৯৬০, সকাল ৯-৪

যদি পার—
শ্রেয়নিষ্ঠাকে সেধে নাও,
তাজা ক'রে নাও,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
সহযোগিতায়
সেবাপটু শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে ;
নিষ্ঠা যতই তোমার
তাজা হ'য়ে উঠবে,
কৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উদ্দীপনী নন্দনায়,—
অন্তর-রাগও
তেমনতরই সজাগ হ'য়ে উঠবে—
আনুগত্য ও কৃতির অভিসারে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় ;
দেখো—
তখন তুমি
যাই-ই আয়ত্ত করতে যাও না কেন,
তৎপর হ'য়ে উঠবে তাতেই,
আজই হোক্ আর কালই হোক্
কৃতকার্য্যও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তুমি অবশ, অবোধ,
নিথর হ'য়ে থাকবে না,
সুসন্ধিৎসু, সন্দীপ্ত, সজাগ হ'য়ে থাকাই
ভাল তোমার
জীবনীয় অনুচলনে—
যার সাহায্যে
কোন কার্য্য
বা যে-কোন বিষয়কে
অধিগত করতে পারবে ;
অবিশ্রান্ত সুসন্ধিৎসু
অনুধায়নী কৃতি-তৎপরতার সাহায্যে

বিক্রম, পরাক্রম,
ও অসৎ-নিরোধী উর্জ্জনা
স্বতঃপ্রবৃত্ত সন্দীপনায়
সজাগ হ'য়ে উঠবে,—
অসৎ-কে নিরোধ করার
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে ;
তুমি ধীর হ'য়ে উঠবে,
ধৃতিসুন্দর হ'য়ে উঠবে,
লোকপোষণী পরিতৃপণা
জেগে উঠবে—
পরিচর্য্যী স্বস্তিপ্রসন্ন হ'য়ে ;
লোকে
খিন্ন হ'য়ে যাক,
দুর্ব্বল হ'য়ে থাক,
মন্থর চলনে চলুক,—
এগুলিকে সইতেই পারবে না তোমার অস্তিত্ব,
শুধু শাসনে নয়কো,
পরিচর্য্যায়
পরিস্রবা সহানুভূতিতে
অনুকম্পী তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাদের গরীয়ান ক'রে তোলার জন্য
শ্রমদীপালী অন্তরে
তুমি সদাই জাগ্রত থাকবে,
আর, করবেও তুমি তেমনি,
চলবেও তুমি তেমনি—
আচার, ব্যবহার, চালচলনে ;
সুন্দর হ'য়ে উঠবে,
হৃদ্য হ'য়ে উঠবে সকলের,
অজচ্ছল আশিস্-প্রার্থনা
তোমাকে

হৃদ্য বিভূষণে বিভাসিত ক'রে তুলবে,
বিপুল হ'য়ে উঠবে তুমি
সব দিক দিয়ে ;

তাই বলি—
ওঠ,
জাগো,
এখনও দাঁড়াও,
এখনও কর । ৯৩৫৬ ।
৪।৯।১৯৬০, বেলা ১১-৩৩

যে-কাজই কর না কেন,
আর, যার কাজই কর না কেন,
হিসাব ক'রে নাও মনে-মনে
কী কী করতে হবে !

তা' করতে
কী কী সরঞ্জামের প্রয়োজন,
এটা ঠিক ক'রে নিয়ে
সরঞ্জামগুলি
বেশ ক'রে গুছিয়ে নাও,
তাকে যেমন ক'রে শোধন করতে হয়
তা' ক'রো,
যেন একটা করতে গেলে
আর একটার জন্য দৌড়াতে না হয় ;
শিষ্ট সরঞ্জাম সংগ্রহ ক'রে
সুশাসিত সন্দীপনায়
সবগুলি গুছিয়ে নিয়ে
যেমন ক'রে করতে হবে
তা' তেমনি ক'রেই ক'রে চল,
যতক্ষণ তা'
সমীচীনভাবে
নিষ্পাদিত না হয়,

এতে—
তোমার বোধ-বিবেচনা বেড়ে যাবে,
কোথায় কি ক'রে
কী করতে গেলে
কী কী প্রয়োজন—
তা'রও একটা বিনায়িত বোধ আসবে,
আর, সেগুলি হবে—
তোমার করার উদ্দীপনা
ও লওয়াজিমা সংগ্রহের উপকরণ,
আর, তোমাকে ক'রে তুলবে তা'
স্বস্থ, সুকর্ম্মী
ও সংগ্রহবিদ ;
এতে তোমার লাভ অনেক,
যা'র করবে
তা'রও সুবিধা অনেক ;
বোধগুলিও
সুবিন্যাসে বিনায়িত হ'য়ে
সব ব্যাপারে
অমনতর ধাঁজ ধ'রে উঠবে;
আর, এই-ই তো
দক্ষকৃতির লওয়াজিমা । ৯৩৫৭ ।
৪।৯।১৯৬০, দুপুর ১২-৯

যার সাথে তোমার
লগন যেমন লাগোয়া—
আন্তরিক অনুবেদনাও
তেমনি হ'য়ে থাকে,
চলন-ফেরনও হয় তদনুগ—
বিশেষ অবস্থার আবর্ত্তনে
বিশেষ রকমের ভেতরে ;

তাই, লাগোয়া থাক—
ইষ্টনন্দনায়,
নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতিসম্বেদনা নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে,
সেবাসন্দীপনী উচ্ছলতা নিয়ে
পরিচর্য্যী পরিবেশনায় ;

তুমি যে অবস্থায় পড় না কেন—
অবস্থানুগ অনুচলনকে
বুঝেসুঝে নিয়ে
অবস্থার গ্রহণ-তৎপরতায়
স্বতঃসন্দীপনী তাৎপর্য্যে চলতে থাক,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হবে কমই । ৯৩৫৮ ।
৪।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-১২

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগ নিয়ে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
চর্য্যানিপুণ অনুকম্পা নিয়ে
সৎ-সন্দীপনায়
তুমি কর,
ক'রে চল,
নিশ্চেষ্ট থেকো না,

ঐ প্রেষ্ঠরাগ
তোমার ভিতরে
এমনতর বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্যের সৃষ্টি করবে,—
যা' ব্যবহারে, চালচলনে ফুটে উঠে
কৃতিচর্য্যায় সার্থকতা নিয়ে আসবে ;
তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে,
কৃতবিদ্য হ'য়ে উঠবে,
নিষ্পাদনসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে ;

কাবেজ হ'য়ো না,
দুর্ব্বলতা যেন তোমাকে
দখল করতে না পারে,
আয়ত্ত করতে না পারে,
স্তম্ভিত হ'য়ো' না,
ক'রে চল ;
যা' করছ
তা'কে বাস্তবে বিকশিত ক'রে
বিহিত বোধে, বুঝেসুঝে—
সুচারু সম্বেদনায় ;
অন্তর-শ্রবণে শোন—
কাজে দেখ—
প্রিয় তোমার মাভৈঃ উচ্চারণে
তোমার পেছনে পেছনে ছুটেছেন। ৯৩৫৯।
৪।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩০

ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
তরতরে হ'য়ে
সব সময় প্রস্তুত থাক—
তাঁর সেবাসম্বর্দ্ধনী পূজা-পরিচর্য্যায় ;
আর, তোমার কাছে সেবা-আহ্বান
যখনই আসুক না কেন—
শরীর, মন, বোধবিবেক
সবটার সুসংহত সংহতি নিয়ে
সমীচীন পরিচর্য্যা
ও আচার-ব্যবহারের সহিত
তাঁর সেবার যা'
কৃতিসুন্দর তৎপরতায়
বাস্তবে সুসিদ্ধ ক'রে তোল—

আজীবন বিভোর হ'য়ে,
তাঁর সেবাস্বার্থলোলুপ তাৎপর্য্যে,
অর্থলোলুপতায় নয় ;
দেখে নিও—
সেই মত্ত কৃতিকুশল অনুশীলন
তোমার জীবনকে কী ক'রে তোলে । ৯৩৬০ ।
৪।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫০

চেয়ো না—
কর,—
নিষ্পাদন-তৎপরতা নিয়ে
পরিচর্য্যা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে,
না চাইতেই পাবে
অনেক সময়
অনেক । ৯৩৬১ ।
৪।৯।১৯৬০, রাত ৭-১২

ইষ্ট, আচার্য্য বা অধ্যাপকনিষ্ঠা
বীর্য্যবান আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যা শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে—
তা'কে জীবনের
অপরিহার্য্য অবলম্বন ক'রে নিও,—
যে-কোন ব্যাপার
বা অবস্থাই আসুক না কেন ;
তুমি
ঐ শ্রেয়
অর্থাৎ ইষ্টই হউন
বা আচার্য্যই হউন—
যা'কে তুমি
জীবনের অবলম্বন ক'রে রেখেছ

তাঁর বা তাঁদের
জীবন-অভিযানের সাথে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যেগুলি অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
সে-গুলিকে গ্রহণ ক'রো—
অন্যগুলি
অর্থাৎ যেগুলি গ্রহণ-অযোগ্য
বা মন্দ
তা'কে জেনে, শুনে, বুঝে
প্রয়োজন-অনুপাতিক নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে
বা বিনায়িত ক'রে
উৎকর্ষের দিকে,
অন্যায় বা অন্যায্য যা'
তার সাথে কোনপ্রকার
আপোষরফা না ক'রে,
এক কথায়,
নিজের অন্তরের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতাকে
প্রশ্রয় না দিয়ে ;
এমনিভাবে চললে—
তোমার চলাটা
প্রথমতঃ একটু কটু লাগলেও
ক্রমশঃ স্বতঃ-সাবলীল হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
দেখতে পাবে—
ভাল ভাল'র সাথে মিশে
কেমনতর সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠছে,
আর, মন্দই বা কেমনতর বিনায়িত হ'য়ে
উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যা'চ্ছে ;
তাই, প্রতিটি বস্তুবিশেষের বিশেষত্বকে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় জেনে,
কোন্‌টার পক্ষে

কোন্‌টা সঙ্গত
তা' সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সম্যক বিচারণা ক'রে,—
যা' তোমার আদর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট
তা'কে সমর্থন ও পরিচর্য্যা ক'রে,
নিজের বোধ ও বিবেকের আওতায় এনে
তোমার চলনকে
উপযুক্ত শিষ্টসন্দীপ্ত ক'রে—
যতই তুলতে থাকবে—
এগুতে থাকবে তুমি ততই
উৎকর্ষের দিকে—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে,
ক্ষিপ্র ত্বরিত তৎপরতায়
বা ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে ;
কিন্তু, বোধ দিয়েই হোক,
বিবেচনা দিয়েই হোক,
আর, স্বার্থ দিয়েই হোক,
কারো সাথে যদি
আপোষরফা ক'রে নিয়ে চল—
তোমাকে ফিরতে হবে
তিমিরের দিকে,
আর, তোমার জীবনে তিমির
ক্রমশঃ
ঘনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
তাই বলি—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে,
শ্রমপ্রিয় তৎরতায়
চলতে থাক—
ধী-বিনায়িত বোধ-বিবেক নিয়ে,
অসৎ-নিরোধী উদ্দীপনায়,
উন্নতি এগিয়ে আসবে,

সার্থকতাও
মাঙ্গলিক আহ্বানে
তোমাকে আমন্ত্রিত ক'রে চলবে,
প্রতিহৃদয়ের ধ্বনন-স্পন্দন
অনুকম্পা-বিভোর হ'য়ে
ভক্তি-বিহ্বল অন্তঃকরণে
তোমাকে ধন্য ক'রে তুলবে ;
ধারণ-পালন-সম্বেগ-সন্দীপ্ত
পরাৎপর যিনি
তাঁতে নজর রেখে চল,
তাঁর আশিস্‌কে গ্রহণ ক'রে
কর্ম্মে ফুটিয়ে তোল,
সাত্বত সার্থকতা তোমাকে
অভিনন্দিত করবে। ৯৩৬২।
৪।৯।১৯৬০, রাত ৭-৩৫

যেখানেই ব্যতিক্রম কর না—
থাকায়, করায়,
বলায়, চলায়,—
সাত্বত কল্যাণকে
তা'ই ব্যাহত করবে,
সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাহত হবে তুমি,
ব্যাহত হবে তোমার পরিবেশ,
ভাগ্যলক্ষ্মী
অবনতমস্তক হ'য়ে রইবেন,
আর, তাঁর চক্ষু হ'তে
বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত
তোমার সার্থকতার
ব্যর্থতার প্রতীক স্বরূপ
প্রতি কর্ম্মে
শ্রমনিয়োজন-তাৎপর্য্যে ক্ষরিত হ'য়ে

তোমার চলৎ-সম্বেগকে
বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলবে ;
সাবধান !
ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে চল,
তা'র প্রশ্রয় দিও না। ৯৩৬৩।
৪।৯।১৯৬০, রাত ৮-২৫

অনুকম্পী অনুনয়নে,
বোধবিবেকের সুসন্ধিৎসু
খরদর্শনের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছুকে
সমীচীনভাবে দেখেন
ধৃতিনন্দনার
বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
যে-তাৎপর্য্য
লোক-অন্তরকে
উল্লসিত ক'রে তোলে,
এমনতর দ্যুতিমান যিনি
তিনিই তো দেবতা ;
তাই বলি,
তুমি দেবপ্রভ হও—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়,
নিষ্পাদন-অনুনয়নায়,
দেবতার আশীর্ব্বাদে
তুমি প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে। ৯৩৬৪।
৪।৯।১৯৬০, রাত ৯-৮

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
যা'দের স্বতঃস্রোতা হ'য়ে নেই,

যা'ই করুক না তা'রা,
কিছুই
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে না তাদের,
তাই, তাদের কৃতিচলনও
তেমনতর হ'য়ে ওঠে না,
হয় তা'রা সাধুসন্দীপনাহারা ;
তাই, তা'রা
জীবনে উন্নতিও করতে পারে কম—
যে বিষয়ে তা'রা
নিয়োজিত থাকুক না কেন ;
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠা-উৎসর্জ্জনা,
যা'
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় চলৎশীল হ'য়ে
কৃতিসম্পদে
তা'র বিহিত বিভব সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
তাই, ঐ নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যা' শ্রেয়পুরুষে
পুরুষার্থ লাভ করেছে—
তেমনতর পরিচর্য্যায়
সমীচীনভাবে
কৃতি-উদ্দীপনায়
যতই তার অনুশীলন যে করে—
ধী-দীপনী
সার্থক সঙ্গতিশীল বোধবিভায়,
ততই তা'র জীবনও
বিভান্বিত হ'য়ে
বিকশিত হ'য়ে চলে। ৯৩৬৫।
৪।৯।১৯৬০, রাত ১১-৭

যারা
অন্যের অনুগ্রহের উপর দাঁড়িয়ে
দিন গুজরায়,—
তা'রা যদি অনুকম্পাশীল হ'য়ে—
তাদের কাছে যারা চায়—
সাধ্যমত তা' না দিয়ে
এড়িয়ে চলে,
কিংবা, যারা অন্যের বিড়ম্বনার সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির
মতলববাজি নিয়ে চলতে থাকে—
অন্যের আপদ-বিপদে
সাহায্য করা তো দূরের কথা,—
কারো প্রতি অনুকম্পাশীল হয় না,
দেয় না কিছু,—
ফলতঃ এই উভয়েই কিন্তু
প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে
স্তেয়চর্য্যী,
অলক্ষ্মীদেবী
তখনই অট্টহাস্যে
তাদের অন্তরে আত্মগোপন করে। ৯৩৬৬।
৫।৯।১৯৬০, সকাল ৮-১৫

মূঢ় বিজ্ঞতা
সেখানেই বসবাস করে,—
মানুষ যেখানে করণীয়গুলিকে
অগ্রাহ্য ক'রে
কথা দিয়ে
কথা মেরে
ধাপ্পার ধোঁকা দিয়ে

অন্যের ভরণী যা'

তাকে অপহরণ ক'রে থাকে। ৯৩৬৭।

৫।৯।১৯৬০, সকাল ৮-৫০

লোকে যা'তে

তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে—

অনুকম্পী পরিচর্য্যা নিয়ে,

তা'ই কর,

অন্তরের নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে

স্বতঃ-স্ফীত ক'রে রেখো,

আর, ঐ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের অনুনয়নে

সব যা'-কিছুকে বিবেচনা ক'রে

ভালমন্দকে ধীইয়ে নিয়ে

ভাল যেটা তা' কর—

মন্দকে নিরোধ ক'রে,

সন্দীপ্ত ক'রে তোল সবাইকে

আর, নিজেও হও,

তুমিও প্রসন্ন হবে,

ঐ চলনে চললে থাকবেও তেমনি। ৯৩৬৮।

৫।৯।১৯৬০, সকাল ১০টা

কখনও

কোথাও

কোন শ্রেয়পুরুষের কাছে গেলেই

তোমার পছন্দমত

মঙ্গলপ্রসূ অবদান

কিছু-না-কিছু নিয়ে যাবেই,

এতে হবে—

তাঁর বিষয়ে চিন্তা,

তদনুগ ভালমন্দর বিবেচনা,

আর, এসবগুলিকে অতিক্রম ক'রে থাকবে—
তাঁর প্রতি অনুরাগ,
যে অনুরাগ
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
শুভ পরিপোষক ;
তাঁকে
তোমারই আদর্শের
একটা অন্যতম অভিব্যক্তি ব'লে মনে ক'রে
বিহিত যা' করবার তা' ক'রো—
তোমার আদর্শের সাথে
সমীচীন সাত্বত সঙ্গতি
যদি তাঁর থাকে,
আর, তাতে তোমার
শান্ত, দান্ত,
আন্তরিক শুভ অভিসারও বেড়ে যাবে—
বোধবিবেকী তাৎপর্য্যে,
কৃতিকুশল তৎপরতায়,
তুমি অনেক বিষয়েই
অনেক সময়ে
শুভ'র অধিকারী হ'য়ে উঠবে ;
এইজন্যে
যে-সম্প্রদায়েরই যে হোক না কেন,
শ্রেয়তীর্থে যেতে হ'লেই
সাধ্যমত শুভসুন্দর
কিছু-না-কিছু নিয়ে যাওয়া—
বহুদিনের প্রথা । ৯৩৬৯ ।
৫।৯।১৯৬০, বিকাল ৪-২২

তুমি যদি চিকিৎসক হও—
রোগীর ঘরে গিয়েই
তার আপাদমস্তক দেখ,

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবস্থিতি
অবলোকন কর,
অবস্থামতন রোগীর সাথে গল্পও কর,
তার বোধবিবেককে জেনে নাও—
ভরসাদীপ্ত বিবেকের
অনুধ্যায়ী সন্ধিৎসায়,
বিহিত অনুকম্পা
ও সহানুভূতিসম্পূর্ণ সান্ত্বনার সহিত ;
আর, তা'র কথা ও রোগলক্ষণ কেমনতর
ও তদনুগ তার বোধ কেমন—
তা'-ও মিলিয়ে নাও ;
আর, তা'র শরীরের সঙ্গতিকে
এবং ব্যতিক্রমী ও সহজ বোধগুলিকে
মিলিয়ে নিয়ে
বিবেচনা ক'রে দেখ—
সে সহজ অবস্থায়-ই
বা কিরকম থাকত,
ব্যাধিগ্রস্ত যখনই
তখনই বা কেমন !
সঙ্গে-সঙ্গে
কোন্ ওষুধের
সঙ্গতিশীল মিল আছে,
বুঝেসুঝে বের ক'রে নাও ;
এমনি ক'রে, ভিতর ও বাহিরে
সবটা খুঁজে নিয়ে,
বিধানের ব্যতিক্রম কোথায় বুঝে নিও,
তা'র চিকিৎসা তদনুগ ক'রো,
দেখবে—
অনেক ফল পাবে,
অনেক ব্যাধিগ্রস্তকে সুস্থ ক'রে তুলবে,
তোমার প্রতি তাদের

হৃদ্য মাঙ্গলিক কামনা—
তোমার জীবনের শুভগতিকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
আর, আশ্বাস যারা দিতে পারে না—
তা'রা প্রথমেই ঘায়েল করে
জীবনীয় অনুস্রোতা অনুগতি,
ফলে, রোগী অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়ে । ৯৩৭০ ।
৫।৯।১৯৬০, বিকাল ৫টা

ইষ্টসন্নিধানে থাকতে গেলেই
বেশ ক'রে মনে রেখো—
ইষ্টার্থকেই
নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে হবে ;
সেখানে তুমি কিছু পাবেই—
এমনতর স্বার্থ-প্রত্যাশা রেখো না,
তাঁর জীবন-উদ্দেশ্যই
তোমার জীবন-উদ্দেশ্য ক'রে তোল,
ইষ্ট, আচার্য্য বা অধ্যাপক-নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
অটুট ক'রে ধ'রে রেখো—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে ;
তাঁর নিদেশগুলিকে
বিহিত ত্বারিত্যের সহিত
নিষ্পাদন ক'রো,—
উপযুক্ত আচার-ব্যবহার,
সহানুভূতিপূর্ণ অনুকম্পা
ও বোধদীপনী উৎসর্জ্জনা নিয়ে ;
সব যা'-কিছু খতিয়ে দেখ,
যা'-কিছু শুভপ্রসূ
তা'ই তাঁকে নিবেদন ক'রো ;
পাওয়ার প্রত্যাশা রাখলেই

তোমার নিষ্ঠা যাবে
ঐ পাওয়ার অর্থ যা'—
তা'তেই,
আনুগত্য ও কৃতিও হবে তেমনতর ;
তিনি যদি কখনও
নিজের ইচ্ছায় কিছু দেন,
তা' স্বর্গীয় অবদান ব'লে গ্রহণ ক'রো ;
অভিমান, আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার
—এগুলিকে ক্রমে-ক্রমে
সংযত ক'রে ফেল ;
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকেই
সহানুভূতিপূর্ণ অবদান হ'য়ে ওঠ
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে ;
আর, নিজের বেলায় তো বটেই,—
সব বিষয়েই
ধৃতি-পরিচর্য্যা ক'রে
তা'র বিশেষত্বকে অবগত হ'য়ে
কোথায় কেমন ক'রে কী করতে হয়
তা' নির্ণয় ক'রে
নিজেকে দক্ষ ক'রে রাখ—
পরিচর্য্যাব্যস্ত, কর্ম্মব্যস্ত অভিদীপনা নিয়ে,
যেমন হাতেকলমে
মানস-বিনায়নেও তেমনি ;
লোকের প্রতি
তোমার চর্য্যানুচলন
যেন সব সময়
সাম্য, সহানুভূতি ও অনুকম্পাপরায়ণ হ'য়ে চলে,
যা' উপায় কর,
তা' তাঁকেই নিবেদন ক'রো,
তাতে তোমার আত্মস্বার্থসন্ধিৎসা
অনেক কমে যাবে ;

ফলে, নিষ্ঠাও বেড়ে যাবে—
আনুগত্য, কৃতিতপা সন্দীপনা নিয়ে;
এমনি ক'রে চলতে চলতে
দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিজ্ঞ অভিসার
সাত্বত সন্ধিৎসা নিয়ে
তেমনতর প্রসারিত ক'রে তুলছে—
সপরিবেশ তোমাকে । ৯৩৭১ ।
৫।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৫-১৫

ঘর—সংসার
চাক্‌রী-বাক্‌রী
সবই তোমার বজায় থাকবে—
এমনতর স্বার্থধুক্ষিত বুদ্ধি নিয়ে,
ইষ্টার্থপরায়ণী অভিসারে
যদি ধর্ম্মচর্য্যা করতে চাও,
তা' কি হবে ?
হয়তো হ'তে পারে—
'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' ;
বরং সৎসন্দীপী যা'ই কর না কেন,
ইষ্টার্থ-সন্দীপনাকে প্রথম ক'রে নাও,
সব যা'-কিছু নিয়ে
চল তেমনি ক'রে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
সব সময়ে
ইষ্টার্থকেই মুখ্য ক'রে ধ'রে চল,
ঐ মুখ্য সঙ্গতির সাথে
তোমার পরিবেশের যা'-কিছু,
মায় সপরিবার তোমাকে শুদ্ধ
সবগুলিকে

ভরণপোষণ করতে পার—
তেমনতর সন্দীপনা নিয়ে চলতে থাক—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে ;

চল,
এগিয়ে চল,
দেখবে—
একদিন উদ্দাম হ'য়ে উঠবে তুমি—
পরিবার, পরিবেশ সব কিছু নিয়ে,
উচ্ছলতার বন্যা ব'য়ে চলবে ;
যে জীবনস্রোতকে
একটা ঢেলা আটকে দিতে পারত—
সে একটা পাথরকেও
গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে,
ভয় ক'রো না,
দাঁড়াও ;
সন্দেহ ক'রো না,
জাগো ;—
'উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' । ৯৩৭২ ।
৫।৯।১৯৬০, রাত ৯-১২

ইষ্টনিষ্ঠ সঙ্গতিকারী অনুচলন
যাঁর আছে—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় উৎসারণায়
লোকচর্য্যী পরিবেদনার সহিত,—
ঋত্বিক তো তিনিই,
ঋত্বিক শব্দের উদ্ভবই হ'চ্ছে—
ঋতুশব্দ যজ্ ধাতু-ক্বিপ্ দিয়ে,

তা'র মানেই হ'ল—
যিনি যাজ্ঞিকগতিসম্পন্ন,
আর, যজ্ঞ মানেই হ'ল—
ইষ্টার্থে লোকসম্বর্দ্ধনা—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে। ৯৩৭৩।
৫।৯।১৯৬০, রাত ১০-১০

রূপ ব'য়ে কামনেশা—
তা' আকাঙ্ক্ষা-অনুপাতে
খরস্রোতা হ'য়ে চলতে থাকে,
আর, গুণ বেয়ে চলতে থাকে
শ্রদ্ধাস্রোতা নিষ্ঠানন্দিত
ভক্তি ও ভজন,
আর, যেখানে রূপ ও গুণ
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
উচ্ছল বিভান্বিত হ'য়ে বিকশিত হয়েছে—
দেবদ্যুতিও সেখানে
সমঞ্জস সন্দীপনায়
নিষ্ঠানুগ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগে
অস্খলিত হ'য়ে
শ্রেয়তপা হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় চলতে থাকে;
আর, দীপ্তি ও তৃপ্তি সেখানে
আপূরয়মাণ পোষণপ্রদীপ্ত দ্যোতনা নিয়ে
চলতে আরম্ভ করে,
—প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। ৯৩৭৪।
৬।৯।১৯৬০, সকাল ৬-১৫

তুমি করেছ যা'—
নিখুঁত নিষ্পাদনে,
তা'র বিজ্ঞতা তুমি পাবে,

না করেছ যা'—
অবহেলা করেছ,
তার বিজ্ঞতা পাবে না তুমি ;
মূর্খ হামবড়াই দেখাতে গিয়ে
যেমনতর যা'ই ক'রে থাক না কেন—
সেগুলিও
তেমনতর রকমারি হ'য়ে
তোমার কাছে আবির্ভূত হবে,
আর, করার মত ফলও পাবে ;
কর নাই যা'—
পার নাই যা'—
পারছ না যা'—
তা'র জবাব তো প্রকৃতিই দিয়ে থাকে—
তোমার মেকদারমাফিক
অবস্থা ও অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
তাই বলি—
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
যেখানে যেমনতর
যা' করণীয়
তেমনিভাবেই তা' কর,
আর, চলও সেইরকম—
আচার, ব্যবহার, চালচলনে,
পাবেও তুমি তেমনি ;
বৃথা আস্ফালনে
কখনও কি কিছু হয় ?
বৃথা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে মাত্র। ৯৩৭৫ ।
৬।৯।১৯৬০, রাত ৮টা

যা'কে আয়ত্ত করতে যাচ্ছ—
তাতে যদি তোমার

অধিষ্ঠিত না থাকে,
ও তদনুসারিণী অনুচর্য্যা,
বুঝ বা বোধ না থাকে,
তা'কে কি আয়ত্ত করা সম্ভব?
আয়ত্ত করতে হ'লেই
চাই—ঐকান্তিক অনুশীলন,
কুশলকৌশলী অনুচর্য্যা,
আঁতিপাতি ক'রে
সব যা'-কিছুকে তলিয়ে দেখা,
বোধ-বিবেকের সহিত
তা'র বিন্যাসকে আয়ত্ত করা,
আর, উপযুক্তস্থলে
তা' উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা,—
অন্ততঃ এতটুকু
যদি তোমার আয়ত্তে না আসে—
তাহ'লে তুমি করলেই বা কী?
বুঝলেই বা কী?
আর হ'লই বা কী তাতে
যদি তা'কে ব্যবহার না করতে পার
বিহিতভাবে?
ফাঁকি দিয়ে কিন্তু
আয়ত্ত করা যায় না,
আয়ত্তের গর্ব্ব ক'রেও
আয়ত্ত করা যায় না,
যা' দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়
তার বিহিত চর্য্যায়
সমীচীনভাবে
তৎসম্বন্ধীয় বোধ
যদি তোমার না হয়—
তা'তে কি তা' হয়?
এ কথা ঠিকই বুঝো—

শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য,
ও দেখেশুনে বিচার করা ইত্যাদির ভিতর-দিয়েই
তা' জন্মে ;
কিন্তু ফাঁকিবাজি যাদের যেমন
আয়ত্তও হয় তাদের
তেমনি ফক্‌কিকার । ৯৩৭৬ ।
৬।৯।১৯৬০, রাত ৮-৩০

এখনও নিজেকে
মেজে-ঘ'সে ঠিক ক'রে নাও,
অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
জীবনের উজ্জয়নী তৃপ্তি ক'রে নাও—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় ;
আর, সব কাজের ভিতর
ব্যবহারকে সুচারু ক'রে,
বোধিবিবেককে তীক্ষ্ন ক'রে
তোমার নিষ্ঠাকে
অটুট অস্খলিত ক'রে নাও—
যা' পরাক্রম-ঊর্জ্জনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্ফীত ক'রে রাখে,
ধৃতি-সম্বেদনাকে সুবিনায়িত ক'রে
লোকতর্পণী ক'রে তোলে ;
ফল কথা, ব্যক্তিত্বে চাই বীর্য্য,
চাই সুদীপ্ত ঊর্জ্জনা,
চাই অসৎ-নিরোধী তৎপরতা ;
অসৎ-এর বেলায়
বজ্রের চেয়ে কঠোর হ'য়ে ওঠ—
যে কোন অসৎ ও কুৎসিত চলন
কোথাও উঁকি মেরে দেখতে না পারে ;

জীবনস্রোত—
যা' তোমার পূর্ব্বপুরুষ হ'তে
তোমাতে উৎক্রমিত হ'য়ে এসেছে—
তা'কে
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য, কৃতিসম্বেগের
কৃতিতৎপরতায়
এমনতর সংবর্দ্ধিত ক'রে তোল—
যা'তে একটা বিদ্যুৎ-বিজলী উদ্দীপনায়—
তুমি যা' করবে
তা' মুহূর্ত্তেই নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
একটুও বিলম্ব ক'রো না,
একটুও আনমনা হ'য়ো না,
সাধ,
বেশ ক'রে সেধে নাও,
আর, ইষ্টনিদেশের আশীর্ব্বাদস্বরূপ
যাই আসুক না কেন তোমার কাছে
তা'কে নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগে
শ্রমপ্রিয় ত্বারিত্য-তৎপরতায়
সমাধান করবেই কি করবে ;
আর, এই সমাধানী অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
যা' তোমার সত্তার পক্ষে শুভ,
দশ ও দেশের পক্ষে শুভ,
তা' ক'রেই চলতে থাক ;
দেখবে—
দেশ বীরশূন্য হবে না,
বীর্য্যশূন্য হবে না,
বিক্রমশূন্য হবে না ;
তোমার পিতৃকুলের উৎস,—
পিতা যিনি,
ও জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতা যিনি,
তাঁদের সব সময়

প্রীতি-নন্দনায় পূজা ক'রে চল ;
আর, তোমার গৃহদেবতা,
মূর্ত্ত গৃহদেবতা—
তোমার বাবা ও মা,
এবং তোমার কুলপিতা যিনি
তাঁরা যেন
সব সময়
সব দিক দিয়ে
জাগ্রত থাকেন তোমার ভিতর ;
আর, সব জীবনে
প্রাণনদীপ্তি যিনি,
প্রত্যেকটি ব্যক্তিবিশেষকে আপূরিত ক'রে
আবির্ভূত হ'য়েছেন যিনি—
সেই ঈশ্বরকে
—ধারণ-পালন-সম্বেগকে
সব সময় পূজা ক'রে চল—
অনুশীলনে স্বতঃস্রোতা হ'য়ে ;
ব্যক্তিত্ব তোমার
সংবর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
এই তপস্যা তোমার
যেন প্রাত্যহিক অনুচলনে
পরিচর্য্যী পূজায়
প্রবুদ্ধ হ'য়ে চলে ;
এখনও যদি না কর—
এমনতর ক'রে,
অবস্থা তোমার আয়ত্তে আসবে না কিছুতেই,
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
তোমার ব্যক্তিত্ব
আমর্দ্দিত হ'য়ে চলতে থাকবে ;
তাই,
এখনও বলি—

ওঠ,
জাগো,
ধর,
কর,
আর, যা'-কিছু সব
তোমার আয়ত্তে নিয়ে এস,
তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কুশলকৌশলী বিনায়নী সন্দীপনায়
হ'য়ে উঠবে—
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ ;
আর, আশীর্ব্বাদ মানেই হ'চ্ছে—
শ্রেয়-অনুশাসনবাহী হ'য়ে
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চলা—
উর্জ্জী অনুক্রমে,
সুষ্ঠু সাম্যে দাঁড়িয়ে । ৯৩৭৭ ।
৭।৯।১৯৬০, সকাল ৬-১৫

কারো চাকর হ'তে যেও না,
বরং সেবক হও,
আর, সেবার অনুপ্রেরণা
যেন অন্তঃস্থ অনুকম্পনা হ'য়ে ওঠে ;
চাকুরী কিন্তু—
চাকর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ক'রে তোলে,
ক্রীতদাস ক'রে তোলে । ৯৩৭৮ ।
৭।৯।১৯৬০, সকাল ৭টা

যাঁরা—
অস্খলিত নিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে

সাত্বত অবস্থা,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য,
পরিবেশ ও বিহিত বিধায়না—
এগুলিতে খরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে চলেন—
স্বতঃ-নিয়মনায়,
সুসন্ধিৎসু তৎপরতা নিয়ে,
—চতুর তো তাঁরাই। ৯৩৭৯।
৭।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩০

কৃতি-উৎসারণী তৎপরতায়
তোমার ছেলেমেয়ে—
যারা বড় হয়েছে,—
তাদের সাথে ব্যবহার ক'রো,
প্রতিটি রকমের ভিতর
যেন অনুকম্পা থাকে—
এমন-কি শাসনেও ;
আর, সে অনুকম্পা—
তা'র জন্য তুমি যেমনই কর না কেন,
যেন তা' বোধ না ক'রেই পারে না,
শান্ত, দান্ত, ঔদার্য্যের
উৎসারণী তৎপরতায়
তাদের হৃদয়ও
অমন হ'য়ে ওঠে যেন ;
ছেলেপেলে যতই বড় হয়,
বয়োবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তোমার চলন, বলন ও করণও
যেন তেমনই হ'য়ে চলতে থাকে ;
এমনি করতে করতে দেখ,
বেশ নজর ক'রে দেখ,
তোমার চেয়ে তা'দের ধীবৃত্তি
বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে কিনা !

তা' বুঝবে কি ক'রে ?
তাদের কথা
তোমার হৃদয়ে
তৃপ্তিভরা আনন্দ নিয়ে আসছে কিনা—
বোধ-বিবেকের
আলিঙ্গনী অনুচর্য্যায় ;
কূটনীতির অবতার যিনি,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার নিয়ন্তা যিনি,
সেই চমকপ্রদ চাণক্য বলেছিলেন—
মনে আছে তো ?
'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥'
এই 'তাড়য়েৎ' মানে
আমি যা' বললেম
সেমনি ক'রে তা'কে নিয়ন্ত্রিত করা,
বোধ-বিজ্ঞ ক'রে তোলা—
অনুকম্পী দাবী নিয়ে,
যা'তে তা'রা সুতৎপর হ'য়ে ওঠে—
ঐ ধরার আবেগে,
ঐ করার আবেগে,
ঐ নিষ্পাদনী অনুশীলনার
আগ্রহ-উদ্দীপনায় ;
ফল কথা,
আগে তোমার নিজের চরিত্রকে
উদাহরণস্বরূপ ক'রে তোল,
তোমরা স্বামী স্ত্রী—
ঘরে-বাহিরে
দুইজনই—
ঐ উদাহরণস্বরূপ হওয়ার সাথে-সাথে
উপদেশ ও কৃতি-তৎপরতায়
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জনা নিয়ে

তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—

নিজের কুলনিষ্ঠা

ও আত্মীয়দের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা

ও পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;

আনুগত্য, কৃতিসম্বেগও

যেন মুখর হ'য়ে ওঠে তাদের অন্তঃকরণে—

লাগোয়া থাকার

বীর্য্যবান তীব্রতা নিয়ে। ৯৩৮০।

৮।৯।১৯৬০, সকাল ৮-৫

সাত্বত গুণ-অর্জ্জনাই

যদি লাভ করতে চাও—

তাহ'লে

ইষ্টসন্নিধানে বসবাস ক'রে

চলতেও হবে তেমনি ক'রে,

করতেও হবে তা'ই—

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে

শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় বজায় রেখে ;

ঐ ইষ্টের নিদেশগুলিকে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

নিখুঁতভাবে পরিপালন ক'রে

তৃপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে

উঠতে পার যাতে—

তা' তো করতেই হবে,

এতো সাধারণ কথা ;

তাই, যারা দূরে থাকে —

এমনতর কেউ যদি ইষ্টসান্নিধ্যে আসে—

যখনই আসুক না কেন,

তাদেরও

অন্ততঃ তিনটি দিন

ঐ অমনতর অনুবেদনা

অমনতর কৃতিসম্বেগ
ঐ অমনতর শ্রমপ্রিয়তা নিয়ে
তাঁর নির্দ্দেশগুলি পালন করতে হবে,
আর, তা' সার্থক ক'রে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে;
মাঝে-মাঝে এমনতর করলেই
আস্তে আস্তে দেখতে পাবে—
তোমার রকমগুলি
অমনতর
ইষ্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপক-অনুপ্রাণতায়
রঙিল হ'য়ে উঠছে,
ঐ রং তোমার ভাববৃত্তিকে
ক্রমে ক্রমে রঙিল ক'রে তুলে
এমনতরই একটা জীবনের
রকম ক'রে তুলবে—
যে তুমি
ঐ সৌষ্ঠবে সৌষ্ঠবান্বিত না হ'য়ে
চলতে পারবে না;
আর, সুচিন্তন ও মননশীল তৎপরতায়
যা' করছ
সেগুলিকে অনুধাবন ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
শিষ্টসুন্দর ক'রে তোলা চাই,—
তা' যাই কেন না হোক্,
যে কাজই কেন না হোক্;
আবার,
নিজেকে নিরখ-পরখও করা চাই,
কখন কী অবস্থায়
মানসিক বিকার ঘটে,
কি করলে ঘটে না,
কি করলে

তা'র সংশোধন হ'তে পারে,
কি করলে
আরো, আরো, আরোর দিকে
বেড়ে চলা যায়—
তা' ক'রে চল
অমনতর ক'রে,
দেখবে—
একটা তৃপ্তিভরা ব্যক্তিত্বের
উদ্‌ভব হ'য়ে উঠছে ক্রমশঃই
তোমার ভিতর ;
কুক্রিয়াগুলি
সব তল্‌ছা প'ড়ে চলেছে,
আর, শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
সচ্ছল হ'য়ে উঠছে
উচ্ছল উদ্যমে,
ভাগ্যদেবী
ক্রমশঃ শিষ্ট ভজনে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলছেন ;
তাঁকে আপদশূন্য ক'রে রাখা,
বিব্রত না হ'তে দেওয়া,
—প্রতিপ্রত্যেকে অমনতর
দায়িত্বশীল হ'য়ে না চললে
ঐ নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা
কি কখনও পুষ্ট হয় ?
শ্রেয়ধর্ম্মী হয় ?
না নিজের ভিতরে
স্বতঃসন্ধিক্ষু বোধবিবেক ও বিচারে
স্বতঃ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
ব্যক্তিত্ব উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে ?

তাই, তুমি যেমন থাক,
আর যাই-ই কর,
তাঁকে প্রথম ও প্রধান ক'রে রাখ—
আত্মস্বার্থসন্ধিৎসু না হ'য়ে
অর্থাৎ এক কথায়
আত্মস্বার্থে না দাঁড়িয়ে ;
শিষ্ট অনুশীলনী কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
সব দিক দিয়ে
তাঁকে সার্থক ক'রে তোলার
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যকে
নিজ সত্তায়
সব সময়ে সজাগ ক'রে রাখ ;
তাতেই তো
সাত্বত সত্তা হ'য়ে ওঠে
সম্বৃদ্ধিস্রোতা
ও বৃহৎ পরিপুষ্ট—
তা' বিদ্যায়,
শৌর্য্যে,
পরাক্রমী উর্জ্জনার
উচ্ছল ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। ৯৩৮১।
৮।৯।১৯৬০, রাত ৭-৫৫

সৎ-জীবন লাভ করতে হ'লে,
সাধু সন্দীপনায় জীবনধারণ করতে হ'লে,
চাই যেমন সদনুপ্রেরণা,
তেমনি চাই—
অসৎ-নিরোধী অভিনিবেশ ;
যাই কর—
এ দুটোর বিবেচনা ক'রে
তা'ই করতে হবে,
তা' যদি না কর—

তাহ'লে সব পরিকল্পনাটাই
মিস্‌মার হ'য়ে যেতে পারে,
সাধু হওয়া ভাল,
বেকুব হওয়া ভাল নয় কিন্তু,
সৎ হওয়া ভাল,
অসৎ-প্রশ্রয়ী হওয়া ভাল নয়,
অসৎ-নিরোধী হওয়া ভাল ;
বেশ ক'রে বুঝেসুঝে,
খতিয়ে নিয়ে,
জীবন-চলনের সাথে
পারিবেশিক পরিচর্য্যার সাথে
তৎপর তাৎপর্য্যের সাথে
শুভসন্দীপ্ত উপায়ের সাথে,
মিলিয়ে নিয়ে
সৎ যা'-কিছুর প্রতিষ্ঠা ক'রো,
অসৎকেও তেমনতরই
কূটকৌশলী তাৎপর্য্যে
নিরোধ ক'রো ;
কাজে যা'কে যেমনতর দেখবে,
চালচলনে যেমনতর দেখবে,
আচার-ব্যবহারে যেমনতর দেখবে,—
সৎ-অসৎ
তার ভিতর থেকেই বেছে নিও,
আর, কাজে যারা সৎ
তা'দিগকেও শক্ত ক'রে ধ'রো,
আর দেখো—
ঐ সৎ
অসৎ-কে নিরোধ করতে পারে কিনা !
তাই দেখে—
অন্তরের বলটাকে মেপে নিও,
লোকসংগ্রহ করতে হ'লে

অমনতর ক'রেই চ'লো ;
যাদের ভিতর
অস্খলিত নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা দেখবে,—
পরিবেশ বা দেশের উন্নতি করতে হ'লেই
তাদের দিয়েই করতে হবে ;
উদাহরণ হ'তে গেলে
কাজে যে যেমন,
সে কিন্তু তেমনতর উদাহরণ ;
আর, কথায়-কাজে
যেমনতর মিল যার—
সেই হ'ল তা'র
তেমনতর বাস্তব উদাহরণ ;
সৎ উদাহরণ হও,
আর, সৎ উদাহরণ নিয়েই
সৎ-উপদেষ্টা হ'য়ে ওঠ—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
কোন্ অসৎ-এর কেমনতর স্থিতি,
আর, সৎ-এর কেমনতর সংস্থিতি
সেগুলি বিশেষ বিবেচনা ক'রে চ'লো—
যা'তে তোমার মাঙ্গলিক অভিসারণা
'স্বস্তিরস্তু'—এই আশীর্ব্বচনকে
কাজে রূপায়িত করে ;
তোমার অনুকম্পী বাক্
ব্যগ্র বিভূষণায় যেন ব'লে ওঠে—
'তোমার ভাল হোক্,
তোমরা ভাল থাক,
ভাল কর,
ভাল চল,
বেঁচে থাক,
বেড়ে ওঠ' ;

মনে রেখো—
যিনি বিভু,
যিনি ঈশ্বর,
তিনিই ধীরকর্ম্মা

—মরণব্যত্যয়তপা । ৯৩৮২ ।
৯।৯।১৯৬০, রাত ৮টা

সক্রিয় উৎ-আহরণী প্রবৃত্তি
যাদের থাকে—
উদাহরণ হয় তা'রা,—
তেমনতরই তীব্রতা নিয়ে,
কথায়-বার্ত্তায়,
নিয়মে,
চলনচরিত্রে,
অনুকম্পী তৎপরতায়,
লোকচর্য্যী উৎসাহ-উদ্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে—
স্বস্তিসুন্দর নিজে হ'তে
বা অন্যকে করতে ;
এসবগুলিই হ'চ্ছে—
উদাহরণী আবেগের লক্ষণ । ৯৩৮৩ ।
৮।৯।১৯৬০, রাত ৮-২৭

কথা কাজের উপক্রমণিকা মাত্র,
কথা যতক্ষণ
কাজে পরিণত না হয়—
প্রত্যয় রেখো না তা'র উপর,
অপেক্ষা কর,
দেখ ;
সৎ-সন্দীপনার শত্রু যে
তা'র নিরোধাত্মক
সমস্ত কৌশলই প্রয়োগ ক'রো—

যাতে কুশল হ'য়ে ওঠে
এমনতর ক'রে ;
প্রস্তুতিকে নিখুঁতভাবে
সুসজ্জিত ক'রে রেখ—
অসৎ যা'-কিছু তা'কে পরামৃষ্ট ক'রতে—
এমনতরভাবে
যদি আক্রান্তও হও,
সে-আক্রমণকে
যেন নিমেষে ধূলিসাৎ করতে পার ;
তোমার শত্রু
সে যেমনতরই হোক না কেন,
তা'কে নষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা
মনে পোষণ ক'রো না ;
পোষণ ক'রো
ও সুসজ্জিত রেখো
সেই সমস্ত ফন্দী-ফিকির
যা'তে তার বা তাদের
ঐ অহিত উদ্যম
একদম নষ্ট হ'য়ে যায়,
তা' মাথাতোলা দিতেই না পারে,
এমন কি, তার চিহ্নমাত্র না থাকে ;
সত্তাচর্য্যায় যদি
অসৎ-নিরোধ শক্তিকে বলবৎ না রাখ,
অসৎ যেমনই হোক না কেন,
তা' বেড়েই যাবে,
তাই, তা' যাতে কিছুতেই
বেড়ে যেতে না পারে
বা একদম তিরোহিত হয়,
সমীচীন বিজ্ঞ অভিসারণায়
এমনভাবে
নিরোধশক্তিকে সুদীপ্ত ক'রে রেখো ;

মনে রেখো—
তোমার শত্রু মানুষ নয়,
শত্রু—
মানুষের অসৎ উদ্দীপনা—
যা'
ব্যক্তি,
জাতি
ও সমাজকে
বিষাক্ত ক'রে তোলে,
নষ্ট ক'রে ফেলে,
নিম্মূ'ল ক'রে দেয় ;
তা'ই বলি—
অসৎ-দমন-প্রস্তুতি,
অসৎ যা'-কিছুকে
মুছে ফেলার প্রস্তুতি
যেন সব সময়
তাজা তরতরে থাকে ;
যেমন শরীরের বেলায়
ব্যাধি-নিরোধ-প্রস্তুতি
যদি তরতরে না থাকে—
তা' যেমন সত্তাকে
নিম্ম'ূল ক'রে দিতে পারে,
শত্রুও কিন্তু তা'ই—
বুঝে চ'লো। ৯৩৮৪।
৯।৯।১৯৯০, রাত ৭টা

ভদ্রতার মুখোস প'রে
অর্থাৎ মঙ্গলের মুখোস প'রে
স্তেয়বিধিসম্পন্ন যারা—
তা'রা কিন্তু শয়তানেরই গুপ্তচর,

ভদ্রতার ভড়ং-এ
বা মাঙ্গলিক অনুচলনের ভড়ং-এ
অন্যের অনিষ্টই ক'রে থাকে তা'রা ;
মাঙ্গলিক কথাকে ধন্যবাদ দাও,
কিন্তু মাঙ্গলিক কর্ম্ম না দেখে
প্রত্যয় ক'রো না তাকে,
অসৎ-নিরোধের প্রস্তুতিগুলিকে
শ্লথ ক'রে দিও না ;
অবিবেকী—
পূর্ব্বাপর চিন্তা না ক'রে
কোন একটা বিষয়ে
কিছু করার সাব্যস্ত করা—
তেমনতর করতে যেও না ;
তোমার মস্তিষ্ককে
ভালমন্দকে হিসাব ক'রে
যা'-কিছু করণীয়
তা'র সাব্যস্ত ক'রো,
এবং তদনুসারে
যে যে পরিকল্পনা—
মনে মনে ছ'কে নিয়ে
সেগুলির মূর্ত্তি দিও ;
আবার, তা' যেন
যেমন সৎ-প্রশ্রয়ী হয়,
তেমনি অসৎ-নিরোধী হয় ;
কাজে-কথায়
এমনতর চলনা নিয়ে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে
চিন্তাচলনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
শুভসন্ধিৎসু অনুনয়নে
যা'-কিছু করার তা'ই ক'রো ;
আর, এমনতর চলনে অভ্যস্ত হও,

স্বস্তি-সন্দীপনা

অটুট থাক্ তোমাদের । ৯৩৮৫ ।
৯।৯।১৯৬০, রাত ৭-৩৭

আসল কথাই হ'চ্ছে তোমাকে নিয়ে,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
তোমার নিজে
শ্রেয় হ'য়ে উঠতে পারা চাই
সব দিক দিয়ে ;
কোন ব্যাঘাত যেন
তোমাকে আঘাত দিয়ে
নষ্ট ক'রে তুলতে না পারে,
তা'তে তোমার জীবনদ্যুতি
চিরদিনই খরস্রোতা হ'য়ে চলবে,
—এই তো অমৃত সন্দীপনা ;
বাঁচতে হ'লে—
বাড়তে হ'লে
না-বাঁচা, না-বাড়াকে অতিক্রম ক'রে
তাকে নিরোধ বা অবরোধ ক'রে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত হ'তে হবে ;
সাধনা মানেই তা'ই,
সেধে সেধে
ক'রে ক'রে
এমনতরভাবে সেগুলিতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
যা'তে তা'
তোমার বাঁচাবাড়ার
কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে ;
এতে তুমি
স্বতঃ-স্বাধীন হ'য়ে

স্বতঃ-সন্দীপনায়
স্বতঃদীপ্ত হ'য়ে চলবে—
স্বতঃ-চলনে,
আর, আনন্দ তো সেখানেই—
যা'তে তোমার জীবননন্দনা
অপ্রতিহত হ'য়ে চলে ;
স্ফূর্ত্তি মানেই—
স্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠা,
গজিয়ে ওঠা,—
সাত্বত সম্বৃদ্ধির পরিস্ফুটনায় ;
সবাই তো তা' চায়-ই,
করার পথে চ'লে
কৃতিমুখর তৎপরতায়
আয়ত্ত ক'রে তুলতে হবে তা' ;
ঐ আয়ত্তির উদ্দীপনা
যতই বেড়ে উঠবে—
জীবনস্রোতা হ'য়ে,
ততই তুমি
তোমার পরিবেশকেও
তেমনতরভাবে উদ্দীপনা জুগিয়ে চলবে—
কৃতি-অভ্যাসে
অভিদীপ্ত ক'রে নিজেকে,
না ক'রে কিন্তু
কোন হওয়াই হবে না,
হওয়ার উজ্জয়নী তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
করা ;
কর,
হও ;
তাই বলি—
করণকে বাদ দিয়ে
হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়

যদি তুমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাক,
তুমি একটা আহাম্মক ছাড়া
আর কী বল তো ?

তাই বলি—
বরেণ্য যাঁরা তাঁদের কাছে
অমৃতের সংবাদ নাও,
বিধিবিনায়নী তাৎপর্য্যকে আহরণ কর,

আর, তেমনি সন্তর্পণে
সেগুলিকে কাজে ফলিয়ে তোল,

ফলিয়ে তুলে'—
যে বরেণ্য
তা' হ'তে আশীর্ব্বাদ পাও,

তা'কে তোমার পরিবেশের ভিতর
বপন ক'রে তোল,
ঐ বপন ক'রে
অর্থাৎ বুনে বুনে দেখ—
কোথায় কতখানি তা' গজাচ্ছে,

যেমনতর যে গজাচ্ছে
তা'কে তেমনতর সাহায্য কর ;

এমনি ক'রেই তুমি বিপুল হ'য়ে ওঠ—
ঐশ্বর্য্যে
বিভবে—
সম্পদের পটভূমিকায় ;

নিজে ধন্য হও,
অন্যকেও সার্থক ক'রে তোল,
ধন্য ক'রে তোল,

ঐ কৃতিচর্য্যাই
ধাতার ধন্যবাদ এনে
তোমাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলবে । ৯৩৮৬ ।
৯।৯।১৯৬০, রাত ৮-৫৪

নিদেশবাহী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসন্দীপনাকে
অটুট উচ্ছল ক'রে চ'লো—
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে ;
আর, সুসন্ধিৎসু ধী-তৎপরতা নিয়ে
সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে
যা' করবে—
তা'তে লেগে যাও,
আর, লেগে যাওয়া মানেই
অনুশীলন করা,
ক'রে ক'রে
সমস্ত ভুলচুককে তাড়িয়ে দিয়ে
কোন-কিছুকে
নিটোলভাবে
বাস্তবায়িত উৎসর্জ্জনায় মূর্ত্ত ক'রে তোলা—
তোমার পক্ষে যেমন,
সবার পক্ষে তেমনি—
যার যার রকমে
তা'র তা'র তেমনতর ;
হতাশ হ'য়ো না কিছুতেই,
ব্যর্থতার দূরবীক্ষণার ভিতর-দিয়েই
সার্থকতাকে দেখে নাও,
আর, সেই পথেই চল ;
যদি হতাশ হও—
তোমার দূরবীক্ষণাও
স্তিমিত হ'য়ে উঠবে ;
আর, এই করতে গেলেই
চাই ঝোঁক বা রোখ,
অস্খলিত উন্মাদনা,
পরাক্রমী ঊর্জ্জী তৎপরতা ;

এই ঝোঁক, রোখ বা পরাক্রম
না থাকলে
সব যা'-কিছু
শিথিল চলনে চলতে থাকবে ;
শিথিল চলনের তাৎপর্য্য—
তোমার কৃতিস্রোতটাকে
তমসাচ্ছন্ন ক'রে চালানো ;
ঐ পরাক্রমী চলন
তোমার কাছেও সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
আর, পরিবেশের কাছেও তা'
তেমনি হ'য়ে উঠুক ;
তোমার করার ভিতর-দিয়ে
ভাবের ভিতর-দিয়ে,
ঝোঁকের ভিতর-দিয়ে
যে রোখালো সন্দীপনা উপ্‌চে ওঠে,—
তোমাকে তা' তো
কৃতি-তাৎপর্য্যে
উৎসর্জ্জিত ক'রে রাখেই,
অন্যের ভিতরেও তা'
স্বতঃ-সঞ্চারণায়
সঞ্চারিত হ'তে থাকে,
তাদের ভিতরেও কিছু-না-কিছু
অমনতর উৎসর্জ্জনার সৃষ্টি হয়,
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
অভ্যাসে এস্তামাল ক'রে চ'লো,
আর, তা'
তোমার ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত হোক,—
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
আর, ঐ কৃতি-সন্দীপনা

সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাকে ঊর্জ্জী ক'রে তুলুক—
ভজনদীপনী তাৎপর্য্যে ;
তোমার জীবনও
সঙ্গে-সঙ্গে
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ সার্থকতা উপহার দাও—
তোমার প্রিয়পরম—
ইষ্টের চরণে
অঞ্জলি দিয়ে ;
এমনি ক'রেই
পায়ে পায়ে
তুমি অমৃতত্বের দিকে এগিয়ে চল—
সঞ্জীবনী সত্তা আহরণ করতে করতে । ৯৩৮৭ ।
৯।৯।১৯৬০, রাত ৯-৫

ইষ্টই হোন,
আচার্য্য হোন,
গুরু বা অধ্যাপকই হোন,
স্বার্থলালসায়
এঁদের গলগ্রহ তুমি হ'তে যেও না,
বরং তুমি বা তোমরাই
এঁদের জীবনের
জীবনীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে
নিজদিগকে কৃতার্থ ক'রে তুলো—
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে ;
এঁদের কখন কী প্রয়োজন,
কেমনতর কী আচারে চললে
এঁদের স্বাস্থ্য ও জীবনীয় আভা

সুন্দর, সুচারু ও সুবিভান্বিত হ'য়ে
চলতে পারে—
তাঁদের পরিচর্য্যাকে সার্থক ক'রে
চর্য্যানিরতও থেকে তেমনি ;
তোমাদের জীবন-চলনার নির্ব্বাহে
ভরণপোষণের নির্ব্বাহে
এঁদের উপর দাবী রাখতে যেও না,
এঁদের কেউ যদি
তোমাকে কিছু দেন—
অত্যন্ত কৃতার্থ অন্তঃকরণে
সেগুলি গ্রহণ ক'রো,
পেলে আনন্দিত হ'য়ো ;
তিনি যদি না দেন,
তুমি যদি না পাও—
তাহ'লে দুঃখিত হ'য়ো না ;
তুমি মনে ঠিক জেনে রেখো—
এঁদের চাইবার ক্ষেত্র কিন্তু
তুমি বা তোমরাই,
আবার, সাত্বত বিদ্যার
লওয়াজিমা যা'-কিছু,
তা' স্বতঃ-প্রদীপনায়
তোমাদের পাবার ক্ষেত্রও তাঁরাই ;
তাই বলি—
অন্তরের উৎসারণা-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
স্নেহদীপ্ত অন্তঃকরণে
তোমাকে যদি
তাঁরা কিছু দেন—
আশীর্ব্বাদস্বরূপ তা' গ্রহণ ক'রো
এবং সযত্নে রক্ষা ক'রো তা',
ব্যবহার করতে বললে
তা' তেমনতরভাবেই ব্যবহার ক'রো ;

এতে তুষ্টি ও দীপ্তি
কৃতজ্ঞতা-অভিসারে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে,
শিষ্টসুন্দর ক'রে তুলবে,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
উচ্ছল ও উজ্জ্বল ক'রে তুলবে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
অভিনন্দিত ক'রে
তোমার হৃদয়ে
কৃতিপ্লাবন সৃষ্টি করবে,
যার ফলে
তুমি না ক'রে
না চ'লে
অনুশীলনায় নিষ্পাদন না ক'রে—
ত্বারিত্যের অভিনিবেশে,—
থাকতেই পারবে না,
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনা
তোমার অন্তরের অভিদীপ্তিকে
আরো হ'তে আরোতে
উজ্জ্বল ক'রে তুলবে ;
আশীর্ব্বাদ তোমাকে
ধন্য ক'রে তুলে
ক্রম-উদ্বোধনায়
উদ্‌ভিন্ন ক'রে তুলবে,
শিষ্টতা—
তোমার শিষ্য-মাহাত্ম্যে
উৎসারণী অভিনন্দনায়
মলয়-বিদীপ্ত
তৃপ্তি-উচ্ছল্ আনন্দে
তুমি-সহ তোমার পরিবেশকে
নন্দিত ক'রে রাখবে ;

—কি সুখে
কি দুঃখে। ৯৩৮৪।
১০।৯।১৯৬০, বিকাল ৪-৩০

নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতিসম্বেগ—
যা' শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে আছে,—
তা'র কেন্দ্র দেখে
বা নিষ্ঠানুগতি-কৃতির
ব্যতিক্রম দেখে
বা বিহিত বিনায়নশীল তাৎপর্য্য দেখে
মোটামুটি তা'র ব্যক্তিত্বটা যে কেমনতর
তা' অনেকখানি এঁচে নিতে পার ;
ব্যতিক্রম দেখলে বুঝো—
নিষ্ঠার সাথে অনুগতি
বা নিষ্ঠা-অনুগতির সাথে কৃতিসম্বেগ
কিংবা এগুলির বাহানা থেকেও
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য
সেখানে নেই ;
এই নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতিসম্বেগের
কেন্দ্র কেমনতর
তা' একটু ধীইয়ে দেখলেই ঠিক পাবে—
তার ব্যক্তিত্বটা কেমনতর—
তা' ক্লীবসন্দীপী !
ব্যত্যয়ী !
না বিপর্য্যয়দুষ্ট !
আর, তা'র সাথে
সহজ বোধনার রকমটি কেমনতর—
কাটাকাটা,
না সঙ্গতিশীল !

অর্থাৎ সঙ্গতিশীলতায়
উর্জ্জী পরাক্রম-সম্বদ্ধ কিনা!
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যের নিরাবিল ধারায়
কিংবা ব্যতিক্রমদুষ্ট বিভাজনে
সেগুলি কেমনতর চলছে,
একটু নজর ক'রে
ধীইয়ে নিয়ে
দেখে-বুঝে
মিলিয়ে নিতে পার তা' কেমনতর!
আর, তা'র সাথে
ব্যবহারও বা করতে হবে কেমনতর!
যদি ব্যত্যয়ী হয়—
স্বস্তিচর্য্যা তা'র
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েই উঠবে,
যে কাজই ধরুক না কেন—
বিশৃঙ্খলা তা'র আসবেই,
যদি ঐ কেন্দ্রায়িত নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বিন্যাসলাভ না ক'রে থাকে,
আর, ক'রে থাকলেও
তা' কেমনতর শক্ত
তা'ও দেখে নিতে হবে;
যদি ভঙ্গুর হয়—
ব্যক্তিত্বের গতিবোধনাও
তেমনতরই ভঙ্গুর হ'য়ে চলবে,
কথায়-কাজে মিল থাকবে না,
তাদের হৃদয়-উৎসারণা
মানুষকে
স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে তুলতে পারবে না,
সেবা-সন্দীপনা
হৃদ্য তাৎপর্য্যে

ভরসার সৃষ্টি করতে পারবে না,
আর, ঐ নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
স্বতঃসন্দীপ্ত সলীল যদি হয়—
তা'রা যেমনই হোক,
তাদের কেন্দ্রানিয়মনা দেখে বুঝে নিও—
তা'রা দেবমানব,
মূর্খ হ'লেও
দ্যুতিমান, বীর্যবান ও পরাক্রমী,
সহজ জ্ঞান-সন্দীপ্ত,
হৃদয় ও মস্তিষ্কের শুভসঙ্গতি
সন্ধিৎসাপূর্ণ,
বোধ-পরাক্রম
তা'দিগকে উজ্জী ক'রে
তোলেই কি তোলে ;
দেখে,
শুনে,
বুঝে,
ঠিক ক'রে নিও ;
যেখানে যেমন দেখবে—
চলবেও সেখানে তেমনতর। ৯৩৮৯।
১০৷৯৷১৯৬০, রাত ৭-৩০

শোন—
যার কাছে যেমন পাও,—
বাস্তব সঙ্গতিশীল
বোধ-বিবেচনার সাথে
সার্থক অন্বয়ে মিলিয়ে দেখ ;
যা' মিলবে
তা' মিলিয়ে নাও,
আর, হাতেকলমে সেটা প্রয়োগ কর ;
অমনি ক'রে ধাতস্থ ক'রে নাও—

যেমন ফল দেখবে তেমনি ক'রে ;
এমনতর ক'রে
কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেখবে—
অনেক বিভূতি-বিভব
তোমার জ'মে যাবে,
বহুদর্শী হ'য়ে উঠবে তুমি ;
অজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রেই
বিজ্ঞ হ'তে হয়—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তব বিভূতি নিয়ে ;
শুধু শোনা কথার উপর দাঁড়িও না,
শুনে সংগ্রহ করাও ছেড়ো না,
সার্থক সঙ্গতিশীল বাস্তবতায়
যা' মিলবে—
তা'কে গ্রহণ ক'রো
তেমনি ক'রে—
যেমন দেখেছ,
যেমন জেনেছ ;
যারা শোনে না,
নিজের কেরদানির বিভবই
গেয়ে বেড়ায়,
তাদের জানাগুলি
প্রায়ই নিরর্থক হ'য়ে ওঠে,
কারণ, বাস্তবতার অভিসারে
তা'রা সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল ক'রে তুলতে পারে নি,
তাই, বিহিত ব্যাপারে
সার্থকতাও লাভ করতে পারে না তা',
—চলনটাকে
এমনি ক'রে
সজাগ রাখতে ভুলো না,

অনেক পাবে,
করতেও পারবে অনেক । ৯৩৯০ ।
১১।৯।১৯৬০, সকাল ৬-৪২

যে ব্যক্তিত্বে সৎ
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্য নিয়ে চলেছে—
সৎসন্ধিৎক্ষু তৎপরতায়,
বোধ-বহুদর্শিতার
অর্থান্বিত উচ্ছলতায়,
শক্তিও সেখানে
অবাধ উদ্দীপনায় উপচে ওঠে । ৯৩৯১ ।
১১।৯।১৯৬০, বিকাল ৪-৫৩

ফাঁকিবাজি ক'রে যদি চল,
ঐ ফাঁকিবাজি
তোমার শাসক হ'য়ে উঠবে—
সন্তাপ সৃষ্টি করতে করতে ;
তাই বলি—
সম্ভব যা' যেমনতর—
ফাঁকিবাজিকে
বা ভাঁওতাবাজিকে
উড়িয়ে দিয়ে চলতে থাক—
বাস্তব বোধবিন্যাস-তৎপরতায়,
শুভপ্রসূ স্বস্তিচর্য্যায়,
ফাঁকিবাজি
কমই তোমাকে
বেফাঁস ক'রে তুলবে । ৯৩৯২ ।
১১।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-১০

সিদ্ধ অন্বয়ী বোধচর্য্যা নিয়ে
চলতে থাক,—
পরাক্রমী ইষ্টনিষ্ঠ তৎপরতায়,

স্বস্তি
স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য নিয়ে
ক্রমেই তোমাতে আবির্ভূত হবে। ৯৩৯৩।
১১।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-১২

শুধু ব্রহ্মবাদী হ'লে চলবে না,
ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা চাই,—
সুসন্ধিৎসু বোধদৃষ্টি নিয়ে,
অন্বিত অনুধায়নায়,
তবে তো ?
আর, সম্পদ তো তোমার ঐ ;
আর, ওকেই তো পরমার্থ বলে। ৯৩৯৪।
১১।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-৪০

দয়ার প্রাপ্তিকে
দাবী করতে যেও না,
দয়ার পরিচর্য্যা ক'রে যা' পাও—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে অমৃততুল্য ;
বিশ্বাসঘাতক স্বভাব যাদের
তা'রা তা' করতে পারে কমই,
ব্যভিচারদুষ্ট মনোবৃত্তি যাদের
তা'রা দয়ার কদর বোঝে না,
তাই, পাওয়াকে তারা
দাবী ক'রে নেয়,
আর, তেমনতর তুলনামূলক
কল্পনা নিয়েই চলতে থাকে,
বানরকেও যদি শিক্ষা দাও
সে হয়তো দক্ষ হ'তে পারে,
কিন্তু, এইরকমের ব্যত্যয়-বিধ্বস্ত যারা
প্রকৃতিই তাদের বিধ্বস্তিহারা। ৯৩৯৫।
১১।৯।১৯৬০, রাত ৭-১০

আহাম্মক অহঙ্কারী যারা—
তা'রা প্রায়ই
দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
আর, চলেও তা'রা
কল্পনার পথে
বাক্‌বিন্যাসের কদর্য্যতা নিয়ে ;
বাস্তব কর্ম্মসন্দীপ্ত যা'
সেটা তাদের চোখেই পড়ে না,
ফলে, তা'রা
বিশ্বাসঘাতক হয়-ই হয়,
এই বিশ্বাসঘাতক বুদ্ধি তাদের
যতই ক্ষতিকর অবাস্তব হোক না কেন,
তা'রা মনগড়া কাল্পনিক প্রত্যয়ের
ধার ধ'রেই চলতে থাকে,
শুধু কথায় যে
মানুষকে বোঝা যায় না,
চেনা যায় না,—
যদি কাজের সাথে মিল না থাকে—
এমনতর বোধ তাদের সুদূরপরাহত,
তাই, বিধ্বস্তি,
বিপাক,
মানসিক উদ্বেগ
হক্‌-না-হক ব্যাপারে
তা'দিগকে উদ্বেজিত ক'রে তোলে ;
কাজে তুমি লাখ কর—
পরিপোষণী পরিচর্য্যা নিয়ে,—
কিন্তু কথার ভাঁওতায়
বা লোকের মুখে শুনে
অমনিই উল্টে যায়—
—এমনতর স্বভাবসম্পন্ন লোক দেখলেই
একটু সাবধান হ'য়ে চ'লো,

তাদের স্বভাব—
যত বড় মানুষই হোক,
তা' কিন্তু পশুতুল্য,
অন্যায্য কথা
বা অন্যায্য কাজকে
সমর্থন করতে
স্বতঃসন্দীপ্ত ন্যায়ের তক্‌মা প'রে বেড়ায় ;
ঐ ন্যায়ই যে অন্যায়
তা' বুঝতে পারে না,
কারণ, তাদের ভিতর
আন্তরিকতার যোগ নেইকো ;
এই রকম-সকম
ব্যতিক্রমদুষ্টদের মধ্যেই দেখা যায়,
শাস্তি-ই যেন তাদের শান্তি-প্রদীপ,
আর, দুর্ভোগই যেন বিভব,
বুঝেসুঝে চ'লো,
আর, যেখানে যেমন করতে হয়
তা'ই ক'রো । ৯৩৯৬ ।
১১।৯।১৯৬০, রাত ৭-১৪

বেদপাঠ মানেই
বেদ-অধ্যয়ন,
আর, অধ্যয়ন মানে
ধারণপথে চলা—
তা'র সমস্ত তুকগুলিকে
বুঝে-সুঝে
কাজে প্রয়োগ ক'রে
কোথায় কতখানি তা'
কেমনতর সার্থকতা লাভ করে
তা' বুঝে আয়ত্তে আনা,
এই আয়ত্তীকরণ অভ্যাসটি বাদ দিয়ে

যতই বেদপাঠ কর না কেন—
তাতে ফয়দা হবে কি ?
আমি তো বলি—
বেদ তোমাদের
গৌরবান্বিত হোক,
বেদের প্রতিটি শব্দ
ও শব্দগাথার তাৎপর্য্য
অনুধাবন ক'রে
বাস্তবতায় তা'র সার্থকতা বের ক'রে
কোথায় কেমন ক'রে
তা' অর্থান্বিত হ'য়ে উঠেছে—
হাতেকলমে সেগুলি বুঝে-সুঝে
দেখে আয়ত্ত করা,
আর, তা'র যেখানে যেমনতর প্রয়োগ হয়
তা' ক'রে
বাস্তবতায়
তার ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলি অবলোকন করা,
আর, ঐগুলি
কেমনভাবে কাজে লাগানো যায়—
বাস্তবতার ভিতর দিয়ে,
ব্যক্তি ও জাতির শুভসৌকর্য্যে,—
তা' বের করা,
অন্তর্নিহিত মানসদীপনে
বেদের প্রতিটি শব্দ
ও শব্দগাথার মর্ম্মগুলিকে
অনুভব ক'রে,
সুসঙ্গত অনুধাবনী তাৎপর্য্যে
তা'র ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলিকে নির্ণয় ক'রে
বাস্তবে সেগুলি খাটানো ;—
এই হ'চ্ছে বেদ-অভ্যাস ;
আবার, সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে

সমীচীন বিধায়নায়
ঐগুলি ব্যবহার ক'রে
বাস্তব সৌকর্য্যকে
খুঁজেপেতে বের ক'রে
বিহিতভাবে কাজে লাগানোই হ'চ্ছে—
বেদপাঠের প্রকৃত তাৎপর্য্য ;
এ সব বাদ দিয়ে
না বুঝেসুঝে
বেদপাঠ, বেদসূত্র বা শ্লোকগুলিকে
মুখস্থ ক'রে রাখা মানে
তা'কে মস্তিষ্কে
শুধুমাত্র সংরক্ষিত ক'রে রাখা,
তা'তে কিন্তু তার তাৎপর্য্য
উদ্‌ঘাটিত হয় না,
আর, ঐ তাৎপর্য্য যদি
উদ্‌ঘাটিত না হয়—
বাস্তব বুঝ, বোধ ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা' জীবনে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে না,
সন্দীপ্তও হ'য়ে ওঠে না,
আর, তাতে হয়-ও না কিছু ;
বেদের অক্ষর-বিনায়িত শব্দগুলির
তাৎপর্য্য নির্ণয় ক'রে
ব্যবহারে তৎপর হ'য়ে
বিহিত বাস্তব বিনিয়োগে
কোথায় কী কেমনতর হয়—
সেগুলি জেনেশুনে
তা'কে আয়ত্ত ক'রে
ধী-চক্ষুর ভিতর-দিয়ে
বোধ-বিনায়নে
তা'র নিয়োগ ও নিয়মন ক'রে
বাস্তবতার ভিতরে

তার কী সৌকর্য্য আছে
তা' নির্ণয় ক'রে
তা'কে জানবে তো ?
ব্যবহার করতে শিখবে তো ?
অন্তর্জগৎ
কি বহির্জগৎ-এ
যে পরিবর্ত্তন নিয়ে আসে
সেটা নির্ণয় করবে তো ?
বেদপাঠ তবে তো সার্থক হবে ?
অর্থবোধ ক'রে
বিহিত বাস্তব বিনিয়োগ ছাড়া কি
বেদপাঠ হয়—
তা' অন্তরেই হোক,
আর, বাহিরেই হোক ?
অক্ষর-বিন্যাস
শব্দ-বিন্যাস
পদ-বিন্যাস
অর্থ-বিন্যাস
ও ব্যবহার-বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
যে-অর্থে উপনীত হওয়া যায়
—আর তা' কত রকমের—
সে-অর্থের উপযুক্ত তাৎপর্য্যকে
বাস্তবে ব্যবহার ক'রে
যে সার্থক বোধনায়
প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়—
তাই-ই অর্থ-তাৎপর্য্য ;
কত ওলট-পালট হয়েছে,
কত রকমারির সৃষ্টি হয়েছে,
বেদপাঠের সংস্কার
এখনও এক-আধটু যা' আছে
তাই ধ'রে তুমি

উপযুক্তভাবে
যেখানে যেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয়
তা'ই কর,
দোদুল্যমান
উত্তাল তরঙ্গযুক্ত
উল্লোল বেদবিধানকে
বিধায়িত ক'রে চল,
বিনিয়োগ ক'রে চল,—
বাস্তব ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে,
আন্তরিক ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়ে,
সুষ্ঠু অন্বিত অর্থনায়
বিহিত তাৎপর্য্যশীল প্রয়োগে ;
আমি বলি,
বেদকে গ্রহণ কর—
সাত্বত অনুবেদনায়,
মর্ম্মকে অনুধাবন ক'রে
আয়ত্তে নিয়ে এস,
আর, আয়ত্তে নিয়ে এসে ব্যবহার কর,
বিনিয়োগ কর,
সে বেদ—
সে বেদগাথা
সার্থকতা এনে দেবে—
কি অন্তরে,
কি বাহিরে ;
বেদ মানে বোধ বা জানা,
আর, যিনি বেদকে বোধ ক'রে
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে জেনেছেন—
বাস্তবে,
তিনি বেদবোধবিৎ ;
আমি যা' বুঝি তা' এই ;
এ ছাড়া, তুমি হাজারবার

বেদ পাঠ কর—
বাস্তব অর্থনায় অন্ধ থেকে,
ব্যবহারের সৌকর্য্য না জেনে,
তবে কি তা' সার্থকতা লাভ করবে ?

শুনেছি—
সোমনাথের মন্দির
যখন আক্রান্ত হয়,
তখন ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করছিলেন—
কিন্তু তা'তে কি ঐ আক্রমণ
আটকে ছিল ?
বেদ তখন ব্রাহ্মণদের কাছে
কৃতিতপ হ'য়ে ওঠে নি,
কোন সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য
বহন ক'রে আনে নি,
তাঁরা জানতেন না
কোথায় কেমন ক'রে
কিভাবে
তার প্রয়োগ করতে হয়—
বাস্তবে ;
তাই, আক্রমণ আটকালো না,
তাই, ধর,
কর,
তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
বাস্তবে বিনিয়োগ কর,
আর, ওর সার্থকতা মেপে নাও—
কত রকমে
কত প্রকারে
তা' আসতে পারে ;
এ ছাড়া, তুমি
শুধুমাত্র বেদপাঠ করলে
যে তিমিরে

সে তিমিরেই থাকবে ;
বেদ কথার মানেই জ্ঞান—
ঐ জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত
বাস্তবে ব্যবহৃত হ'য়ে
সুষ্ঠু সৌকর্য্য-বিনায়নে
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে না উঠছে
ততক্ষণ তা'
অন্ধবধির তোমার কাছে । ৯৩৯৭ ।
১২।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-১৫

বেদই বল,
কোরাণই বল,
জেন্দ্‌-আবেস্তাই বল
বাইবেলই বল,
আর, যে-কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই বল—
বাস্তব ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
কাজে লাগিয়ে
তা'র মর্ম্মকে উদ্‌ঘাটন করতে
যতক্ষণ না পারছ—
ততক্ষণ ঠিকই জেনো—
তুমি কিন্তু তাতে
অন্ধ হ'য়ে আছ ;
সেই বাক্
তোমাতে ব্যক্ত হ'য়ে
বিকীর্ণ হ'য়ে
সার্থক সন্দীপনায়
কি শুভ আনতে পারে
—তোমার বা অন্যের ?
ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পাঠ কর—
সাত্বত অনুবেদনী তাৎপর্য্যে,

ধর, কর,
অর্থ ও মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন কর,
বাস্তব ব্যবহারে
তার সৌকর্য্যগুলি অনুধাবন কর ;
অর্থাৎ যা'-কিছু আয়ত্ত করতে চাও—
তা' যদি অমনতর
অভিনিবেশ-অনুশীলনে আয়ত্ত কর—
যা'-কিছু বুঝসুঝ
সমস্তকে
সমীচীনভাবে বিনায়িত ক'রে,
আয়ত্তে আসবে কিন্তু তাই-ই—
সঙ্গতিশীল আওতায় এসে
ভজন-উদ্দীপী অনুবেদনা নিয়ে,
ভক্তিমাধুর্য্যে রসাল ক'রে তুলে ;
তুমি সার্থক হও,
ভরদুনিয়াটাও সার্থক হ'য়ে উঠুক । ৯৩৯৮ ।
১২।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-৩০

যতক্ষণ না—
যে-কোন তত্ত্বেরই হোক্,
তা'র তথ্যকে বের ক'রে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি ক'রে
বাস্তব বিন্যাসে
তা'র বিহিত সার্থকতাকে
উদ্‌ঘাটন করছ,
আর, ব্যবহারে
তা'র বিহিত বিধায়িত বিধানকে
বিন্যাস ক'রে
সক্রিয় বাস্তব ব্যবহারে
তা'র প্রকৃতিকে না জানতে পারছ,

ততক্ষণ কিন্তু ঐ তত্ত্ববোধ
অন্ধই থেকে যাবে তোমার কাছে ;
হাতেকলমে ব্যবহার ক'রে
তা'র উপযোগিতা বুঝবে না,
আর, ঐ উপযোগিতা না বুঝলে
তা'র সার্থক সঙ্গতির
সুবিহিত সক্রিয়তাও
উপলব্ধি করতে পারবে না,
যে-কোন তত্ত্বকথা
শুধু কথাতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে রইবে ;
তাই, যা' করবে—
তা'র সঙ্গতিশীল অর্থনার
বাস্তব বিকাশকে
উদ্ঘাটিত ক'রে
বস্তুতঃ সক্রিয়তাকে উপলব্ধি কর,
তবে তো সে তত্ত্বের
বোধ হবে তোমার !
কারণ, তত্ত্ব মানেই তাহা-ত্ব ;
নইলে, কথা
কথাতেই পর্য্যবসিত হয় না কি ? ৯৩৯৯ ।
১২৷৯৷১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-২৫

যা'তে সমীচীনভাবে
কিংবা সম্যকভাবে
অস্তিত্বে নিয়ে যায় —
অস্তিত্ব-পোষণার দিকে নিয়ে যায়—
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সম্পোষণী ও সংরক্ষণী তাৎপর্য্যে
নিজের মতন ক'রে অন্যের,
বোধপ্রেরণায়
সমীচীন বিচারণায়

দক্ষ বাস্তব বোধদৃষ্টি নিয়ে
তেমনি ক'রে সত্তাকে বা অস্তিত্বকে
পরিপোষণ ক'রে চলার
বিহিত বিদীপ্তিকেই সন্ন্যাস বলে ;
এই এমনতর চলাকে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বিহিতভাবে জানতে না পারছ,
তখনও কি তোমার
সন্ন্যাসত্ব সার্থক হ'য়ে উঠবে ?
যদি সার্থকই হয়—
সে সন্ন্যাসত্ব তোমাকে
সার্থক ক'রে তুলবে
কেমন ক'রে,—
কতখানি,
তা' কি বুঝতে পার ?
আমি তো পারি না । ৯৪০০ ।
১২।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫০

যারা ইষ্টার্থপরায়ণ
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
ভক্তিবিভোর নয়কো,
ভজনপ্রদীপ্ত নয়কো,—
বোধ-বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
দক্ষনিপুণ উৎসর্জ্জনায়
তারা কি
সমীচীন বোধের অধিকারী হ'তে পারে ?
বোধকে
বিহিত করতে গেলেই
তা' করতে হবেই ;

তবে তো সে-বোধ
তোমার বোধবৃত্তিকে—
ভাববৃত্তিকে—
তেমনতরভাবে নিয়োজিত ক'রে রাখবে—
বোধরঙিল হওয়ার আবেগে
অর্থাৎ ভাবের আবেগে। ৯৪০১।
১২।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫৪

ইষ্টনিষ্ঠ অনুগতি-কৃতি নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে
যদি ইষ্টার্থে একায়িত হ'য়ে উঠে থাক,
আর, থাকেই যদি তা'
তেমনি থাকে-থাকে,
তখন বিজ্ঞ উর্জ্জনা
নন্দিত নন্দনায়
উৎসৃষ্টি নিয়ে
ঐ সব যা'-কিছুকে
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
রসাল ক'রে রাখে,
ক্লান্ত হ'তে দেয় না ;
তাই, প্রথম প্রস্তুতিই হ'চ্ছে—
ভক্তি সেধে নেওয়া
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
উৎসৃজনী অভি-অধ্যাসে,
ভজন-পূজন ও মহিমার
মহৎ কৃত-কৃতার্থতা নিয়ে। ৯৪০২।
১২।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৫৮

শাস্ত্র মানে—
শাসন,
যে বিষয়েই হোক্ না কেন,

তা'র অনুশাসন-তত্ত্বকে
বিশেষভাবে জেনেশুনে
বোধ ক'রে
বিহিত বিনিয়োগে
বিহিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে
হাতেকলমে
সেগুলিকে বিনায়িত ও বিন্যাস ক'রে—
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে
প্রত্যেক ব্যাপার ও বিধানগুলিকে
জেনেশুনে
কোথায় কেমন ক'রে
কী প্রয়োগ করতে হয়—
আর, তা' কেন প্রয়োগ করতে হয়—
বুঝেসুঝে
হাতেকলমে মক্স ক'রে
তা'কে আয়ত্ত করতে হবে ;
আয়ত্ত করতে হ'লেই
মোক্থা আয়ত্তের কোন সুবিধা নেই—
কারণ, তা'তে সব জানা হয় না,
সব যা'-কিছুকে
অনুধাবন কর,
বিনিয়োগ কর,
বোঝ,
বুঝে
একটা ধারণা ক'রে নাও—
বাস্তবতা-অনুগ তৎপরতায়,
তা'র বিহিত বিকাশকে জেনে নাও,
—কেন বিকাশ হ'ল
কী কারণে,
কী দিয়ে,—
বেশ ক'রে বুঝেসুঝে ;

এক কথায়—
তার মানেই হ'চ্ছে—
কী অনুশাসনে,
কী শাসন-নিয়মনার শাসিত তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে
বিধায়িত শাস্ত্রের উদ্ভব হ'ল,
খুঁটিনাটি
বেশ ক'রে বুঝেসুঝে
সেগুলিকে
হাতেকলমে আয়ত্ত ক'রে নাও—
খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিবরণ-সহ—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
এমনি ক'রে খাটাও,
অর্থাৎ বিনিয়োগ কর,
বিনিয়োগের কায়দাকরণ
সব জেনেশুনে নিয়ে
কী কার্য্যের কী ফল
তা' অনুধাবন কর,
এমনি ক'রে
শাস্ত্রকে আয়ত্ত ক'রে ফেল,—
দক্ষদীপনী তাৎপর্য্যে :
প্রজ্ঞা লাভ ক'রে
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
বোধ-ঐশ্বর্য্যের
বাস্তব বিন্যাস-বিভূতি আহরণ ক'রে
যদি সিদ্ধকৃতির অনুশাসনে
অমনতর শাস্ত্রবিৎ হ'তে পার—
সার্থক অন্বয়ী অর্থসঙ্গতি নিয়ে,
সে-বিদ্যা
বহু মানুষকে
শাস্ত্রবিৎ ক'রে তুলবে,

আর, লোকশ্রদ্ধা
ক্রম-তাৎপর্য্যে
তোমাকেও
বিচক্ষণ-সুধী ক'রে তুলবে,
লোকমাঙ্গলিক অভিসার তোমার
অপ্রতিহত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ জ্ঞানদীপ্ত
কৃতি-বিভূষণে
তোমাকে দেবমানব ক'রে তুলবে,
স্বস্তিবাদের ধন্য আহ্বানে
তোমার ধীমত্তাকে
পূজা-বর্দ্ধনে
পরিশোভিত ক'রে তুলবে,
ফলে, পরিবেশও
অমনতরই তৎপর হ'য়ে উঠবে,
তোমার দেশ
বিশেষত্বের
পরম আধান হ'য়ে উঠবে । ৯৪০৩ ।
১২।৯।১৯৬০, রাত ৯-৪২

আবার বলি শোন,
যদি তোমার ভালই লেগে থাকে,—
আগে, ইষ্টনিষ্ঠা
অস্খলিত ক'রে তোল—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়,
তোমার চলন-করণ
এমনতর হোক
যা'তে সহজে ক্লান্ত হ'য়ে না ওঠ,
ঐ শ্রমের নেশা
যেন করার ক্ষমতাকে

বাড়িয়েই তোলে,
ক্রমে ক্রমে
এমনতর বিনায়ন কর,
আর, ঐ অস্খলিত নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ সহ
সব দিক দিয়ে
সব রকমে
সুসন্ধিৎসু তৎপরতায়
বিবেক-বিবেচনার
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
কোথায় কেমন ক'রে কী করবে,
আর, করাটাই বা
কেমনতর নিয়ন্ত্রিত করবে—
স্মৃতিদীপ্ত অনুনয়নে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তা'র সবদিক দিয়ে
একটা নির্দ্ধারণায় দাঁড়াও ;
তারপর, যা' করবে
তা'তে লেগে যাও ;
করতে হ'লেই
পরিজন বা পরিবেশের প্রয়োজন,
আচার-ব্যবহার
চালচলন
কথাবার্ত্তা
রকম-সকম
সব দিক দিয়ে
প্রীতি-উৎসারণী অনুচলনে
তাদের ভিতরে
এমনতর সঞ্চারণার সৃষ্টি কর
যা'তে তা'রা
স্ফীত নন্দনায়
তোমার ঐগুলিকে গ্রহণ করে,

আর, তুমিও
এমনতর লাগা থাক—
যা'তে তা'রা
তোমাকে দেখলেই
তোমার সাথে একটু কথা ব'লেই
তরতরে হ'য়ে ওঠে,
শ্রমক্লান্ত না হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রে
যেখানে যেমনতর দরকার—
ত্বরিত সন্দীপনায়
সেগুলিকে নিষ্পাদন ক'রে ফেল
এমনতরভাবে—
ঐ নিষ্পাদনাও যেন
তাদের ভিতরে
একটা সন্তুষ্টি-সন্দীপ্তির সৃষ্টি করে,
উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে—
আত্মপ্রসাদের অনুরঞ্জনা নিয়ে,
যা'তে সে-বিষয়ে
তোমার পক্ষে যেগুলি করণীয়,
তা'র কোথাও যেন একটুও
গণ্ডগোল না থাকে,
বা গোঁজামিল না থাকে—
তা' যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-প্রদীপ্ত হ'য়ে
চলতে থাকে ;
যা' কর নি,
যা' বোঝ নি,—
তেমনতর রকমে
যদি কেউ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়,
আগে বুঝে
সেগুলি ধ'রে নিও,
আর, করার ভিতর-দিয়ে

তাকে নিটোলভাবে
এমনতরভাবে চালাতে চেষ্টা কর,
যে চলন
নিষ্পাদন-সৌকর্য্যকে
কিছুতেই ভুলে
অবজ্ঞা ক'রে
থাকতে পারে না ;
তোমার ঐ অস্খলিত নিষ্ঠা
যদি অটুট হ'য়ে চলে,
তা' ক্ষণস্থায়ী বা ক্ষণভঙ্গুর না হয়,
আর, তাকে যদি নিয়ন্ত্রিত কর
অমনতরভাবে,
তাহ'লে, তুমি করতে পার না—
এমনতর কিছুই আর থাকবে না—
জীবন-উদ্যমের ভিতর দিয়ে
জীবনীয় যা'
তা'কে জাজ্বল্যমান ক'রে তুলে ;
এমনি ক'রে চালাও—
হাতেকলমে—
রকমারিভাবে,
কোন কিছু শুভসম্পাদনা—
তা' তুমি জান বা না-জান—
সে-বিষয়ে
একটা অলস মুহ্যমানতা
তোমাকে
অবসন্ন ক'রে তুলতে পারবে না ;
এর সাথে
বিশেষভাবে স্মরণ রেখো—
মানুষ
শরীর দিয়েই করে,
তা'র স্বাস্থ্য যাতে

সুন্দর, পটু ও সুদীপ্ত হ'য়ে চলে,—
সেদিকে নজর রেখোই কি রেখো ;
আবার, নজর রাখতে গিয়ে
শরীর খারাপের পাল্লায় প'ড়ো না,
সব সময় যেন ভাবতে না হয়—
'আমার শরীর পটু কি অপটু' ;
দৃপ্ত, দৃঢ়, সুন্দর, মনোরম
রঞ্জনাই যেন
তোমার জীবনের
অমৃত হ'য়ে থাকে । ৯৪০৪ ।
১৩।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যেমনতর নিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে
যেমন চাইবে—
যেমনতর আগ্রহশীল বোধদীপনায়,
কৃতিকুশল তৎপরতায়
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে,—
হবেও তেমনি,
পাবেও তদনুরূপ,
আর, কৃতিবিৎও হবে তেমন,
এই হ'চ্ছে—
আসল পাওয়ার পন্থা ;
আর, চাওয়ায় যখন ফাঁকি থাকে,
করায় ফাঁকি থাকে,
চালচলনও তদনুরূপ হয়,—
তখন, করায়-ও খাঁকতি হয়,
পাওয়ায় খাঁকতি থাকে,
বোধবিৎ উৎসজ্জনায়-ও
খাঁকতি এসে যায়,
চাওয়াটা
হওয়ায় পর্য্যবসিত হয় না ;

তাই, যদি চাও-ই—
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ-সন্দীপনায়
কুশলকৌশলী অনুশীলন-তাৎপর্য্যে
তোমার চাওয়াটা
অর্থাৎ চাহিদাটাকে
ক'রে হওয়ায়
পর্য্যবসিত ক'রে তোল,
না ক'রে যদি পাও,—
পাওয়ার সাথে
হওয়ায় তুমি
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
করার যদি চাহিদা থাকে—
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়
কর,
আর, নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে
হও—
কুশলকৌশলী অনুশীলন-বিনায়নায়;
পাওয়া বা হওয়ার মূলসূত্র কিন্তু
এই-ই। ৯৪০৫।
১৪।৯।১৯৬০, সন্ধ্যা ৫-৩০

পুরুষই হোক
আর, মেয়েই হোক্—
যাদের প্রকৃতি দুষ্ট
অর্থাৎ ব্যতিক্রম-বিন্যাস-অশিষ্ট হ'য়ে
সত্তাকে ছদ্ম রূপায়ণে
ব্যাপৃত ক'রে রেখেছে,
দেখে নিও—
তাদের শ্রেয়নিষ্ঠা থাকেই না,
গর্ব্বিত জলুস নিয়ে

তারা মানুষের কাছে
বিশেষত্ব লাভ করতে চায়,
আর, তেমনতর ভাবভঙ্গী নিয়েই চলে ;
পুরুষের দেখতে পাবে—
তাদের পিতামাতা বা শ্রেয়জন
যেই হোক না কেন,
তাদের পরিচর্য্যানিরতি নিয়ে
থাকতে পারে না ;
যেখানে তা'
প্রবৃত্তি-পোষিত হয়,
ভাবভূতিও তাদের
সেখানে মত্ত হ'য়ে থাকে—
একটা নিষ্ঠার মুখোস-পরা
অশ্লীল ঔদার্য্যের
আগ্রহ-অন্বিত উপচার নিয়ে ;
মেয়েদের মধ্যে
অমনতরই দেখতে পাবে—
তা'রা হয়তো—
শ্রেয়নিষ্ঠা কিংবা স্বামিনিষ্ঠা নিয়ে
থাকতে পারে না,
কোন কিছু কোথাও
পাতিয়ে-টাতিয়ে নিয়ে
অশিষ্ট কামকলুষতাকে
বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে—
তা'ই নিয়েই মত্ত হ'য়ে চলে ;
এমনতর মত্ততা দেখলেই
বুঝে নিও—
নিষ্ঠাসঙ্গতি নাই,
তাদের কলুষদৃষ্টি
অন্যের রকম-সকমগুলি
বেছেগুছে নিয়ে

কলুষচিন্তাকেই
হয়তো কায়েম ক'রে
নিজেদের মিথ্যা
বা অশ্লীল অনুরতি সহ
নিজেকে অশ্লীল ব্যস্ততায়
নিয়োজিত ক'রে রেখে দেয়;
স্বামী কিংবা কোন শ্রেয়জন
যদি তাদের থাকেও—
তাহ'লেও তা'রা
অমনতর না হ'য়ে
চলতেই পারে না,
একটা বিক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে
চলে তা'রা;
পিতৃতুল্য বা শ্রদ্ধাভাজনদের প্রতি
শ্রদ্ধা, অনুচর্য্যা, অনুনয়নগুলিকে
একটা বিপর্য্যয়ী দর্শনের আওতায় এনে
নিজেদের চালচলনগুলিকে
এমনতর সমর্থন ক'রেই চলতে থাকে;
তাদের সাথেই
বাস্তব সঙ্গতি হয়—
যা'দিগকে দিয়ে তা'র
ঐ প্রবৃত্তিগুলি পরিচর্য্যা লাভ করে;
মেয়েই হোক,
পুরুষই হোক,
বাপ-মা
কিংবা কোন শ্রেয়ের সম্বন্ধে
তা'রা
সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে থাকতে পারে না;
যাদের উপর
তাদের ঐ লোলুপ উদ্দেশ্যের
নিষ্পাদনী পরিচর্য্যা

সংগ্রথিত হ'য়ে থাকে,
সেখানেই একটা না-একটা
সম্বন্ধ পাতিয়ে
ঔদার্য্যের অভিনয়ে
তা'রা নিজেদের বৃত্তিলোলুপতাকে
সিদ্ধ ক'রে নেয়,—
রকমারি দুষ্ট ভাবের মুখোস-পরা
শিষ্ট অনুনয়ে ;
তাদের দুষ্ট অভিসার
তা'রা নেহাৎ রাখে
লোকচক্ষুর অন্তরালে ;
এমনতর রকম দেখলেই
সন্দেহ ক'রো,
আর, নিজেও
যথাসম্ভব দূরত্ব সংরক্ষিত ক'রে চ'লো,
প্রবৃত্তির ফাঁদে প'ড়ে
নিজের শিষ্ট মর্য্যাদাকে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেদনাকে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
ঘায়েল ক'রে তুলো না ;
যদি শিষ্ট থাক তুমি,
সুনিষ্ঠ থাক তুমি,
আনুগত্য-কৃতি-সম্বেগশালী যদি হও,
তোমার জীবনের স্বার্থ ও অর্থ
যদি কোন শ্রেয়জন হন,
নিজেকে
ঐ বিভবেই উৎসর্জ্জিত ক'রে রেখো,
তাঁর পরিচর্য্যা ক'রে
যেন তোমার আত্মতৃপ্তি হয়,
আর, তোমার জীবনের অর্থও যেন

ওখানেই সার্থকতা লাভ করে ;
ঐ-ই শ্রেয়-অভিনিবেশ । ৯৪০৬ ।
১৪।৯।১৯৬০, রাত ৮টা

উন্নতি হবে কিসে ?—
তবে শোন—
বলি,—
শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ হ'তে
কখনও স্খলিত হ'য়ো না,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য নিয়ে
তা'কে পরিচর্য্যা কর,
যেটা ভাল বোঝ—
সৎ যা'
তা'কে আঁকড়ে ধর,
বিবেচনার বিনায়নে
অর্থান্বিত তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর ;
অর্থাৎ কিসে কী হয় তা' জেনে
সৌষ্ঠব-মিলনে
নির্দ্ধারিত কর তা' ;
প্রত্যহ যা' যা' করণীয়
ঐ কৃতিচর্য্যার জন্য
রোজ নিখুঁতভাবে
সেটা তো করবেই,
তা' ছাড়া, পরিবেশ ও পরিজনের সঙ্গে
শুভসন্দীপী সদ্ব্যবহার
করা চাই-ই,
কারণ, সেখান থেকে
নানারকমভাবে
তোমার কর্ম্মকুশলতার
পরিপোষণ পাবেই—

কোন-না-কোন দিক দিয়ে,
আর, তাদের অনুকম্পা
আহরণ করতে পারলে
সেটাকে
আরো সবল ক'রে তুলতে পারবে ;
ঐ কৃতি-উদ্দীপনাকে মন্থর করে
এমনতর কিছু করতে যেও না,
প্রত্যহ বাস্তবে
আরো আরোতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
ঐ কৃতিচর্য্যাকে সুফলপ্রসু ক'রে ;
করতে গিয়ে
যদি কিছু না হয়—
তাতে ঘাবড়ে যেও না,
ধী-ইয়ে ধী-ইয়ে
তা'র কারণ আবিষ্কার ক'রে
নিরাকরণ কর তা'কে ;
এমনি করতে করতে
করার ভিতর-দিয়ে
একটা তৃপ্তি আসবেই আসবে—
যদি তা'র ভিতর
কোন ফাঁকিবাজি না থাকে,
না-ক'রে
উন্নত হওয়ার প্রলোভন না থাকে ;
প্রত্যহ
কাজের লওয়াজিমা
যা' যা' প্রয়োজন
বা তা'র মূলধন যা' প্রয়োজন
সেগুলি
একটু একটু ক'রে বাড়াতেই থাকবে,
কমতে দিও না কিছুতেই ;
আর, করতে গেলে

হামবড়াই-ও করতে যেও না
লোকের কাছে,
তোমার কর্ম্মসফলতা
বরং তোমাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুক,
তোমার সার্থকতার উদ্বোধনাই
তাদের গর্ব্ব হ'য়ে উঠুক,
এবং সেটাকে তুমি
উপভোগ কর ;
এমনতর সাধুকর্ম্মা হ'য়ে চল—
সমীচীন আচার-ব্যবহার নিয়ে—
যা' মানুষকে
তৃপ্ত ও দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, সেগুলিকে
সার্থক বিন্যাসে
সন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
আরো, আরোর পথে ;
মিতব্যয়ী হ'য়ে চলাই চাই,
তোমার কৃতিযাগের
যে মূল উপকরণ
তা' সম্বৃদ্ধিপর ক'রে রাখাই চাই,
তা' হ'তে নিজের
বা নিজ পরিবারের জন্য
কোনরকম খরচ-খরচা করতে যেও না ;
আর, যদি তোমার
তা'তে না পোষায়,—
দেনা না ক'রে
অন্য কোন সৎ ও শোভন রকমে
তাদের পরিপোষণ কর ;
এই জাতীয় শিষ্ট চলনে যদি চল—
উন্নতি আসবেই কি আসবে—

যদি তোমার চরিত্র
ঐ উন্নতিকে
সংক্ষুব্ধ না করে,
কুঠারাঘাত না করে ;

আর, এক কথা বলি—
নিজেকে
সুস্থ রাখার উপযোগী যা' তোমার—
সেটুকু ছাড়া,
কিংবা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া
নিজেকে রেহাই দিও না—
ঐ কৃতিচর্য্যা হ'তে ;

দেখবে—
উন্নতি
তুমি-সহ তোমার পরিবেশকে
উৎফুল্ল ক'রে
পারগতার অভিজাত উপঢৌকনে
তোমাকে স্মিত ক'রে তুলবে ;

ফল কথা,
আগে আদর্শ হও—
নিখুঁতভাবে
সব দিক দিয়ে,

আর, ঐ পথে
উপদেশ নেওয়া বা দেওয়া—
যা' হয় ক'রো,

নিজে উদাহরণ হওয়াই
সব চেয়ে বড় উপদেশ,—

যা' মানুষে সঞ্চারিত হ'য়ে
সহজ সন্দীপনায়
তা'দের দীপ্ত ও তৃপ্ত ক'রে তোলে । ৯৪০৭ ।
১৬।৯।১৯৬০, রাত ৬-৫১

শ্রেয়নিষ্ঠাহারা হ'য়ে,
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ-সন্দীপনা হ'তে
বিচ্যুত হ'য়ে,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যের
ছিনিমিনি খেলে,
অর্থান্বিত অনুনয়ে
না ক'রে
না চ'লে,
তুমি লাখ ভবঘুরে হ'য়ে
ঘোর না কেন,
একটা অনর্থক, বিভ্রান্ত
স্খলিত অন্তর নিয়ে
তুমি হাজার ঘোর,
সবগুলি কিন্তু
অনর্থক হ'য়ে
বিভ্রান্ত হ'য়ে
তোমাকে শিষ্ট বোধান্বিত ক'রে
তুলতে পারবে না ;
ঐ নিষ্ঠানুগ আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা ছাড়া
যা'-কিছু কর না কেন—
সবগুলি নিজেকে
ফক্কিবাজিতে মাত করার
বিভ্রান্ত ফন্দী ছাড়া
আর কিছুই হবে না,
ঐ ফন্দী
যেমন অর্থেই বিনিয়ে চলুক—
ব্যর্থতার আমন্ত্রণ ছাড়া
আর কী করবে ?
তোমাকে মানুষ
লাখ সাহায্য করুক—

কেউ তোমার সহায় হ'য়ে উঠবে না,
তোমার অশিষ্ট অনুচলন
সবাইকে
বিরক্ত ক'রে তুলবে,
আর, বীতরাগীর দল
ক্রমেই বেড়ে চলবে—
গুণোত্তর প্রগতিতে,
কারণ, তোমার অন্তরে
শ্রেয়নিষ্ঠ সার্থকতা নেইকো,
বিচ্ছিন্ন, বিকৃত, বিভ্রান্ত
ভবঘুরের মত চলনে চল তুমি,
নিজের জাহান্নমের পথ
তুমিই পরিষ্কার ক'রে তুলছ,
কথাবার্ত্তা, চালচলন
সহৃদয়তা যা'ই কর না কেন,
অন্বয়ী তাৎপর্য্য তাতে কি থাকে ?

তাই বলি—
যদি শুদ্ধ হ'তেই চাও—
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সাথে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
স্বাস্থ্য ও শরীরে যেমন কুলোয়
নিখুঁত সাধু উদ্যমে
তাই ক'রে যাও—
অর্থান্বিত নিয়ন্ত্রণে,

বিবেক-বিবেচনার
ক্রমান্বয়ী সঙ্গতিশীল
অর্থ নিয়ে ;

যা' করছ—
কেমন চললে
কেমন বললে
কেমন করলে

তা' যা'তে আরো শিষ্টসুন্দর হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতর চিন্তাচলন
ও পরিবেশের সহিত
সহৃদয় ব্যবহার নিয়ে চলতে থাক,
স্বাস্থ্য ঠিক রাখ,
পরিবেশের প্রতি
সৎ-সন্দীপ্ত মিষ্ট হ'য়ে চল,
—যা'তে প্রত্যেকে
অনুকম্পাশীল হয় তোমাতে
কৃতিচর্য্যা নিয়ে;
এমনতর অস্খলিত হ'য়ে
চলতে থাক,
বিভুও হয়তো
ক্রমবিভান্বয়ে
তোমাকে
বিভূতিদীপ্ত ক'রে চলবেন,
তোমার তৃপ্তি
তোমার পরিবেশকে
সন্দীপ্ত ক'রেই রাখবে;
দুর্ব্বলনিষ্ঠ হ'য়ো না,
দুর্ব্বলনিষ্ঠ হ'লেই
দুর্ব্বল হৃদয় হয়,
দুর্ব্বল-হৃদয় হ'লেই
ভীরু হয়,
কুৎসিতকর্ম্মা হ'য়ে ওঠে,
পরিবেশের প্রতি
অপ্রীতিকর চলন-ফেরন
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
ক্রমে ক্রমে,
'না-বাদ'-এর
আশ্রয় নেওয়া ছাড়া

পথই থাকে না;
তেমন যদি না চাও—
স্থিরনিষ্ঠ হও,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতার সহিত
উঠে দাঁড়াও,
কী করবে—
অন্তরে সেটা বিনিয়ে নাও—
অর্থান্বিত অনুনয়ে,
তেমনি ক'রে
চল,
কর,
বল,—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠাকে
খুব ক'রে আঁকড়ে ধ'রে,
পারগতার হাসি
একদিন হয়তো
তোমার মুখেও ফুটে উঠবে,
স্ফূর্ত্তি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে—
তোমার পরিবেশের পর্য্যালোচনায়। ৯৪০৮।
১৬।৯।১৯৬০, রাত ৮-২৪

অজ্ঞাতকুলশীল হ'লে,
তা'র নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতিতে
লক্ষ্য রেখে
বেশ ক'রে পর্য্যালোচনা কর—
তার গুণ ও কর্ম্ম কেমনতর!
ফাঁকে ফাঁকে
কেমন স্বভাব উঁকি মেরে ওঠে
—দুষ্ট চক্ষুর মতন
না শিষ্ট চক্ষুর মতন!

কেমনতর রকমসকম
নিয়ে চলে—
সৎ-সন্দীপনায় মুখরিত করতে,
হঠাৎ দেখবে—
তা'র ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
তমঃ-সংক্ষুব্ধ
কিংবা সৎ-শিষ্ট অনুচলন,
বাক্য, ব্যবহার বা যাই কিছু হোক
ফুটে ফুটে বেরোতে থাকে ;
স্বভাবের সঙ্গীতি দেখে
আর, তদনুগ
কৃতি-সন্দীপনা দেখে—
তা' ছন্নছাড়াই হোক,
আর, ছন্দার্থপূর্ণই হোক—
তা'ই দেখে এ'চে নিও—
পিতৃধারা ;
আর, তার ভিতর-দিয়ে
যে তামস বা শুভ-অনুচলন
ভাবে, বোধে ও করায় বেরোয়
এবং প্রবৃত্ত হ'য়ে ওঠে তাতে,
তাই দেখে ঠিক ক'রো—
তার মাতৃবিভূতি ;
এমনি ক'রেই
যেটা যেমনতর যত বেশী—
নির্ণয় ক'রে নিও
তেমনি ক'রে ;
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সাথে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বিহিত বিচারণার সহিত
যে অনুচলন ধ'রে তুমি
অর্থান্বিত অনুনয়ে

হিসাব ক'রে যাচ্ছ,
তা' হয়তো
অনেকখানি
মিছিল-তাৎপর্য্যে
তোমার বোধে ঠিক হ'য়ে দাঁড়াবে—
পিতৃকুল ও মাতৃকুলের
বিভব-বিন্যাসে ;
আর, তাই দেখে ঠিক ক'রো—
তুমি তা'র সাথে
কেমনতর শিষ্ট অনুনয়ে চলবে,
তা'র রকমই বা কী হয়। ৯৪০৯ ।
১৬।৯।১৯৬০, রাত ৮-৩৫

আবার বলি—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যা'-কিছু কর,
যা'-কিছু ভাব,
সবগুলিকে বিনায়িত ক'রে নাও,
এবং তদনুগ যা' করবার
তা' ক'রে চল ;
জীবনকে—
তোমার জীবনযাগকে
অর্থ-উদ্দীপনায়
উস্‌কে ধর,
যেখানে যা'
যেমন ক'রে করা উচিত—
শুভসন্দীপী হয়,
তা' ক'রে চল—
ঐ ইষ্টার্থকে প্রধান রেখে ;

তাঁর নিদেশগুলিকে
বিহিতভাবে বিন্যাস ক'রে
কাজের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি নিষ্পাদন ক'রে চল,
তোমার শরীর ও মনের সঙ্গতি
এমনি ক'রেই
সংহত ক'রে নাও,
আর, ঐ উদ্দীপনা নিয়ে
যা'-কিছু কর,
অর্থান্বিত অনুনয়নে তা' ক'রে চল—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনা নিয়ে ;
নজর রেখো—
জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
কৃতকার্য্যে সংগ্রথিত হ'য়ে
তোমাকে
তোমার অস্তিত্বের তাৎপর্য্যে
কৃতসিদ্ধ ক'রে তোলে—
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে
বর্দ্ধন ক'রে,
আর, তুমি সার্থকতায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠ—
নন্দনার নিপুণ ঐশ্বর্য্যে ;
এই অনুশাসনে
যে যত চ'লে থাকে
কৃতি-তাৎপর্য্যে,
অস্তিত্বও তা'র
আশিস্-মণ্ডিত হ'য়ে চ'লে থাকে,
তাই, তোমার জীবন
আশিস্-মণ্ডিত হ'য়ে চলুক। ৯৪১০।
১৭।৯।১৯৬০, রাত ১০-৩৪

পারি না—
এমনতর কোন কথা
বলতেই যেও না,
এমন-কি, ভাবতেও যেও না,
কখন কী ক'রে কী করবে
তা'র ফন্দী আঁট—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
বিশেষতঃ ইষ্টার্থ
বা শ্রেয়নন্দনা যেখানে আছে ;
সেদিকেই লক্ষ্য রেখো—
যা'তে তিনি ফুল্ল হ'য়ে ওঠেন,
তোমার কৃতিগৌরবে
উচ্ছল উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠেন,
তাঁর হৃদয়
ভরসা-প্রমত্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, আচার্য্য, অধ্যাপকের বেলায়ও
কিন্তু অমনতরই,—
যদিও সব যা'-কিছুর
উৎকর্ষ-পরিণতিই ইষ্ট ;
এইরকম নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতি নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
নিষ্পাদন যতই করবে,—
তোমার অন্তরস্থ অনুরাগদীপ্তিও
তেমনতরই বেড়ে চলবে,
আর, ঐ কৃতি-অনুরাগ-প্রদীপ্ত ফুল্লতা
তোমাকে
ক্রমে-ক্রমে
কৃতিমুখর ক'রে তুলবে—
নিষ্পাদন-দক্ষতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
ইষ্টার্থই বল,
শ্রেয়ার্থই বল,

সে-সন্দীপনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে—
সব রকমে,
আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও কথাবার্ত্তার
সুসিদ্ধ বিনায়নে,
পটু প্রবোধনায় ;
এমনি ক'রে
তোমার অন্তরে
অনুরাগকে
স্বতঃসিদ্ধ ক'রে তোল,—
যা'তে তোমার কৃতিনিষ্পাদনা
সহজে সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
বুঝলে !
অভ্যাসকে
এমনতর ক'রে নাও—
শারীরিক পটুতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশাল ফুল্লতায়
তোমাকে তো ফুল্ল করবেই,
তা' ছাড়া, তোমার পরিবেশকেও
করবে তেমনি । ৯৪১১ ।
১৮।৯।১৯৬০, সকাল ৭-৪৫

ইষ্টভৃতিকে অস্খলিত রেখো,
এমন কোনদিন
কখনও না হয়

যা'তে তোমার ঐ ব্রত
ভেঙ্গে যায়,

—একমাত্র অসুস্থতা
যা'তে তুমি একদম অপারগ হও
এই ছাড়া,
কোন কিছু করবার পূর্ব্বেই
ইষ্টভৃতিকে
শিষ্ট সুচারুভাবে
নিষ্পাদন করবেই কি করবে—
বর্দ্ধন-ঔৎসুক্য নিয়ে ;
জীবনের প্রাত্যহিক ঊষায়
প্রত্যহের এই প্রথম অর্ঘ্যনিবেদন
ক্রমে ক্রমে
তোমাকে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায়
এমনতর নিষ্ঠা-নিবদ্ধ ক'রে তুলবে
যা'তে তুমি
তোমার জীবনকে
প্রীতি-উদ্যমে
উদাত্ত না রেখেই পার না ;
যখন এমনতর অবস্থা আসবে,
তখনই বুঝো—
তোমার ব্যক্তিত্বটা
ক্রমশঃই রঙিল হ'য়ে উঠছে—
ঐ ইষ্টার্থ-অনুনয়নে,

যার ফলে—
তা'
নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়েও
তোমার জীবনটাকে
পরিচালনা করবে,
জীবনের ঐ উদাত্ত আবেগ

তোমার ব্যক্তিত্বকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলবে—
তুমি হাজার বিপদেও
স্বস্তিহারা হবে না ;
ব্যতিক্রম কিন্তু
ব্যতিক্রমকেই নিয়ে আসে,
তাই, যাতে কোনপ্রকারেই
ব্যতিক্রম না আসে
সেজন্য ইষ্টভৃতিকে
তোমার জীবনের
প্রাত্যহিক অভিনন্দনার
স্বস্তি-অর্ঘ্য ক'রে নিও—
অটুট নৈপুণ্যে ;
আর, সঙ্গে সঙ্গে
অস্খলিত নিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে থাক—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় ;
যা'তে ঐ তা'
তোমার সৎ-সন্দীপী অনুপোষণী
লোকচর্য্যাকে
ক্রমশঃ
আরো হ'তে আরোতর
বিস্তৃত ক'রে তুলতে থাকে,
ঐ ইষ্টভৃতি-আচার
তুমি যেমনতর পালন কর,—
তেমনতরই
শিষ্ট উদাত্ত আবেগমাখা প্রবচন,
শিষ্ট সতর্ক অনুচলন
তোমাকে ব্যাপ্তিতে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে তুলতে

তোমার ব্যক্তিত্বটাকে
সম্বৃদ্ধিশালী ক'রে তুলবে,—
মনে রেখো ;

একটুও স্খলিত হ'য়ো না,
তোমার আচার-ব্যবহার,
চালচলন,
লোকহিতী স্বস্তিচর্য্যা
স্নিগ্ধ কঠোরতার সহিত
কৃতি-উদ্দীপনায়
তোমার অন্তরে যেন
স্বতঃই বসবাস করে—
সক্রিয়ভাবে ;

এমনি ক'রে
ক্রমশঃই তুমি
আরো হ'তে আরোতর
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;

আবার বলি—
কিঅন্তরে
কি বাহিরে,
কোনরকমে
ইষ্টভৃতি-ব্রতযাগ হ'তে
কোনমতে স্খলিত হ'য়ো না,
ক'রে চল—
অস্খলিত উদ্দীপ্ত নিষ্ঠা নিয়ে
প্রবুদ্ধ ঊর্জ্জনা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বকে
প্রসারিত করতে করতে ;

তারপর, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ—
কী করছ,
আর, কী করতে পারছ না ;

এমনতর সৎ-কিছু—
যা' করেছ—
তা'কে আরো পূর্ণ ক'রে তোল,

যা' পারছ না
তা'কে
পারগতায় সুখী ক'রে তোল—
হাতেকলমে
সুসন্দীপনায় ;

এই অনুশাসনধারাই হ'চ্ছে—
তাঁর আশিস্,

এই আশিস্
যতই তোমাতে
শক্ত ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
জীবন-উদ্দীপনা নিয়ে,
উদ্দীপ্তির পথে
তুমিও চলতে থাকবে ;

ঘাবড়ে যেও না,
ভুলে যেও না,
লোকচর্য্যী অনুবেদনাকে
পরিত্যাগ ক'রো না,
হৃষ্ট থাক সব অবস্থায়,
আর, মানুষকেও হৃষ্ট ক'রে তোল—
সব অবস্থায়,
উদ্দীপ্ত অনুবেদনায়
সাত্বত সম্বৃদ্ধির
সুচারু সংগীত নিয়ে ;
আশীর্ব্বাদ ব'লে উঠুক—
"শুভমস্তু,
তুমি ধন্য হও" । ৯৪১২ ।
১৮।৯।১৯৬০, সকাল ৯-৫

অভিমান যেখানেই দেখবে—
অন্তরে ক্রূর আতিশয্য
চাপা আছে সেখানে—
যা' মানুষকে
বিপথেই পরিচালিত ক'রে থাকে ;
অভিমান
খর্ব্বিত বর্দ্ধনার
সোজা পথ ;
ফাঁকিবাজির দায়ে
ফাঁকা অভিমানে
নিজেকে কেন পঙ্কিল ক'রে রাখবে—
একটা বেকুবের মত ?
মানুষকে বুঝবিনায়িত ক'রে
অভিমানের মিথ্যা ওজনকে
উড়িয়ে দিও,
প্রীতি-সন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে থাক। ৯৪১৩।
১৮।৯।১৯৬০, বিকাল ৪-৫

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী
৺বিজয়া উপলক্ষে

মা আবার এলেন,
তিনি
বৎসরে বৎসরেই আসেন—
৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদে
প্রতিপ্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করতে ;
তিনি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা,
দুর্গতিনাশিনী তিনি ;
মা'র ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি

ভাবব্যঞ্জনার সৃষ্টি ক'রে
আমাদের
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
বোধ-প্রেরণার
উৎসারণ এনে দেন ;
ভেবে ভালবাসি আমরা—
তিনি আমাদের
এবং আমারই মা ;
তিনি আসেন,
থাকেন,
আসারও বিরাম নেই,
থাকারও বিরাম নেই ;
তাঁর ঐ অমৃত-উদ্দীপনা
আমাদের অন্তরকে
অনুপ্রেরিত ক'রে
বোধপ্রেরণাকে
জাগরিত ক'রে
সঞ্চারিত ক'রে
প্রত্যেককে
ঐ অভয়ার
অভয়দীপ্ত অনুগ্রহ-দানে
যদি উদ্দীপ্ত ক'রে না তোলে—
ভয়কে পরামৃষ্ট করতে,
কৃতি-সন্দীপনায়
তা'কে আয়ত্ত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির
সুসঙ্গত উর্জ্জনায়
আমরা যদি তাঁর
অভয়া-উদ্দীপনাকে
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
সার্থক ক'রে না তুলি—

অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে,
সংস্কৃতির
সঙ্গতিশীল শুভ উর্জ্জনায়
তাঁকে
আমাদের ভিতর
প্রতিষ্ঠা করতে—
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে—
প্রতিপ্রত্যেকেই যা'তে
প্রতিপ্রত্যেকের যা'-কিছু ভয়
সবকে নিরাকরণ ক'রে
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে চল,—
মায়ের এই আগমন
কি আমাদের ভিতর
সার্থক হ'য়ে উঠবে ?
ভাবমূর্ত্তির বোধপ্রেরণা
আমাদের সত্তাকে
কি তেমনতর ক'রে
সুদক্ষ ক'রে তুলবে ?
নিষ্ঠানন্দিত
অনুপ্রেরণার সহিত
অকাট্য উৎসাহে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যকে
আমাদের ভিতর
সুদক্ষ ক'রে নিয়ে
জীবনীয় সাত্বত দীপনাকে
সৎ-সন্দীপনাকে
যদি উদ্দাম ক'রে না তুলি,
আমাদের
এই মাতৃনিষ্ঠা
কি সার্থক হ'য়ে উঠবে তাতে ?

আমরা কি সুদক্ষ হ'য়ে উঠব তাতে ?
আমরা কি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠব
তাতে ?
আমরা কি অমৃতত্ব
লাভ করব তাতে ?
তাই বলি—
এখনও ওঠ,
'মা মা' ব'লে
পাগল-পারা হও,
তাঁর বোধপ্রেরণাকে
অন্তঃস্থ ক'রে
অন্তরকে বিনায়িত ক'রে তোল—
ঐ অসৎ-নিরোধী তৎপরতার
অমৃত-উৎসারণী উদ্দীপনায় ;
তবে তো সার্থক !
তবে তো তা'
আমাদের সত্তায়
অর্থান্বিত হ'য়ে
উদ্বোধনার উদাত্ত আহ্বানে
প্রতিপ্রত্যেক সব
সন্তানসন্ততিগুলিকে
সুদীপ্ত ক'রে তুলবে !
তাই বলি—
এখনও ওঠ,
এখনও জাগ,
অলস হ'য়ে আর থেকো না,
মূঢ় হ'য়ে
বেকুবের মত
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
আর থেকো না,
মায়ের দিকে তাকাও,

'মা মা' ব'লে ডাক,
আর, কর—
মা' যা' চান
তেমনতর ক'রে—
নিজেকে সুসজ্জিত ক'রে তুলতে—
বোধবিবেকের
সানুনয়ী সুসন্দীপনার
সার্থক সমন্বয়ী তাৎপর্য্যে;

মা
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
সৎ-সন্দীপনা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে
মূর্ত্ত হ'য়ে থাকুন,
তাঁর আশীর্ব্বাদে
আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত্ত
বিজয়া-উৎসবে
বৈজয়ন্তী বিকাশ-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে উঠুক;

নিথর হ'য়ে থেকো না,
নীরব হ'য়ে থেকো না,
আত্মম্ভরী উদ্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে বিচ্ছিন্ন ক'রে
নিজেকে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে যেও না,
তা' হয়ও না কখনও,
হবেও না কখনও;

ব্যষ্টি বাদ দিয়ে যেমন
সমষ্টি কখনও হয় না,
সমষ্টি ধ'রে যেমন
প্রতিটি ব্যষ্টির বিশেষত্বকে
অনুভব করা যায় না,

তেমনি ঐ দন্তবিচ্ছিন্নতায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টির সঙ্গতিকে
ভেঙ্গে দিয়ে
আমরা কি সম্বৃদ্ধিকে পাব ?
তা' কি হবে আমাদের ?
যা' হয় না—
তা'ই ক'রে কী হবে ?
একটা মূর্খ বিভবগর্ব্বী হ'য়ে
সাত্বত সন্দীপনাকে
বিসর্জ্জন দিয়ে
তুমি কি
সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে ?
তা' কিন্তু হয় না,
হয়নি কখনও,
হবেও না কখনও ;
নিষ্ঠা—
মাতৃনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
মা'র প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
বিধায়িত ক'রে
বিশাসিত সঙ্গতিতে
সম্বুদ্ধ হয়ে ওঠ ;
প্রতিপ্রত্যেকের মুখে
হাসি ফুটুক,
সন্দীপ্ত ফুটুক,
উর্জ্জনা ফুটুক,
আর, সব নিয়ে
সঙ্গতিতে
সুসংবদ্ধ হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই

মা'র আরাধনা কর,
তা' নিত্য নিত্যই ক'রো,
ক'রে
নিজে সার্থক হও,
প্রতিপ্রত্যেককে
সার্থক ক'রে তোল ;
তাঁর অমৃত বিভব
সব দিক দিয়েই
বিজয়-উজ্জ্বনাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলুক,
আর, মায়ের পূজার
সার্থকতা তো ঐখানে ;
তাই আবার বলি—
করজোড়ে বল—
নতজানু হ'য়ে বল—
গদগদ কণ্ঠে বল—
"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ"। ৯৪১৪।
১৯।৯।১৯৬০, সকাল ১০টা

সাজসজ্জার চটক যাদের
মৌলিক মর্য্যাদাকে
বহন করে না,
কৌলিক-নিষ্ঠ অনুগতির সহিত
চালচলনে সঙ্গতি নেইকো,
নজর রেখো—
দেখো,—
বুঝ-পরখে এনে তা',
ব্যক্তিত্বের একটা

মোক্থা পরিমাপ করতে পার
তা' দিয়ে । ৯৪১৫ ।
১৯।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-২২

পুরুষোত্তম যিনি,
ইষ্ট যিনি,
শ্রেয়-পুরুষ যিনি,
তাঁর পরিকর হ'য়ে
তাঁর যা' যা' করণীয় আছে—
সব রকমে তা'র দায়িত্ব নিয়ে
ত্বরিত
শ্রমপ্রিয় কৃতিযোগে
মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
সিদ্ধ ক'রে তুলো,
সমাধান ক'রে তুলো,
যা'র ভিতর-দিয়ে—
অনুপ্রাণিত যা'রা—
সবাই সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সুধী সঞ্চারণায়
সবাইকে শিষ্ট ক'রে তোলে—
অনুপ্রেরণার উদ্ভাবনী কৃতিমন্ত্রে,
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে ;
তাতে তাঁর বা তাঁদের সেবা
শিষ্ট সমীচীনভাবেই চলবে,
কৃতিপরিচর্য্যায়
পরিবেশও
তেমনতরই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে—
একটা উচ্ছল পরাক্রমী তাৎপর্য্যে ;
ইষ্টের সবরকম দায়িত্ব তো নেবেই,—
এমন-কি,

তাঁর পরিবার-পরিজনের
ভরণপোষণের দায়িত্বও ;
এমনতর চ'লে
তুমি যতই ধন্য হ'য়ে উঠবে,
তিনি বা তাঁরাও তেমনি
স্নেহগদগদ হ'য়ে উঠবেন—
আকুল উন্দাম অভিসারে,

আর, তোমার
বা তাঁদের সহচর
আর যারা আছে—
তা'রাও
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিসন্দেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
শিক্ষাসিদ্ধ হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
তাই বলি—
যদি তোমার অন্তঃকরণে
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ তাৎপর্য্যে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
উচ্ছল হ'য়ে থাকে,—
শ্রেয়-শ্রমতৎপরতায়,
এখনই ওঠ,
এখনই দাঁড়াও,
কৃতিযাগে
নিজেকে আহুতি দাও,
আর, স্মরণ কর—
সেই অভিসারী আহ্বান—
'উত্তিষ্ঠত !
জাগ্রত !
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত',

বস্তুবিদ্ হও,
ক্বতিবিদ্ হও,
তাৎপর্য্যবিদ্ হও,
সার্থক সঙ্গতিশীল উৎসারণায়
যেখানে যেমনটি প্রয়োজন
তেমনি ক'রে
অবিশ্রান্ত ক্বতিস্রোতগতি নিয়ে
সমাধান কর,
সঞ্চার কর,
প্রত্যেকটি হৃদয়কে
উদ্ভাসিত ক'রে তোল—
বিপুল পরাক্রমে
ঊর্জ্জনার অগ্নিমন্ত্রে ;
কেন ?
তাই কি ভাল না ?
জীবনকে সার্থক করার
হোমবহ্নি তো ঐ । ৯৪১৬ ।
১৯।৯।১৯৬০, রাত ৭-৫৫

নিষ্ঠানিপুণ
আনুগত্য-ক্বতিসম্বেগের
বিনায়িত অন্তর-আসনে
অস্খলিতভাবে
তোমার ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা কর—
সাত্বত সুধী সম্বেদনা নিয়ে,
যা' যা' করণীয়
সেগুলি নিটোলভাবে কর—
বাস্তব তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
সুযুক্ত সন্দীপনা নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
তাঁর পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর ;

কী জান—
কী জান না—
সে ভাল নয়কো,
সব জানাকে
আরো ক'রে তোল,
অজানা যা'-কিছুকে
সার্থক সুচারু বিনায়নে
জ্ঞানদীপ্ত ক'রে তোল—
কৃতিকুশল তৎপরতায়
বোধবিবেকী তাৎপর্য্যে ;

এমনি ক'রেই
তাঁর পূজানন্দনা নিয়ে
সারাটা জীবনকে
তাঁরই হোমবহ্নি ক'রে তোল,

আর, সে আগুন
ছড়িয়ে পড়ুক
দিগ্‌বিদিক্‌
সব দিকে—
পূত প্রজ্বলনে,

সত্তার শিষ্ট সুস্থির
স্বস্তিপ্রসূ
মাঙ্গলিক আকৃতি নিয়ে ;
নিজে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, সেই অর্থে
বিপুল প্রস্রবণে
সমস্ত হৃদয়কে
প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
তুমি তো সুখী হবেই,—
সমীচীন পরিচর্য্যায়
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
সার্থকতার অকাতর প্লাবনে

ভরপুর ক'রে তুলে,
ইষ্টভৃতির সাথে
তা'ই হোক্ তোমার
দৈনন্দিন হোম-আহুতি । ৯৪১৭ ।
১৯।৯।১৯৬০, রাত ৮-১০

যদি
ইষ্টসান্নিধ্যই তোমার
ভাল লাগে,
তাঁর পরিকর হওয়াই
যদি তোমার
জীবনের সার্থকতা ব'লে মনে হয়,
বিনা ওজরে
বিনা আপত্তিতে
আত্মম্ভরিতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে
তাঁর কাজে
তাঁর সেবায়
নিজেকে নিয়োজিত কর,
আর, শারীর সঙ্গতি নিয়ে
সমীচীন তাৎপর্য্যে
অটুট হ'য়ে
সুস্থ হ'য়ে
যাতে থাকতে পার
তাই ক'রো—
উর্জ্জী আবেগ নিয়ে ;
অসুস্থতার
বিপর্য্যয়ের ইন্ধন হ'য়ো না,
মনে রেখো—
তাঁর করার বিনিময়ে
পরিচর্য্যার বিনিময়ে
কিছুই গ্রহণ করবে না,

যদি পরণে
কাপড় না জোটে,
পেটে দুটো ভাত না জোটে,
তা' নিয়েও
তাঁর কাজে
অস্খলিত হ'য়ে থাকবে,
দুঃখকষ্টের ওজর-আপত্তি
তুলতেই পারবে না,
ভাবতেও পারবে না,
কিন্তু, তিনি যদি
কখনও কিছু দেন,
ফুল্ল কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ তাতে,—
এমনকি, তাঁর তাড়ন-পীড়নেও ;
সব-যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিতে
বিনিয়ে নিতে হবে,—
প্রতিটি মানুষকে
প্রতিটি কাজকে
প্রতিটি ব্যবস্থিতির
বিহিত বিন্যাসকে
সার্থক সঙ্গতিশীল
অন্বিত তাৎপর্য্যে ;
আর, তাঁর কাছে
যদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
উঁকিও মারে—
অর্থাৎ, টাকাপয়সা
ভাত-কাপড়
যা'ই হোক্ না কেন,—
সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দাও ;
আর, তা যদি না পার—
ইষ্টসান্নিধ্যে থেকো না,

বরং বাইরে থেকে
ফাঁকে-ফাঁকে
প্রস্তুতির তপে
নিজেকে
বিনায়িত ক'রে তোল—
তাঁর যা'-কিছু করণীয়
সেগুলিকে
সাধু সন্দীপনায়
অভ্যাস করতে করতে ;

যখন অন্তর তোমার
ঐ অমনতরই হবে,—
বিনা ওজরে
বিনা আপত্তিতে
বিনা স্বার্থাকাঙ্ক্ষায়,
তাঁর প্রতি
অকাট্য আকর্ষণে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
উৎসারিত হ'য়ে
দূরে যদি না থাকতে চাও
তখন এসো—
ঐ পরিকরী কারুকার্য্যে
নিজেকে নিয়োজিত করতে ;

তোমার জন্য
কাউকে দায়ী করতে পারবে না,
সিদ্ধকাম হ'য়ে
সিদ্ধার্থ হ'য়ে ওঠ,
তা' কি পারবে ?
পার যদি
লেগে যাও। ৯৪১৮।
১৯।৯।১৯৬০, রাত ৮-২০

যে মেয়েরা
স্বামী-সুনিষ্ঠ নয়—
স্বতঃস্রোতা আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
সেবাসংক্ষুব্ধ তৎপরতায়—
তাদের অন্তরাবেগ
নানা সংস্রবের সংঘাতে
কামকামনার আবরণে
অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হ'তে
প্রায়ই দেখা যায়,
আর, ও হ'তেই আসে
পালন বা রক্ষণে পাতিত্য,
আবার, তা'
মত্ত মদগর্ব্বিতায়
অন্তঃস্থ হৃদয়ের প্রীতিরাগকে,
সুধী-সানুকম্পিতাকে
ভেঙ্গে
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করবেই কি করবে—
তাদের বোধবিবেকী অনুকম্পাকে
মোহগ্রস্ত ক'রে,
রাগলালিমার
উচ্ছল স্রোতকে
ব্যতিক্রমী মাতাল সঞ্চারণায়
বিক্ষিপ্ত ক'রে ;
তাই বলি—
মেয়েই হোক্,
আর, পুরুষই হোক্,
যারা
সুনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে নি—

শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
তা'রা তো নষ্টের দিকে যাবেই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও নষ্ট ক'রে
জাহান্নমের যাত্রী ক'রে তুলবে,
তাই,
নিজে যদি তা'র শিকার হও-ই,
তবুও অন্য কাউকে
বিষাক্ত ক'রে তুলো না,
এতে পাতিত্যের পরিধি
অনেক সঙ্কীর্ণ-ই হ'য়ে থাকবে,
নিজে স'রে থাকা ভাল,
শিষ্ট সংবর্দ্ধনাকে কি
নষ্ট করা ভাল ?
ভেবে দেখ—
বুঝে চল ;
দাবানল অরণ্যকে পুড়িয়েই
তা'র পরিস্থিতিকে দহন করতে
এগিয়ে আসে,
তাই, ব্যতিক্রম যে
আত্মবিধ্বস্তিকে ডেকে আনে—
তা' নিতান্ত স্বাভাবিক,
অমন ক'রে, পরিস্থিতিকে
কেন ধ্বংসের মুখে টেনে নেবে ? ৯৪১৯।
২০।৯।১৯৬০, সকাল ৮টা

সবারই—
বিশেষতঃ মেয়েদের
সন্তান, ভাই বা বন্ধু পাতানোর
লোলুপ নিষ্ঠা
আবিল তাৎপর্য্যে
প্রবুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার

নানান ধাঁজে
সর্ব্বনাশের দিকেই
টেনে নিয়ে যায় প্রায়শঃ ;
তাই, পূর্ব্বাহ্নে সন্দেহ ক'রো,
আর, সাবধানও থেকো তেমনি । ৯৪২০ ।
২০।৯।১৯৬০, সকাল ৮-২

তুমি স্বার্থপর হবে কেন ?—
অন্যের স্বার্থে
অনুকম্পাশীল পোষণ-প্রবৃদ্ধ হ'য়ে
না চলারই বা তাৎপর্য্য কী ?
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার স্বার্থ
পরিচর্য্যী পদ্ধতি নিয়ে
চ'লে আসে নি তোমার কাছে
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে,—
যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির
প্রতিটি ব্যষ্টি
তোমার স্বার্থানুপোষক
সত্তানুকম্পী কেন্দ্র ;
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
পরিচর্য্যায়
সুপরিপুষ্ট ক'রে তুলবার অনুকম্পা
তোমাকে সম্বৃদ্ধিপর ক'রে তুলবে কেন ?
কারণ, তাতে তাদের তৃপ্তি,
কারণ, তা'রা কৃতার্থ হয়
তোমাকে দিয়ে ;
আর, তুমি যখন
তাদের কিছু দাও,
তুমি ভালবেসে দাও ব'লেই
তা'রা নেয়,

আবার, তাদের ঐ নেওয়া
যা'তে কতগুণ দেওয়ায়
তোমাকে—
তোমার স্বার্থকে
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে—
তাতেই তো তাদের সার্থকতা,

—যে সার্থকতা
তোমাতে উপ্‌চে উঠে
তোমাকে বিভূতি-সম্বুদ্ধ
ক'রে তোলে,
তাই, পরপোষকতায় কৃপণ হ'য়ে
আত্মপোষণে কি উদার হওয়া যায় ?
তা' যায় না ;

সেজন্য—স্বার্থপর হওয়া
কৃপণ হওয়া
লোকসান-অপটু হওয়ার
অগ্রদূত ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;

তুমি যদি বেকুব হও,
স্বার্থপরতা নিয়েই
যদি মেতে থাক,—
পরার্থকে অবহেলা ক'রে,
যে-প্রকৃতি পরিস্থিতিকে
পরিপালন করছে
তোমাকেও সে পরিপালন করছে—

ঐ প্রকৃতিকে
পোষণ-প্রবৃত্তি নিয়ে
যদি পরিচর্য্যা না কর—
পূজা না কর—

দেখো—

কিছুতেই তুমি সম্পুষ্ট হ'তে পারবে না,
তুমি যদি তাদের
পুষ্টি না জোগাও,
তা'রা কি ক'রে
তোমার পুষ্টি জোগাবে ?
তাই, অনুকম্পাহারা স্বার্থপরতা
লোকসান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৯৪২১।
২০।৯।১৯৬০, বেলা ১১-৩০

তুমি যা' পার,—
তা' তুমি-ই কর,
যা'তে তাকে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিষ্পাদনায় আনতে পার—
তেমনি ক'রে,
এতে তোমার
পারগতার ক্ষমতা
বেড়ে যাবে,
সব বিষয়ের
সঙ্গতিশীল সুদীপ্ত সার্থকতাকে
তোমার বোধবিবেকের
অনুনয়ের ভিতর-দিয়ে
উপলব্ধি করতে পারবে,
আবার, যা' পার—
তা' নিজে না ক'রে
ভাগাভাগি ক'রে করলে
তোমার করার ভিতর
হয়তো এমনতর
দঙ্গল এসে জুটতে পারে—
যার ফলে, তোমার কৃতিদীপনা,

বিবেকী চলন,
ও শিষ্ট নিষ্পাদন
ঘায়েল হ'য়ে উঠতে পারে,
যেখানে
একলা করা সম্ভব নয়,
সেখানে ডেকো অন্যকে,
আলোচনা ও কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
যা'তে তা' নিষ্পাদন করতে পার,
তাই-ই ক'রো,
এতে যারা
তোমার প্রতি কৃতিপরিচর্য্যাশীল,
তাদের ও তোমার
শক্তি ও বোধবিবেক
ও সঙ্গতিশীল সার্থকতা—
দুদিক দিয়েই উভয়তঃ
উপকৃত হ'য়ে উঠবে,
বুঝে দেখ—
তাই কি ভাল না ?
সাহায্য চাওয়া মানেই হ'চ্ছে—
অপারগতাকে আশ্রয় দেওয়া,
আমি যা' বুঝি তা' এই-ই । ৯৪২২ ।
২০।৯।১৯৬০, বিকাল ৫-২০

নিষ্ঠাসম্বুদ্ধ অন্তরে
উপযুক্ত সময়ে
সুসঙ্গত তৎপরতায়
সমীচীন মনোনিবেশে
কৃতি-সন্দীপনায়
মানুষ
অন্তরাসী হ'য়ে

বিহিত অনুশীলনে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যা' করে,
সেগুলি প্রায়ই
ফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে,
যা'ই কর—
উপরোক্ত ওগুলিতে
বিক্ষেপ এনো না,
সৎ-নিষ্ঠার বিভূতি-বিভবে
তা' নিষ্পাদন কর,
দেখবে—
সার্থকতা
তোমার দিকে চেয়ে
ক্রমেই এগিয়ে আসছে । ৯৪২৩ ।
২০।৯।১৯৬০, রাত ৮-৪৫

যা'ই করতে যাও না কেন—
করার দিক দিয়েই হোক
আর, হওয়ার দিক দিয়েই হোক,
তা'র কত কী
ভাল হ'তে পারে
বা, খারাপই হ'তে পারে—
সঙ্গে সঙ্গে হিসাব ক'রো তা',
খারাপগুলিকে নিরোধ ক'রে
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সুধী-সার্থকতা যা'তে আসে
তাই ক'রো ;
যদি এই ভালমন্দের চিন্তা
ঝলকে স্পষ্ট করতে পার,
আর, মন্দ নিরোধের ব্যবস্থাও
ঐ ঝলকে ঠিক ক'রে নিতে পার—

তোমার কৃতিগতিও অটুট থাকবে,
সার্থকতাও
ফুল্ল হ'য়ে
তোমাকে সুসন্তৃপ্ত ক'রে তুলবে । ৯৪২৪ ।
২০।৯।১৯৬০, রাত ৯-৫

সত্তার
অনুকূল পরিপোষক—
যা' সুদীপ্ত ক'রে তোলে,
জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,
শুভসঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
কল্যাণ নিয়ে আসে—
অন্যের অশুভ কিছু না ক'রে,
সত্য কিন্তু তাই-ই । ৯৪২৫ ।
২০।৯।১৯৬০, রাত ৯-৩০

তুমি দুর্ব্যবহার করবে না কেন—
তা'র উত্তরই হ'চ্ছে—
ঐ ব্যবহার
ভাববৃত্তিকে রঙিল ক'রে
তোমার নিজেরই
দুরদৃষ্টের কারণ হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তি খারাপ হ'য়ে গেলে
তোমার আচার, ব্যবহার, চালচলন
অমনি হ'য়ে উঠবে,—
যার ফলে,
সবাই রুষ্ট হ'য়ে উঠবে
তোমার উপর,
তুমি ভিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
আর, এমনতর যতই হবে—
তোমার জীবনও তেমনতর

অসম্বুদ্ধ অনুবেদনায়
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
প্রতিক্রিয়ায়-ও তাই-ই করতে থাকবে,
তাই, এতে অন্যের
যতই খারাপ হোক্
বা না হোক্
তুমি হবে
ঐ অসৎ প্রবৃত্তির শিকার ;
আর, এগুলি যদি ভাল লাগে—
দিনকতক
ঐ অসৎ ব্যবহার অভ্যাস ক'রে দেখ—
তোমার অবস্থা কী দাঁড়ায় !
তাই বলি—
অনুকম্পাশীল
পরিচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
সৎ-ব্যবহার-সন্দীপনায় চল,—
বোধব্যবহার তীক্ষ্ন রেখে—
যা'তে তোমার সঙ্গ,
আচার-ব্যবহার
সবাইকে
হৃষ্ট সুসন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
তোমার সঙ্গলাভের আশা-আগ্রহ
প্রত্যেককে সুসম্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
তাই, ক'রে চল—
দেখ—
কী হয়। ৯৪২৬।
২০।৯।১৯৬০, রাত ১০-৫০

সত্তা যা'তে
সুসম্বুদ্ধ হ'য়ে
সানুকম্পী তৎপরতায়

তোমার প্রতি
পরিচর্য্যাপরায়ণ হয়—
সুযুক্ত সমীচীন তাৎপর্য্য নিয়ে,
সদ্‌ব্যবহারের
স্বাভাবিক অবদান তো তাই-ই। ৯৪২৭।
২০।৯।১৯৬০, রাত ১০-৫৫

তুমি যদি
নিজের অন্তঃস্থ
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের
বোধবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হও,
আর, এই সিদ্ধান্তকে
নিজেরই
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বাস্তবে পরিণত ক'রে থাক,—
তা'র উপর আধিপত্য ক'রো ;
অর্থাৎ তা'কে
ধারণ-পালন
যেমন ক'রে যা' করতে হয়
তা' ক'রো—
তা' নিজে
হাতেকলমেই হোক,
অন্য কাউকে
নিয়োজিত ক'রেই হোক ;
আবার,
ঐরকমভাবে
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
অপরের সিদ্ধান্ত নিয়ে
তুমি যদি

নিজে হাতেকলমে কিছু কর—
সেখানে আধিপত্য কিন্তু তা'রই,
আর, তা'র দ্বারা যদি
তুমি বা কেউ নিয়োজিত হয়
তখন, তুমি বা সে
তারই সেই মূর্ত্ত সিদ্ধান্তকে
ধারণ-পালন করছ,
কার-ও কাছে বলতে গেলে
তা'র নামই ব'লো ;
অপরের সিদ্ধান্তকে
কার্য্যে পরিণত ক'রে
বিহিত উৎকর্ষতায়
তাকে
তোমার নামে চালালে
তা'-ও কিন্তু
তোমার অন্তরের
চৌর্য্যবৃত্তিরই সমান,
অপরের মহিমা-সন্দীপ্ত উৎকর্ষের
যে ব্যাপারই হোক্ না কেন—
তাতে কিন্তু
তারই নাম উৎকীর্ণ ক'রে রাখা উচিত ;
তাতে সে-ও
তৃপ্তি পাবে,
তুমিও কৃতজ্ঞতায়
দীপ্ত হ'য়ে চলবে,
তোমার প্রবৃত্তি-ও তাতে
সার্থকতায়
পুষ্টিলাভ করবে,
নতুবা, যা' স্তেয়কর্ম্ম
তা' স্তেয়ত্বকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ৯৪২৮।
২১।৯।১৯৬০, রাত ৭-৪৫

উপাধিই
বিদ্যাবত্তার সাক্ষী নয়কো,
বিদ্যাবত্তা
নির্ভর করে
বাস্তব অনুবেদনার
সার্থক সঙ্গতিতে
পারস্পরিক তাৎপর্য্যে,
অভিজ্ঞতার ভিতর-দিয়ে
অন্তরের সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
তা'
সার্থক সন্দীপনায়
প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে,—
যা'
সুদূরপ্রসারী
বোধসঙ্গীতির সহিত
সার্থক অভিব্যক্তি নিয়ে
সুসঙ্গত হ'য়ে
বিজ্ঞতায় সহজ হ'য়ে ওঠে,
সে জ্ঞানবেদনা
সঙ্গে-সঙ্গে
চরিত্র ও আচরণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তৎসঞ্চারিণী তৎপরতায়
স্বতঃ-বিভান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
যার উপাধি
ঐ বিজ্ঞ প্রস্রবণ নিজেই । ৯৪২৯ ।
২১।৯।১৯৬০, রাত ৮-৫৪

তোমার অন্তঃস্থ উদাত্ত আবেগ
যা'
নিষ্ঠাকে শিঞ্জিত ক'রে
আনুগত্য-কৃতির সহিত

শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
যা'-কিছুকে
বিহিত ত্বারিত্যে বিনায়িত ক'রে
ইষ্টার্থ-পরিবেদনা
বা পরিচর্য্যায়
নিয়োজিত হয়নি
বা হ'তে পারে নি,—
ব্যক্তিত্বের জীবনীয় অনুরণন নিয়ে,
কৃতি-উর্জ্জনার
স্বতঃ-বিকীরণায়,
এমনতর অবস্থার সম্মুখীন হ'লেই
বুঝে নিও—
তোমার অন্তঃস্থ নিষ্ঠার
সমীচীন বিকীরণা
এমনতর হ'য়ে ওঠে নি
যা'তে তা'
অমনতর স্বতঃ-বিনায়নায়
পরিস্থিতির যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে
ঐ ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
স্বতঃ-সন্দীপনায়
নিয়োজিত হ'য়ে থাকতে পারে,
জীবন-স্পন্দন-নন্দিত উচ্ছলায়
শিঞ্জন-বিকীরণী তৎপরতায়
সুসংবদ্ধ সানুনয়ী তৎপরতায়
সলীল ক'রে তুলতে পারে নি,—
যা'তে ঐ বিকীরণার
গতি-আবেগ
সম্বেগ-উচ্ছলায়
স্বতঃ-ধীদীপনী ত্বারিত্য নিয়ে
সব যা'-কিছুকে

সঙ্গতিশীল স্বস্থ ক'রে
ইষ্টার্থে উৎকীর্ণ হ'য়ে চলতে পারে ;
চেষ্টা কর,
তপোবেগ তোমার
উচ্ছল হ'য়ে
ভাববিভূতি সৃষ্টি ক'রে
যা'তে দক্ষদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' ব্যক্তিত্বকে
সানুকম্পী তৎপরতায়
তাৎপর্য্য-বিভূষিত ক'রে
নন্দিত ক'রে তুলুক তোমায় । ৯৪৩০ ।
২১।৯।১৯৬০, রাত ১০-১৫

তোমার
জীবনীয় প্রয়োজন যা'-কিছু,
সাত্বত পরিপোষণার
ইন্ধন যা'-কিছু—
সাজগোজ, চালচলন,
সমীচীন বিবাহ, স্ত্রী-পুত্র—
যা' কিছু হোক না কেন,
যা' জীবনীয় প্রয়োজনের
ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে না,
ঠিক তা'ই গ্রহণ ক'রো,
তা'ই ব্যবহার ক'রো ;
সেই পরিচর্য্যাই নিও,
যা' তোমার
সাত্বত সম্বোধনাকে
ব্যতিক্রমহীন তাৎপর্য্যে
উৎসারিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
স্বতঃসম্পোষী ক'রে তোলে ;

তোমার জীবনও যেন
সেই উৎসৃজনা নিয়ে চলে ;
অন্যেও সুখী হবে,
তুমিও সুখী হবে,—
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
প্রীতি-পরিচর্য্যী উচ্ছলতা নিয়ে ;
লোক-উল্লাস তোমাকে
উল্লসিত ক'রে তুলবে । ৯৪৩১ ।
৮।১০।১৯৬০, রাত ১০-১২

কথায়-কাজে
আচারে-ব্যবহারে
তোমার প্রীতি
সক্রিয় সুসঙ্গতিতে
উল্লসিত হ'য়ে চলুক,
শুধু ভাববিহ্বল বিচ্ছুরণায় নয়—
মর্ম্মস্পর্শী
পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সঞ্চারিত হ'য়ে উঠুক তা' । ৯৪৩২ ।
১০।১০।১৯৬০, রাত ৭-৪৭

নিজ স্বার্থের দরুণ
যখন যেমনতর
আগ্রহাতিশয্য হয়,
তেমনি ক'রে
তোমাকে
উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় ক'রে তোল—
আগ্রহ-উদ্দীপনায়,
যখনই বুঝবে
তোমার ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের ইন্ধন

তাঁর নিদেশপালনী তৎপরতায়
পর্য্যবসিত হ'য়ে না উঠছে—
তোমার স্বার্থের চাইতে
অনেকগুণে,
তখনই বুঝো—
তুমি ভালবাস
তোমার স্বার্থকেই বেশী,
আর, তাঁর যা'-কিছু
তোমার জীবনের পক্ষে
অনেকখানি ন্যূন ;
তাই, বিভব-উৎসারণা
ও তা'র পরিধি
ততখানি কম হ'য়ে চলতে থাকে । ৯৪৩৩ ।
১২।১০।১৯৬০, বিকাল ৩-৪০

লাগ্নিক
উচ্চ গ্রহের সহিত
নিম্ন কোন গ্রহ থাকলে—
তা' মিত্রই হোক,
আর শত্রুই হোক,
লগ্নে বিদীপ্ত থাকা সত্ত্বেও
তা'র বেষ্টনী যারা
তা'রা অনেকখানি
নির্বীর্য্যই হ'য়ে থাকে—
সৌষ্ঠব-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও । ৯৪৩৪ ।
১৩।১০।১৯৬০, বেলা ২-৪০

তা' কি
একটা রাখালের পক্ষে
দুঃখ ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের
ব্যাপার নয়কো—

সে যতক্ষণ না
তা'র হারানো গো-ধন
ফিরিয়ে আনতে পারে ?
তোমরা সেই রাখালের ব্যথায়
যদি ব্যথিতই হ'য়ে থাক,
তাঁর প্রীতিতে যদি
বিদীপ্তই হ'য়ে থাক,
তবে তাঁর হারানো যা'—
এনে দাও,
আর, তা'র ধৃষ্ট স্বভাবকে
সুসংস্পৃষ্ট ক'রে
পুনঃ সংগ্রথিত কর—
বিহিত বিনায়নে। ৯৪৩৫।
১৩।১০।১৯৬০, বেলা ২-৫০

তোমাদের অন্তঃকরণের
বিধায়নী মস্তিষ্ককে
এমনই সুন্দর, শিষ্ট
ও সক্রিয় ক'রে রাখ
যা'তে তোমাদের অন্তঃকরণের
অশিষ্ট লেখা যেগুলি,
দুর্ব্বল ধৃতিহারা
সংরেখনী তাৎপর্য্যে
সংগ্রথিত যেগুলি,
সেগুলির
সমীচীন তিরোধানে
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
অনুকম্পনী অনুনন্দনা
এমনতর তীব্র পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠে,
যাতে সেগুলি
বিহিতভাবে

বিন্যাস-বিনায়িত হ'য়ে
ঐ ইষ্টার্থ-স্থণ্ডিলে
হোম-আহুতির দীপ্ত উচ্ছলায়
উজ্জ্বল সক্রিয় তাৎপর্য্যে
বিধায়নী বিনায়নায়
সুধী শিষ্ট সঙ্গতিশীল
কুলাচার-নিঃসৃত নিষ্ঠার হোমবহ্নিকে
উচ্ছল ক'রে তোলে ;
স্বস্তি-সাধনার
সিদ্ধি তো তা'ই—
যা' স্বস্তিজলে সিক্ত ক'রে তোলে
সবাইকে । ৯৪৩৬ ।
১৩।১০।১৯৬০, বিকাল ৩-৩৮

শাসন কর তা'দিগকে—
অশিষ্ট হওয়াটাকে
যারা স্বার্থ
ও সম্মান ব'লে মনে করে ;
সাত্বত শিষ্ট হও,—
ব্যষ্টিগত
সপরিবেশ তাৎপর্য্য নিয়ে,
বাস্তব-সমীক্ষু সম্বেদনার
সার্থক তৎপরতায় । ৯৪৩৭ ।
১৩।১০।১৯৬০, বিকাল ৪-৩১

যা' করবে—
তা' তড়িৎঘড়িৎ কর,
আর, তা' যেন
শিষ্টানুচর্য্যায়
সুন্দরে সমাপন হয়,

নিয়ত অভ্যাসের উপর
দাঁড়িয়ে দেখ—
কী দাঁড়ায় ! ৯৪৩৮ ।
১৩।১০।১৯৬০, বিকাল ৪-৪৫

সৎ-সন্দীপী চলার পথে
যা' বিপদ বা ব্যাঘাত
সৃষ্টি করতে পারে—
এমনতর কিছু করবে না,
রাখবেও না,
রাখতে দেবেও না । ৯৪৩৯ ।
১৩।১০।১৯৬০, বিকাল ৫-৩৮

শয়তানের কাছে
তুমি লোপাট হ'য়ে যাও,
—এর চাইতে
তোমার ব্যক্তিত্বের অবমাননা
আর কী আছে ?
বরং শয়তান তোমার কাছে
শিষ্ট হ'য়ে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
তোমার সাফল্যের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে,
তবে তো তোমার
ইষ্টার্থ-গৌরব
সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
আত্মপ্রসাদ তো সেখানেই । ৯৪৪০ ।
১৪।১০।১৯৬০, সকাল ৯-২৫

কৌলিন্য মানে
কুলীনত্বের অহঙ্কার নয়কো,

আত্মম্ভরী গৰ্ব্ব নয়কো,
অন্যদিগকে ছোট ব'লে
ঘৃণাও নয়কো,
বরং কুলসঙ্গত
মর্য্যাদাশীল চরিত্র,
আচার-ব্যবহার,
লোকচৰ্য্যী স্বতঃস্বস্তি-সম্প্রসারণী
সম্বেদনা,
যার স্পর্শে
প্রতিটি লোক
স্ফূর্ত্তিতে স্ফীত হ'য়ে
তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
নিষ্ঠানিপুণ উদ্যম
ও কৃতিসম্বেগের আরাধনায়,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতার
হোম-আহুতি নিয়ে,
সুসংবিধায়নী
তৎপরতার সহিত
যা'-কিছুকে ধ'রে—
তাকে নিষ্পাদন ক'রে,
বিহিত ত্বারিত্য-তৎপরতায় ;
স্বভাবসঞ্জাত কৌলিন্য তা'ই—
যা' কুল চুঁইয়ে
ব্যক্তিত্বের ভিতর
অধিষ্ঠিত হ'য়ে চলে—
ইষ্টনিষ্ঠ আগ্রহনিপুণ আনুগত্য,
কৃতার্থসম্পাদনী কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
যা' দিয়ে
প্রত্যেকটি মানুষ
তা'র পরিবেশের পরিধি নিয়ে

বৈশিষ্ট্যানুগ আপূরণায়
পরিতৃপ্ত হ'য়ে,
সন্তৃপ্ত হ'য়ে,
আশান্বিত কৃতিদীপ্ত
আপ্যায়নী স্ফীতির সহিত
লোকপরিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে,
এক কথায়
সবকে নিয়ে
সবকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
শিষ্ট ক'রে
সুষ্ঠু ক'রে
নিজেকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে,
ব্যাপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
ছোট্ট কথায়—
আমি তো বলি—
কৌলিন্য তা'ই,
ঐ সেই কথাই মনে পড়ে—
'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানম্ নবধা কুললক্ষণম্ ॥'
এ যার যেমন
তা'র অন্তঃস্থ সম্পদও তেমনতর;
কৌলিন্যের অহঙ্কার
ও অভিমান আছে,
অথচ কৃতি-পরিচর্য্যা নেই,
কৌলিন্য সেখানে সন্দেহযোগ্য—
অন্ততঃ আমার কাছে,
কৌলিন্য
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয় না,
আর, যেখানে ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়েছে—
সেখানে কৌলিন্য নেই,
আর, ঐ কৌলিন্যের

সম্পদও সেখানে
ম্লান, অবনত, বিক্ষিপ্ত ;
—এই যা' বুঝি আমি । ৯৪৪১ ।
১৪।১০।১৯৬০, বেলা ১০-৩৫

যাই হোক না কেন—
যা' ব্যক্তিগত জীবনে মরণপন্থী
তা'ই কিন্তু পাপের,
—তা' খাওয়া-দাওয়া,
আচার, নীতিবিধি,
চাষবাস, শিল্প,
আইন কানুন,
আমোদপ্রমোদ—
যা'ই কিছু কও না কেন,
আর, তা'কেই পরিহার করতে হবে
হিসাব ক'রে ;
তা' যদি না কর—
ব্যক্তিগত তো দূরের কথা,
জাতিগত ম্রিয়মর্ষণাকে
তা' ডেকে আনবে নির্ঘাৎ ;
নজর রেখো,
স্মরণ রেখো,
করণীয় যা'
তা' করতে যদি ত্রুটি কর,
জীবনবিরোধী অবসাদ
অদূরেই অপেক্ষা করছে
—তা' ঠিকই জেনো ;
বুঝেসুঝে
খতিয়ে নিয়ে
যা' করার তা' ক'রো । ৯৪৪২ ।
১৫।১০।১৯৬০, রাত ৯-২৫

মানুষ চায় তাই,—
মানুষ কেন—
জীবন চায় তাই—
যা' তার জীবনকে
পরিপোষণ করে,
সৌষ্ঠব-সুন্দর ক'রে তোলে,—
তা' আহার, বিহার,
খাদ্য, চালচলন
যা'-কিছু সব তার ভিতর দিয়ে ;
ছোঁয়াছুয়িরও সৃষ্টি হয়েছে
অমন ক'রে,
যা' খেলে
যা' করলে
যেমনভাবে চললে—
জীবনীয় গুণগরিমা
ও কর্ম্মসন্দীপনা
সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তা'কে পোষণ ও পরিবর্দ্ধন ক'রে ;
এমনি ক'রেই
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
যে যেমনতর
পরিপোষণ করে,
তা'রই সংস্পর্শে
সে থাকতে চায়,
আসতে চায়,
খেতে-পরতে
ও চলতে চায় ;
আচার-ব্যবহারের
যে রকমারি রকম সৃষ্টি হয়েছে,
তা'-ও কেবল
ঐ জীবনপোষণী

পরিবর্দ্ধনা নিয়ে ;
বৈশিষ্ট্যানুগ জন্মের সহিত
তা'র যা'
পরিপোষণী সম্বর্দ্ধনা আনে—
তার সাথেই সে থাকতে চায়,
আর, যা' করে না—
তা'কে সে পছন্দ করে না,
ভাল-ও লাগে না তা'র ;
এমনি ক'রে
আহার-বিহার,
আচার-ব্যবহার যা' কিছু
ক্রম-আমদানীতে
পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে ;
'ছুঁয়ো না',
'ক'রো না',
'ধ'রো না',
'খেয়ো না',
—এগুলিও আস্‌ল ঐরকম ক'রে,
কোথাও তা'র উৎকর্ষ হ'য়ে
উৎকৃষ্টতর রকম নিয়ে
উঠতে লাগল,
কোথাও বা
সেটা
অপরিমার্জ্জিতভাবে চলতে লাগল,
গোড়ার কথাটাও কিন্তু
ঐ বাঁচা,
বাড়া,
যা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে—
জীবনের কাছে ;
কিসের সাথে
কী সম্মিলিত হ'লে

শুভপ্রসূ হ'য়ে ওঠে,
আবার, কিসের সাথে
কিসের সংস্পর্শ হ'লে
জীবন-চলনা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
এমনি ক'রে ;

এগুলিকে
একদম উড়িয়ে দিলে
চলবে না কিন্তু,

তোমার জীবনের সাথে
যার সম্মিলন
সুধী সন্দীপনায় রয়েছে—
আহার-বিহার, চাল-চলনে
তাই তোমার উপযুক্ত,

আর, অসম্মিলন
যার সাথে যেমন আছে—
তা' তেমনতরই পরিবর্জনীয়;

ঔষধের বেলায় কিন্তু তা' নেই,
সে বেলায়
কোথাও বৈদ্যের ব্যবস্থার গুণান্বয়ে—
তা' যদি বিষও হয়,—

সময়-মতন
সুবৈদ্যের নির্দ্দেশ-অনুক্রমে
তা' অমৃতও হ'য়ে উঠতে পারে ;

ছোঁয়া, না-ছোঁয়া,
খাওয়া, না-খাওয়া,
চলা, না চলা—

এ-সবই নির্ভর করছে
ঐ জীবনীয় সম্বেদনার উপরে ;

তাই বলি—
বুঝেসুঝে দেখে নিও—

যে বা যার শাসনে
তুমি
তোমার জীবনস্রোত নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে চলতে পার—
তা'ই ক'রো ;

আর, তা'তে
অপকর্ষ যা'তে আনে,
তা' করতে যেও না ;

সাময়িক বিশেষ অবস্থায়
যা' মঙ্গলপ্রসূ

সেটাকে যদি
আহার-বিহার, চালচলনের সঙ্গে
সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
তা' কি তোমার
জীবনীয় উৎকর্ষ আনবে ?

অনেক জিনিস এমন আছে—
আশু জীবনীয় হ'লেও
তা' দীর্ঘ-ব্যবহারে
জীবনের উপর আঘাতই এনে দেয়,
সংক্ষুব্ধই ক'রে থাকে তা' ;

তাই, জ্ঞাতা যিনি—
তাঁর
বিহিত উপদেশবার্ত্তা
আর তদনুগ অনুসরণ
অর্থাৎ হাতেকলমে করা—

সেইগুলিকে
বৈধী আচার ব'লে থাকে ;
যা' নয়—
তাকেও কি বলি ? ৯৪৪৩ ।
২৭।১০।১৯৬০, বিকাল ৪-১০

ভগবত্তা সেখানেই আছে—
যেখানে
ধারণপালন-সঙ্গতিশীল
শিষ্ট ভজনদীপনা—
অর্থাৎ সেবা-সম্বেদনা
উচ্ছল হ'য়ে
প্লাবিত হ'য়ে পড়ছে—
মহান ব্যাপনে
সত্তা-সংস্থিতির
সম্বেদনী অনুচর্য্যায়;
এই অনুবেদনা
যার ভেতরে
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে চলেছে,—
ভগবত্তা
রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে
সেখানে তেমনি ;
তাই আছে—
তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন না,
যোগীর হৃদয়েও থাকেন না,
তিনি থাকেন—
ভক্ত যেখানে
বিশাল ব্যাপনে—
লোকচর্য্যী অনুবেদনায়
যোগনিরত হ'য়ে
প্রতি ঘটে-ঘটে
ঈশ্বরকে
স্বস্তি-সম্বেদনায় স্থাপিত করতে
অটুটভাবে সেবাপরায়ণ ;
তাই বৈষ্ণব কবির কথা—

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি নারদ!' ৯৪৪৪।
২৭।১০।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-২২

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার আশীর্ব্বাণী
পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বড়দার
শুভ ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষে

বড় খোকা!
অমৃতের
উচ্ছল নির্ঝর
তোমার ব্যক্তিত্বকে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
তুমি
অমর হ'য়ে থাক,
সেই অমৃত
প্রতি জনে জনে
ছিটিয়ে দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
অমর ক'রে তোল,
সুধা-সন্দীপনা
তোমার জীবনে
এমনতর
সহজ ধৃতি সৃষ্টি করুক—
যা' দিয়ে
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে

সুধা-সন্দীপনায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলে
বিভবান্বিত ক'রে
তুলতে পারে ;
তোমার যা'-কিছু
প্রতিপ্রত্যেকটি
অমর উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
প্রতিটি অন্তর
অমৃতবর্ষী
কৃতি-আলোকে
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক,
কৃতি-উচ্ছলায়
অবাধ হ'য়ে উঠুক,
আর, ভরদুনিয়ার
প্রতিটি অন্তর
ঐ উচ্ছলায়
অজচ্ছল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তুলুক ;
আবার বলি—
তুমি অমর হও,
অমৃত-প্লাবনে
সবাইকে
সিক্ত ক'রে তোল,
এই সন্দীপনা
তোমার অন্তরকে
বোধ, বিবেক ও দূরদর্শনে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক,—
যেন কেউ
বঞ্চিত না হয়,
কেউ অপারগ না থাকে,

উচ্ছল হ'য়ে
প্রতিটি প্রত্যেক
প্রতিটি প্রত্যেকের
নন্দন-কানন হ'য়ে উঠুক,
পারিজাত
সবারই
পরিভূষণ হ'য়ে উঠুক,
আর, তুমি
প্রাণ ভ'রে
ব'লে ওঠ—
'নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি-প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥'
—এই মুক্তি মানেই
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠা ;
মা ও বাবার
এই আশিস্-নিরতি
তোমার ভ্রাতা-ভগ্নী
এবং পরিবার-পরিবেশের
যে যেখানেই থাক্ না কেন,
সব যা'-কিছুকে
উদ্দালক ক'রে তুলুক ;
সেই পরমপুরুষ—
যিনি আমাদের একান্ত —
তাঁর চরণে
এই প্রার্থনা আমাদের।
আশীর্ব্বাদক
তোমার বাবা ও মা। ৯৪৪৫।
২৮।১০।১৯৬০, সকাল ৮-৪২

কা'র সাথে
কিসের সংযোগে
কোন্ জাতীয় শারীর সংগঠন
সুপুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে
জীবনে
উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
আর, কিসে বা তা' হয় না,—
খুঁটিনাটি ক'রে
এগুলি দেখে
তা'র বিধি ব্যবহার জেনে
সেগুলিকে
বিহিতভাবে
বিহিত স্থানে
নিয়োজন ক'রে
জীবন-সম্বর্দ্ধনাকে
উৎসারণশীল ক'রে চলাই হ'চ্ছে—
প্রাজ্ঞ জীবনের
প্রথম গতি ;
আর, এতেই থাকে ভগবত্তা,
আর, ভগবানই
ঐশ্বর্য্য । ৯৪৪৬ ।
২৯।১০।১৯৬০, বিকাল ৪-৪৪

যে সাত্বত ভূমিকে
অবলম্বন ক'রে
চারিত্রিক আধানে
অনুকম্পী চর্য্যানিপুণ তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
জ্ঞানবিভূতির বিকাশ হ'য়ে ওঠে
যেখানে যেমনতর,—

ব্যক্তিত্বটা
দেবত্বে পর্য্যবসিত হয়-ও
তেমনি,
মানুষ
ঐ তাঁদিগকে
দেবতা ব'লে
আখ্যায়িত ক'রে থাকে। ৯৪৪৭।
২৯।১০।১৯৬০, রাত ৭-১৫

স্বাধীন হও—
সৎ-এর অধীন হ'য়ে,—
তবে তো স্বাধীন ? ৯৪৪৮।
৩০।১০।১৯৬০, রাত ৭-৩২

সমাজতন্ত্রের
একমাত্র শত্রুই হ'চ্ছে—
শ্রেণী-বিলোপন,
যার ফলে
বিক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য পেয়ে
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ
হ'তেই হবে মানুষের। ৯৪৪৯।
১।১১।১৯৬০, সকাল ৭-২০

মানুষের সাথে
আলাপ করতে গেলেই
সাত্বত প্রীতি-ব্যঞ্জনা নিয়ে
আলাপ ক'রো,
আর, ঐ আলাপের ভিতর-দিয়েই
তাদের কাছে
বিকশিত ক'রে দিও—

সাত্বত বিকাশবর্দ্ধনার
সুসঙ্গত
সন্দীপনী অনুচলনই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম,—
যা আয়ুকে
চেতন চিরায়ুর দিকে নিয়ে যায়—
ক্রম পদক্ষেপে। ৯৪৫০।
২।১১।১৯৬০, বেলা ১১-৫

যেমন তোমার ভাব,
করণ-কারণ যেমনতর,—
প্রভাবও তেমনি হ'য়ে থাকে,
তুমি সেই প্রভাবে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠ—
সাধারণতঃ,
যেমন ভাববে
তেমনি হবে,
ভাব মানেই
হওন ক্রিয়া;
যেখানে যেমন নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতি-সম্বেগও
তোমার সেখানে
তেমনতর। ৯৪৫১।
২।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি
লাখ প্রতিমার
পূজা কর না কেন—
উৎসব-আমোদের ধান্ধা নিয়ে,
তাতে পূজা কিন্তু
শিষ্ট হবে না

সার্থক হবে না,—
যদি না তোমার
নিষ্ঠানন্দিত অন্তঃকরণের ভিতর-দিয়ে
ঐ দেবপ্রতিমার গুণগুলিকে
জীবনে
আয়ত্তীকৃত করতে না পার ;
সে-পূজা তোমার
উৎসব-আহ্লাদেরই
পূজা হবে মাত্র,
আর, তা'ও ক্রমে
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে ;
ইষ্টনিষ্ঠ অন্তঃকরণ নিয়ে
আবেগ-অনুচর্য্যার সহিত
দেব-প্রতিমা পূজা ক'রো,
আর, তাঁদের
গুণ-বোধনাগুলিকে
নিজের ব্যক্তিত্বে
প্রতিফলিত ক'রে
শিষ্ট সমীচীন চলনে
চলতে থাক,
তাতে তাঁরা
তোমার কাছে
পরম প্রীতিসুন্দর হ'য়ে উঠবেন,
জ্ঞাননয়ননন্দন
হ'য়ে উঠবেন,
আর, তাঁদের ঐ গুণগুলি
বিন্যাস-বিভূতিতে
তোমাকে দ্যুতিমান ক'রে তুলবে—
কৃতি-তৎপরতায় ;
সে পূজা
বর্দ্ধনাই আনবে ;

মনে রেখো—
—'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ' ;
নয়তো, প্রতিমার জগাখিচুড়ী
কেবল
বোধ ও চরিত্রে
জগাখিচুড়ী সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে প্রবৃত্তিবিহ্বল ক'রে
সুসম্বৃদ্ধিকে
অধঃপাতের দিকেই টানবে কিন্তু,
তাই বলি—
পূজা কর—
যা' পূজনীয়
তা'কে বা তাদিগকে,
সঙ্গে
ইষ্টনিষ্ঠার আবেগ-উদ্দীপনা এনে
আনুগত্য, কৃতি-সহ
তাঁদের গুণরাজিকেও
বিনায়িত বিভূতিতে
তোমার ব্যক্তিত্বে সংস্থাপিত কর,
আর, তাই হবে
তোমার ব্যক্তিত্বের ঘটস্থাপন । ৯৪৫২ ।
৩।১১।১৯৬০, রাত ৮-৫

তোমার ইষ্ট যিনি,
যিনি তোমার সদ্‌গুরু,
সৎ-আচার্য্য,
তাঁ'কে
অস্খলিতভাবে
নিবিষ্টপ্রাণে
সমীচীন তৎপরতা ও নিদেশবাহিতা নিয়ে
আনুগত্য-কৃতির সহিত

সুনিবিষ্ট অন্তঃকরণে
ভালবাস,
তাঁর অনুশাসনগুলি
সমীচীনভাবে পরিপালন ক'রে
চ'লতে থাক—
তাঁতে প্রীতি-উৎসারণী
উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
আর, উপযুক্ত আসনে
সমাসীন হ'য়ে
তোমার অন্তঃস্থ
তাঁর জীবনীয় শব্দস্রোত
যা' তোমাতে প্রবাহিত হ'চ্ছে—
তা'তে নিবিষ্ট হও,
আর, ঐ নিবিষ্ট ক্রম
যখনই ভাবতে থাক—
তুমি তখন
তাঁরই চিন্তাপ্রবাহ নিয়ে
উৎসারিত হ'য়ে চল,
মাঝে-মাঝে
ঐ অন্তর্নিহিত
চলন্ত শব্দস্রোতে
মনোনিবেশ কর,
নিবেশ ক'রে
যেমনতর নিবেশে
যেমন-যেমন অবস্থাগুলির
আবির্ভাব হয়,—
সেগুলি লক্ষ্য ক'রতে থাক,
আর, যথাসম্ভব বিনায়িত ক'রে
সেগুলিকে
উপযুক্ত সার্থক সঙ্গীতির সহিত
অন্তরে সংস্থ ক'রে রাখ;

ক্রম-তাৎপর্য্যে
এমনি ক'রেই চ'লতে থাক,
এমনতর চলাকেই
শব্দযোগ বলে ;
এই শব্দযোজনার ভিতর-দিয়ে
দর্শন ও অনুভবগুলিকে
যথাসম্ভব
বিন্যাস ক'রে তুলতে থাক,
যদি না পার—
কেবল দেখে যাও,
আর, শুনে যাও,
এমনি ক'রেই
যথাক্রমে
ঐ শব্দযোজনায় নিবিষ্ট হও,—
যখন যেমন সুবিধা পাও
তদনুপাতিকভাবে ;
বেশী উত্তেজনা,
কুৎসিত চিন্তা
কিংবা ক্লান্তি এলেই
একটু একটু
ঢিলেভাবে চল
বা নিবৃত্ত হও,
আর, তাঁর দেওয়া নাম
ক'রতে থাক,
এমনি ক'রতে ক'রতে
তোমার বোধগুলিকেও
বিনায়িত কর,
তাৎপর্য্যগুলিকেও
বিকশিত ক'রে তোল,
অন্তর-অনুশীলনের
এটি একটি সুন্দর পন্থা ;

এগিয়ে চল—
এমনি ক'রেই,
আর, আচার-ব্যবহার,
চালচলনগুলিকে
বেশ ক'রে বিনায়িত কর—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
বলশালী ক'রে ;
আত্মপ্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত থাক,
আর, অমনতর
অন্তর এবং বহির্দৃষ্টির সঙ্গতি নিয়ে
যদি পার—
যা'-কিছুকে
অবলোকন ক'রে চ'লতে থাক—
নিষ্ঠানিপুণ অন্তরে
আনন্দ-নিবেশের সহিত ;
করলে দেখবে—
তোমার অন্তর-উৎসর্জ্জনাও
বেড়ে যাচ্ছে—
তা' দর্শনে, অনুভবে
সব দিক দিয়ে,
আর, মস্তিষ্কের ধৃতিবেগও
তরতরে হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
অমনতর হ'লে
বুঝবে—
—তুমি এগিয়ে যাচ্ছ ;
ইষ্টনিষ্ঠ প্রীতিনন্দনা নিয়ে
চ'লতে থাক,
বিকশিত বোধরাশি
একটা স্তবক হ'য়ে ফুটে উঠবে । ৯৪৫৩ ।
৩।১১।১৯৬০, রাত ৯-৫৫

আবার বলি—
মনে রেখো—
রেতঃসত্তা
চিরদিনই প্রধান
ও সক্রিয় গতিশীল,
আর, কুলসংস্কৃতি
ও স্বভাবকে
ঐ রেতঃই বহন ক'রে থাকে,—
ক্ষেত্র অর্থাৎ মায়ের বিহিত পোষণ-পরিচর্য্যায়,
আর, তদনুপাতিকই
জীবের জন্ম
ও চারিত্রিক স্বভাবের
উদ্ভব হ'য়ে থাকে—
সংস্কারের উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যে—
উপযুক্ত ডিম্বকোষের সাথে
মিলিত হ'য়ে
শারীর বিধান সৃষ্টি ক'রে ;
তাই, পরিণয়-ব্যাপারে
যদি ঐ রেতঃ-অনুপাতিক
ডিম্বকোষের মিশ্রণ না হয়,
অর্থাৎ সদৃশ ও শ্রেয় পরিণয়ের
ব্যতিক্রম হয়—
তা' কুল, সংস্কৃতি ও স্বভাবে
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
বংশে
যদি কোথাও ব্যতিক্রম সংস্রব থাকে,—
স্পষ্টই দেখা যায়—
তা'তে
সন্তান সন্ততি
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে,
প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শী যদি

বিশেষ বিনায়নে
এগুলি অবলোকন করেন,
খানিকটা
মোটামুটি বুঝতেও পারেন ;
পরিণয়-ব্যাপারে
রেতঃ-সম্মিলন
যদি সঙ্গতিশীল না হয়—
তা' জাতিই বল,
বর্ণই বল,
গুণই বল,
আর, কর্ম্মই বল,
তার সন্দীপনী সম্বর্দ্ধনা হয় কিনা
তা' জানি না,
দেখিনি বা শুনিনি ;
তাই, সাবধান হও,
সদৃশ বা শ্রেয় ঘরে
সুসঙ্গতিশীল সম্মিলনী পরিণয়
যা'তে হয়
সেদিকে নজর রেখো,
তা' ক'রোই ;
সার্থকতা
ক্রমসন্দীপনায়
সজাগ হ'য়ে উঠবে ;
বিক্ষিপ্ত ব্যাসের
সৃষ্টি করতে যেও না । ৯৪৫৪ ।
৪।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬টা

দেখ,
শুনবে— ?
তবে শোন,—
শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায় অটুট থেকে

প্রীতি-পরিচর্য্যী তৎপরতায়
তোমার
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিজন—
যা' কিছু থাকে,
পারস্পরিক
প্রীতি-সন্দীপনী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সৎ-সম্বন্ধান্বিত ক'রে তোল ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতাকে
কখনও ত্যাগ ক'রো না,
আর, অসৎ-নিরোধ করতে গেলেই যে
সেখানে খড়্গহস্ত হ'তে হবে
তার কোন মানে নেইকো,
সব সময়ে যে
কড়া কথা বলতেই হবে—
তারও কোন মানে নেই,
আবার, কোন সময়ে
যদি কড়া কথা বলতে হয়,
কড়া শাসন করতে হয়,
তা' যেন
মিষ্ট ও স্নেহমণ্ডিত হয় ;
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়েও
অসৎ-নিরোধ করতে পারা যায় ;
যেখানে তা' হয় না,—
সেখানে যা' ক'রে হয়
তা'ই করতে হয় ;
এই অসৎ-কে নিরোধ ক'রে
প্রীতি-পরিচর্য্যায় উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
পারস্পরিকতায় সুবন্ধান্বিত হ'য়ে
যদি চল—
কাজ ও কথায়
কোন ধাপ্পা না রেখে—

দেখবে—
দিনদিন
কেমনতর সুষ্ঠু-সঙ্গতি লাভ করছ,
পারস্পরিক সার্থক অনুবেদনা
গুরুগৌরব-বর্দ্ধনায়
কেমনতর বিদীপ্ত হ'য়ে উঠছ ;
এমনি ক'রে
শরীর ও মনকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
পরিবারকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
তোমার সংসারকে
বিনায়িত ক'রে তোল ;
আঘাতের প্রাবল্য না-রেখে
ব্যাঘাতকে প্রশ্রয় না-দিয়ে
সঙ্গতিসিদ্ধ হ'য়ে
সবাইকে
সুসন্দীপিত ক'রে রেখো—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠাকে কেন্দ্র ক'রে,
আর, সাত্বত ধৃতিকে
সুন্দর সতেজ রাখতে গেলে
অর্থাৎ সত্তা ধর্ম্মকে
সুন্দর ও সজীব রাখতে গেলে
যা' যা' করণীয়
কথায়-বার্ত্তায়,
আচারে-নিয়মে
সে-সব করবেই কি করবে—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠার বাঁধনকে
দীপ্ত রেখে ;
নিজে তো সুখী হবেই,
লাখ জঞ্জালের ভেতরেও

তোমার ঐ শ্রেয়প্রসাদে
তোমার আওতায় যে যে থাকে—
তা'রাও অমনতর হ'য়ে উঠবে ;
শুধু মুখের কথায় নয়,
ধ'রে—
হাতে-কলমে ক'রে ;
বুঝলে ?
ইচ্ছা যদি থাকে—
এখনই লেগে যাও,
সহ্য কর,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে
চলতে থাক ;
গুরুগৌরবই
তোমার বিজয়-পতাকা হ'য়ে উঠুক। ৯৪৫৫।
৪।১১।১৯৬০, রাত ৯-২৭

ভয় যদি হয়-ও,—
ভয়-বিহ্বল হ'য়ে প'ড়ো না,
বোধদৃষ্টিকে
ঝাপ্‌সা ক'রে তুলো না। ৯৪৫৬।
৫।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার অভিমানকে—
আত্মম্ভরিতাকে
তুমি নিজেই
চুরমার ক'রে ভেঙ্গে ফেল,
ঐ আত্মম্ভরিতা ও অভিমান
যেন তোমাকে
ক্ষুণ্ণ বা খিন্ন ক'রে তুলতে না পারে,
বাস্তব-বিবেক-উৎসর্জ্জনাকে
উচ্ছল ক'রে তোলে ;

ইষ্টনিষ্ঠ প্রীতিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
চলতে থাক,—
উদাত্ত অসৎনিরোধী তৎপরতাকে
বিবেক-বিনায়িত উদ্যমে
অভিষিক্ত ক'রে,
পরাক্রম-প্রবুদ্ধ ক'রে
বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে;
আর, সব যা'-কিছুর সাথে যেন
অনুকম্পী অনুবেদনা
তোমার তীক্ষ্ণ ধী নিয়ে
দূরদৃষ্টির সহিত
বিহিত তাৎপর্য্যে
প্রস্তুত হ'য়ে থাকে;
আর,
তোমার সাত্বত অভিযান
যেন তোমাকে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনার সহিত
তোমার পরিবেশকেও
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
নিষ্ঠানিবিড় কৃতি-তৎপরতায়;
শৌর্য্য-সন্দীপ্ত জীবনের
নমুনাই তো এই। ৯৪৫৭।
৬।১১।১৯৬০, রাত ৯-১৫

যারা
নিজের মনগড়া
কিংবা মানুষের শোনা-কথাকে
বাস্তব ধারণায়
ধার্য্য ক'রে নিয়ে
নিন্দা-কুৎসায়
ওজোদীপ্ত তর্জনে

বা ফুসফাস ক'রে
অন্যকে
ঐ ধারণায় অভিভূত করতে চায়,
আর, এমনতর একটা
ভঙ্গী দেখায়—
যেন সে তা'র
মঙ্গল-উৎসর্জ্জনাই করছে,
ঠিক বুঝে নিও—
সে যা' বলছে
তা' সত্য হোক বা না-হোক,
সে কদর্য্য অন্তঃকরণের মানুষ,
সে করতেও পারে যা' তা',
বা ক'রেও থাকে যা' তা',—
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ
কিন্তু নিতান্তই কম ;
অমনতর দেখলে
সাবধান তো হবেই,
অন্যকেও তা'র শিকার হ'তে
না-দিতেই চেষ্টা ক'রো ;
নিঃস্বার্থ কুৎসিত অবদান
মানুষকে কিন্তু
কুৎসিত-ই ক'রে থাকে । ৯৪৫৮ ।
৬।১১।১৯৬০, রাত ১০-৭

প্রীতি ও পরিচর্য্যাই
প্রভাবকে
আমন্ত্রণ করে । ৯৪৫৯ ।
৭।১১।১৯৬০, বেলা ১১-১০

কৃপণ হ'য়ো না,
উপযুক্ত ঔচিত্যকে

অগ্রাহ্য ক'রো না,
মিতব্যয়ী হও—
কাজের ওজনমাফিক খরচ ক'রো,
যা' করতে যেমন লাগে
সেইটুকুই খরচ ক'রো,
যেখানে যেমন প্রয়োজন
বিহিতভাবে তাই-ই ক'রো ;
কৃপণ হ'য়ে
যে খরচ আজ করলে না
বা যা' আজ করলে না,
অগ্রাহ্য ক'রে রেখে দিলে
হয়তো দু'দিন পরে
তা'র থেকে
ঢের বেশী লাগতে পারে,
তেমনি,
বিভবের রাহাজানি করতে যেও না,
বিভব বা সম্পদ যা' আসে
বা যা'র সংস্থান হয়—
তা'কে সমীচীন ব্যবহার ক'রো,
নষ্ট না হয়
সেদিকে নজর রেখো ;
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'র চেয়ে কম লাগলে
সেটা কার্পণ্যের
খোরাক হ'য়ে ওঠে,
প্রয়োজনকে
আপূরিত করতে পারে না কিন্তু । ৯৪৬০ ।
৭।১১।১৯৬০, বেলা ১১-৩০

শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায়
উদ্যুক্ত থেকে

শুভসন্দীপী যা'-কিছু কাজে
লেগে যাও,—
বোধবিবেকী উর্জ্জনার
দূরদৃষ্টি নিয়ে—
ভালমন্দ শুভ-অশুভ
সবগুলিকে
ঐ বোধিচক্ষুতে বিবেচনা ক'রে
কুশলকৌশলী তৎপরতায় ;
যেখানে যেমন ক'রে
যা' ক'রে
তোমার কাজ উদ্‌যাপিত হ'তে পারে
বিহিতভাবে তা' ক'রো—
শ্রমকাতর না হ'য়ে ;
দেখবে—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা
তোমাকে
কী বিভবে বিভবান্বিত ক'রে তোলে—
সার্থকতার
সজীবসুন্দর তৎপরতায় !
মনে যেন থাকে—
তোমার ঐ শ্রেয়নিষ্ঠা
যেন অকম্পিত
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলে,
আর, ঐ সম্বেগই
যেন তোমার
কৃতিসম্বেগ হ'য়ে ওঠে—
অনুগতির উচ্ছল ধারায়
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী তৎপরতায় । ৯৪৬১ ।
৯।১১।১৯৬০, রাত ৭-৪৫

নিজে খতিয়ে দেখ না—
করেছই বা কী!
হবেই বা কী!
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে—
নিষ্ঠানন্দিত
রাগদীপনী
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
উল্লাসনন্দনী
প্রীতি-অনুকম্পা নিয়ে
নিখুঁতভাবে
যেমন ক'রে যা' করতে হয়
তেমন ক'রে কি কিছু করেছ—
যে হবে?
মুখে
ভূতুড়ে ধাপ্পায়
ভগবানের নাম নিয়ে
অনেক প্রার্থনা করেছ!
জান না কি!—
ভগবানের তাৎপর্য্যই হ'ল
তিনি ভজমান,
সেবারাগনন্দিত প্রীতিচর্য্যার
হোমবহ্নি,
মুখে
ভগবান ভগবান করলে—
কিছু করলে না—
আর সব হ'য়ে গেল!
আর বলছ—
ভগবানকে কত ডাকলেম
আমার কিছুই হ'ল না;
ভগবানের নাম নিয়ে

জ্ঞানদীপ্ত সুবীক্ষণী তৎপরতায়
যেখানে যেমন বিহিত
তেমনি ক'রে ক'রে দেখ—
হয় কিনা !
প্রথম সম্পদই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ-উচ্ছল
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা,
আর, একে
যেমনভাবে বিনায়িত ক'রে
তুমি যা' করবে,
আমি তো বুঝি—
তা'ই করা যায় ;
বিহিতভাবে ক'রে দেখ ;
ভজন বাদ দিয়ে
ভগবান,
মাংস বাদ দিয়ে মানুষ যেমনতর
তেমনি নয় কি ?
ওঠ,
জাগো,
ধর,
কর,
নিব্বর্ন্ধ নিষ্পাদনে
সুফল নিয়ে এসো,
প্রাপ্তি
বিভূতি হ'য়ে
তোমার ভিতর উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
ইষ্টনিষ্ঠানন্দনা
তোমাকে পেয়ে বসুক ;
আর 'ভূত' যদি পেয়ে বসে,
আর, তার চলনেই যদি চল—

কী হবে বল ?

ফাঁকা আওয়াজে
কি সব চলে ?
ভাগ্য মানেও কিন্তু
ভজন,
ভজন যেমন
ভাগ্যও তেমন। ৯৪৬২।
৯।১১।১৯৬০, রাত ৮টা

আচার, ব্যবহার,
অনুশীলন
ও তা'র তাৎপর্য্যে
নিজেকে
বিনায়িত করার ভিতর-দিয়েই আসে—
প্রাপ্তি,
আর ঐগুলির গোড়াই হ'চ্ছে—
অস্খলিত শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
যা' শ্রমপ্রিয়তায়
উৎসজ্জিত হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পাদন-তাৎপর্য্যে ;
ঐ-ই হচ্ছে—
তোমার
ভজনদীপ্ত জ্ঞানপ্রতিভা,
যা'
প্রতিপ্রত্যেকের ক্রমের ভিতর-দিয়ে
ভজনদীপ্ত অনুরাগে
বিকশিত হ'য়ে ওঠে তোমার সত্তায়
বাস্তব সন্দর্শনায় ;
আর, তা' যদি না হয়,
ফাঁকা আওয়াজ যতই কর না—
তোমার কিন্তু হবে না কিছুই,

আর, পরিবেশকেও
তুমি বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,—
ঐ ফাঁকিবাজির ঘূর্ণিপাকের ভিতর
তা'দিগকে ফেলে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে ;
নিষ্ঠা, অনুরাগ,
আনুগত্য,
ও শ্রমপ্রিয় কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
হাতেকলমে
যা' আয়ত্ত করবে
সেগুলি
তোমার ভিতর
হ'য়ে উঠবে,
আবার,
তোমার মনগড়া বুদ্ধির তকমায়
যা'-কিছু করবে—
তা' তোমার সম্পদ হবে না,
তুমি হবে ব্যর্থকাম,
যদি চাও তো
বুঝেসুঝে চল । ৯৪৬৩ ।
১২।১১।১৯৬০, বিকাল ৪-৫২

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশিস্-বাণী
ধৃতিশ্রী নাট্যশিল্পম্-এর প্রতি

যা'ই তা'ই কর না কেন,
অস্খলিত
ইষ্টনিষ্ঠাপূত
সুবিবেকী
কৃতিসম্ভার নিয়ে
আচার-ব্যবহার, চালচলন
যা'-কিছু সবগুলিকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল চলনায়
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকে যেন
পারস্পরিকতায়
সুসংবদ্ধ হ'য়ে চলে—
সহজ প্রীতি-পরিচর্য্যা নিয়ে
যাজনদীপ্ত উৎসর্জ্জনী আবেগে ;
কথাবার্ত্তাও যেন
অমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রে
ক্রমে উদাহরণ হ'য়ে ওঠ,
আর, অভিজ্ঞতার কথাও
বলতে থাক ;
ঐতো সার্থকতার পথ,
ঐতো সম্বর্দ্ধনার পূতস্থণ্ডিল ;
এইতো—
আমি যা' বুঝি । ৯৪৬৪ ।
১৩।১১।১৯৬০, বিকাল ৫-২০

যাদের ঐতিহ্যে
আনুগত্য নেই,

প্রথা-প্রবর্ত্তনী সন্দীপনা
যা'দের অন্তর্হিত,
কুলনিষ্ঠা যা'দের বিচ্ছিন্ন,
ধর্ম্মাচরণকে
যাদের ব্যক্তিত্ব
বরদাস্ত করতে পারে না,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
উচ্ছল তো নয়ই,—
বরং এলোমেলো,
অথচ মর্য্যাদালিপ্সু,
যাদের ইচ্ছা
ভবৎসম্বেগী,
অথচ বিনায়িত তাৎপর্য্যের
সাত্বত অধিগমন
যাদের নেই,
অসৎ-ক্রিয় হ'য়ে
অসৎ-কে
লোকসমাজে
সংক্রামিত করার প্রবোধনায়
অদম্য যারা,
লোকপ্রীতি ও লোকচর্য্যা
স্বস্তিসম্বন্ধ নয়কো,
তা'রা কি লোকজীবনের
কলঙ্ক নয় ?
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার
অসৎ-সন্দীপনী নিয়ন্তা নয় ?
যারা লোকপ্রিয় হ'য়ে
লোককে
দুষ্ট সংক্রমণে
বীভৎস ক'রে তোলে,

জীবনীয় ঊর্জ্জনাকে
স্তব্ধ ও নিথর ক'রে রেখে দেয়,
তা'রা কি
সর্ব্বনাশের
স্বাগত সম্ভাষণ করে না ?
জীবনবৃদ্ধির অপক্রমণিকা
যারা অহরহ আবাহন ক'রে
তেমনতরই
মন্ত্রণাপূত অনুদীপনাকে ছড়িয়ে
লোকসমাজকে
বিষাক্ত ক'রে তুলছেন,—
জীবন-মরণের
ক্রূর আহ্বানের হোতা হ'য়ে,
তাঁরা কি লোককে ভালবাসেন ?
তাই বলি—
জীবন যা'তে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধনা যা'তে সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
লোকচর্য্যায়
জীবন যা'তে ধন্য হ'য়ে ওঠে,
বিভূতি-বিভব
যা'তে স্বতঃসন্দীপনায়
পরিচর্য্যী উৎসারণায়
স্বতঃ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
পারস্পরিকতা যা'তে
প্রীতি-সন্দীপনায়
সুসম্বন্ধ হ'য়ে ওঠে,
দরদী হৃদয়
চর্য্যামুখর হ'য়ে
যা'তে প্রত্যেকের সম্মুখে
আকুল উৎসারণায়
জীবনকে

সম্বর্দ্ধনা-উৎসারিত ক'রে তোলে,
তাদিগকেই কুড়িয়ে নাও,
পল্লীতে
সমাজে
পরিবেশে
সেইগুলিই প্রতিষ্ঠা কর,
বাঁচাবাড়ার
জীবনবৃদ্ধির
অধিষ্ঠিতিই তো ঐখানে,
আমি তো তা'ই বলি ;
জীবনীয় পথে চল,
বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ হও,
বিভব-বিভূতিতে
উৎসারিত হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যেকে
প্রত্যেকের কাছে
দরদী অনুকম্পা নিয়ে দাঁড়াও,
পরিচর্য্যা-বিভোর উৎসারণায়
বাঁচিয়ে তোল সবাইকে,
অসৎ-এর
অন্ধ তমসা হ'তে
মানুষকে ধ'রে তোল,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতাকে
আনন্দের ক'রে নাও—
বিপুল উৎসাহ নিয়ে ;
এমনি ক'রেই
বেঁচে চল,
বেড়ে চল,
বিভূতি-বিভবে
উৎসারিত হ'য়ে ওঠ,

আমি যা' জানি—
শ্রেয় তো ঐখানেই । ৯৪৬৫ ।
১৩।১১।১৯৬০, রাত ৯-৪৫

দৈন্যবিহীন দরিদ্রই
তুমি থাক—
বিভূতি-বিভব-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে,
আর, তুমি থাক
তোমার
ইষ্ট যিনি
প্রেষ্ঠ যিনি,
তাঁরই মুখপানে চেয়ে,—
আগ্রহ-আতুর
উদ্দীপনা নিয়ে
নিদেশবাহী তৎপরতায়
শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনায়
নিজেকে অতিশায়নী ক'রে ;
আর, সার্থকতার অর্থই তো
ওখানে । ৯৪৬৬ ।
১৪।১১।১৯৬০, বেলা ১১-৩০

বৈশিষ্ট্য, বয়স
ও শারিরীক অবস্থাকে
সমীচীনভাবে বিবেচনা ক'রে
কা'র পক্ষে কী উচিত
কা'র পক্ষে কী অনুচিত—
তা' ভেবেচিন্তে
অনুকম্পী, উৎসারণী,
হৃদ্য, শুভপ্রসূ
যার পক্ষে যেটা হয়,
লক্ষ্য রেখো তাতে,

এই হ'চ্ছে—
সেই নীতি বা নিয়ম
যা' বিধিবিনায়িত ;
ব্যতিক্রমে—
অন্যায় হবে তা'রই
যে তা'কে তাচ্ছিল্য করে । ৯৪৬৭ ।
১৪।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-১২

কা'কেও যদি
গুরুপদে মনোনীত করতে চাও,
বেশ ক'রে দেখে নিও—
তিনি সৎ-কুলসম্ভূত কিনা !
কুলে কোন ব্যতিক্রমদোষ
নেই তো ?
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লেই
অন্তরদুষ্টির সম্ভাবনা
অনেক থাকে ;
তিনি ঐতিহ্য,
সাত্বত প্রথা
ও সাত্ত্বিক সংস্কারে
আস্থাবান কিনা !
আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-তাৎপর্য্য
তাঁতে স্বতঃসন্দীপ্ত কিনা !
তিনি হাতেকলমে
সৎ ও সাধনার
পরিচর্য্যা করেছেন কিনা !
লোকপ্রিয়
ও লোকচর্য্যী দ্যোতনা
তাঁতে কেমন বিদ্যমান !

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের সহিত
তিনি কৃতিদক্ষ কিনা !
শ্রেয়নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
তাঁতে নিহিত কিনা !
স্বতঃস্রোতা কিনা !
তাঁর চালচলন
ও কৃতি-অনুগতি
শিষ্ট ও সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
ধী-অনুক্রমে
যুক্তিযুক্ত তৎপরতায়
তাঁর ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত কিনা !
সন্দীপ্ত সোহাগনন্দিত বাক্‌পটুতা
তাঁতে বিদ্যমান কিনা !
অশিষ্টকে
শিষ্ট সন্দীপনায়
তিনি কি শাসন ক'রে থাকেন ?
তাঁর কি এমনতরই স্বভাব ?—
ক্রোধদীপ্ত উন্মাদনার ভিতরেও
তাঁর অনুকম্পা
স্বতঃসন্দীপ্ত কিনা !
অসৎঘৃণ্য যা'-কিছু—
তাতে তাঁর আন্তরিকতা কেমন !
আর, ঐ ঘৃণ্য স্বভাবকে কি
তিনি মুক্ত করতে চান ?
সেই স্বভাবেই তিনি চলেন—
না তাতে নিমজ্জিত থাকতে চান ?
তিনি
লোক-প্রদীপক

না স্বার্থসন্দীপক !

তিনি অযথা

লোকনিন্দুক নন তো !

নিজের

পরিবার-পোষণে

তিনি

আত্মস্বার্থলোলুপতায়

নিমজ্জিত কিনা !

স্বার্থসন্ধিক্ষু হ'লেও

তিনি অন্যকে

অবহেলা করেন কিনা !

এক কথায়—

তিনি

দীপ্ত ব্যক্তিত্বে প্রদীপ্ত থেকেও

লোক-অনুকম্পাকে

কেমনতর আগলে ধরেন !

লাখ এলোমেলো

চলনার ভেতরেও

ধৃতি-সন্দীপনায়

শিষ্ট-সন্দীপ্ত কিনা !

লোলুপ-বিহ্বল হ'য়ে

তিনি

ধৃতি-সন্দীপনাকে

ব্যাহত করেন কিনা !

এক কথায়—

প্রীতিসহ তৃপ্তি,

লোকরঞ্জনী চর্য্যা,

নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ

শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়

তাঁতে উচ্ছল যদি থাকে,

তাঁর ভেতর

'গুরুত্ব' নিহিত আছে—
আশা করতে পার ;
আর, মনে রেখো—
যখন মহান পুরয়মাণ
পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হয়,
ঠিক বুঝে রেখো—
সমস্ত 'গুরুত্ব'
তাঁতেই
বিচ্ছুরিত হ'য়ে থাকে । ৯৪৬৮ ।
১৪।১১।১৯৬০, রাত ৮টা

যারা
ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যাদের নেইকো,—
মন্থর প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা
যাদের স্বার্থসন্দীপ্ত,
যারা স্বেচ্ছাচারী হ'য়েও
ভাঁওতাবাজি নিয়ে
আত্মসমর্থনের জন্য
ইষ্টার্থকে
ঐ অজুহাতে
ব্যবহার ক'রে থাকে,
বিকৃত বিন্যাস-বিভোর
বিভব নিয়ে
যারা চলৎশীল,
আর, সেই চলনকে
প্রবৃত্তিপূজার ইন্ধন ক'রে
চলে থাকে,

যা'দের আত্মনিয়মন
প্রবৃত্তিলুব্ধ,
ইষ্টনিদেশকে যারা
উৎফুল্ল অন্তরে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সাথে
উচ্ছল ক'রে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
ভজনদীপ্ত অনুরাগের সহিত
আপূরিত ক'রে চলে না,
বরং ইষ্টের নামে
তার বিকৃত অর্থে
অর্থান্বিত ক'রে
সেই তক্‌মায়
নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির লুব্ধতা
আপূরিত ক'রে চলে,
যাদের শৌর্য্য, পরাক্রম
ইষ্টার্থ-সংরক্ষণী নয়,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
নিবন্ধ নয়কো,
চালবাজির
নানারকম
বাচাল সন্দীপনার আত্মপ্রতিষ্ঠায়
নিহিত হ'য়ে
অন্যকে
ভড়ংবাজির মৌতাতে
মুগ্ধ ক'রে
করায়ত্ত ক'রে রাখতে চায়,
ব্রহ্মজ্ঞানের
ভূতুড়ে কথায় মোহিত হ'য়ে
যারা
যুক্তির উল্লোল তাৎপর্য্য নিয়ে

অভিব্যাপ্ত হয় না,
সেইগুলির
নানারকম
বাজে ব্যবহার ক'রে থাকে,
মন ও বোধবৃত্তিকে
ঐ ভাবে
প্রলুব্ধ ও অভিভূত ক'রে
নিজেকে
খাড়া ক'রে রাখতে চায়,
ধাপ্পাবাজির অনুচলনাই
যার জীবনের
একমাত্র সাধ্য বিভূতি,
এক কথায় বলা যায়—
যারা ইষ্টনিষ্ঠায়
দুর্ব্বল ও অসংযত,
যারা কখনও শ্রেয়পন্থী নয়কো,
তেমনতর জায়গা হ'তে
নিজেদের প্রত্যেককে
সরিয়ে রেখো,
বিবেকবুদ্ধিবিহীন হ'য়ে
তাতে আত্মনিমজ্জন ক'রো না,
জীবনের দিনগুলি
ঐরকম
ব্যর্থ বিহারে
খরচ করতে যেও না,
উঠে দাঁড়াও,
নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে
জেগে থাক,
বরেণ্য যা'-কিছু
বা যিনি
তাঁর সেবারঞ্জিত ভজনে

মহিমামণ্ডিত
গুণ ও কৃতির অনুশীলনে
নিজের ভিতরে
ঐ বিভূতি
বিভব ক'রে তোল ;
নক্ষত্রের মত
সম্ভাব্যতা
কোথা হ'তে
কেমনতর হ'য়ে ফুটে উঠবে ;
ভক্তি-গদ্‌গদ্‌ অন্তঃকরণে
তুমি বিভোর হ'য়ে থাকবে—
তৃপ্তির মদমদির
উচ্ছল উদ্দীপনা নিয়ে । ৯৪৬৯ ।
১৪।১১।১৯৬০, রাত ৯-৭

যে-কোন ফাঁকিবাজিই হোক্‌ না—
তা' কিন্তু
চৌর্য্যবৃত্তিরই ইন্ধন ;
এমন কি, যদি তোমার
আত্মপোষণী ব্যবহারার্থে
কেউ কিছু দেয়—
স্বতঃস্বেচ্ছ সন্দীপনায়,
সাধ্যমত
তুমিও তা'কে দিও
যেমন তোমার জোটে,
তা' যদি না-কর
তা'ও কিন্তু স্তেয়,
তা'ও কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তি ;
আবার,
নিজ কুলকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য কুলের পরিচয়ে

যদি তুমি
নিজেকে জাহির করতে চাও,
তা'ও কিন্তু স্তেয়বৃত্তি তো বটেই,
তা' ছাড়া
অতি কদর্য্য
অন্তঃস্থ প্রকৃতির নিশানা ;
আবার, কথা দিয়ে
কথা না রাখা—
কিংবা তা' বিকৃত ক'রে
অন্যভাবে প্রকাশ করা—
তা'ও কিন্তু
ঐ প্রবৃত্তিরই পরম ইন্ধন । ৯৪৭০ ।
১৫।১১।১৯৬০, বেলা ১১-৩৪

যাঁরা
নেতা হন,
নিয়ন্তা হন,
তাঁদের প্রথম ও প্রধান
চরিত্রই হওয়া চাই—
ইষ্টনিষ্ঠ,
অনুগতিপূর্ণ,
কৃতিসম্বেগী,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে সুবিনায়িত,
তাঁদের চালচলন, কথাবার্ত্তা, সবগুলি
যেন সবার কাছে
মিষ্টি, সুন্দর,
উদ্দীপনাময় হ'য়ে ওঠে ;
নেতা বা নিয়ন্তাদের
প্রথম ও প্রধান জিনিসই হ'চ্ছে—
পরিচালনী তাৎপর্য্য
যেন দক্ষ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়,

এমন কি—

যেখানে শাসন করতে হবে

সেখানে যেন তিনি

সমবেদনাশীল

অনুকম্পা-উচ্ছল হ'য়ে ওঠেন,

তাঁর শাসন

যতই ঝাঁঝালো হোক্ না কেন—

শাসিত যে

তা'র আন্তরিক তৃপ্তিকে

যেন উচ্ছলই ক'রে তোলে—

অনুতাপবিভোর ক'রে,

এক কথায়, এইরকমই চরিত্র যাঁদের,—

নিয়ন্তৃত্ব তাঁদের

স্বতঃই মুখর ও ক্রিয়াশীল হয় ;

ব্যবহারের মাত্রা

যেন প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের

মাপমতন থাকে,

এই মাপ অতিক্রম করলে

বোধবিকৃতি এসে পড়ে ;

যারাই লোকচর্য্যী-হ'তে চায়—

লোক-উন্নয়নই

যাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা—

তা'রা যদি অমনতর না হয়,

ইষ্টার্থবিরোধী

অনুচলনযুক্ত যদি হয়,

সেখানে ব্যতিক্রম

আসেই কি আসে ;

নেতা বা নিয়ন্তা যাঁরা—

তাঁরা যেন কখনও

আত্ম-অনুশীলনকে না ভোলেন,

ঐতিহ্য, প্রথা—

যা' মানুষের পক্ষে জীবনীয়
সেগুলিকে
লোক-অন্তরে
পারস্পরিক
অনুকম্পাশীল পরিচর্য্যার মাধ্যমে
উচ্ছল সজাগ ক'রে
তুলে দেওয়াই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠার জাগ্রত বেদী ;
তাঁরা
স্বতঃই বোধবিৎ হ'য়ে ওঠেন—
যদি বিবেচনাশীল উদ্দীপনা নিয়ে
কার প্রতি কেমন করণীয়,
কাকে কেমন কহনীয়
এবং কার কেমন পরিচর্য্যা প্রয়োজন
সেগুলির
সুব্যবস্থা ক'রে চলতে পারেন ;
প্রত্যেক ব্যক্তিরই
জীবনীয় মোড় কিন্তু
আলাদা-আলাদা,
তা'র মধ্যে
কিছুটা থাকে সাধারণ,
আর, কিছুটা থাকে স্বতন্ত্র—
যা' সাধারণের ব্যতিক্রম,
এইগুলিকে
শিষ্ট অনুক্রমশীল ক'রে—
হাতেকলমে, আচারে-ব্যবহারে
চালচলনে—
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারলে
সকলের পক্ষেই সুবিধা,
আর, ভঙ্গুর চলন
ভেঙ্গেই যায় প্রায় ;

তাই বলা আছে—

'আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়' । ৯৪৭১ ।

১৬।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৫-২২

শুভ যা' করবে ব'লে ধরবে—
তোমার সব কাজের ভেতরেও
সেটা যেন
প্রধান করণীয় হ'য়ে থাকে ;
হৃদ্য সৎ-সন্দীপনায়
লোকের কাছে
এমনতরই অগ্রসর হ'য়ো—
তোমার প্রতি
তুষ্ট ছাড়া
কেউ রুষ্ট না হয় ;
কথায় আর কাজে
অচ্ছেদ্য মিতালি রেখো,
ফচ্‌কে হ'য়ে উঠো না,
চল এমনি ক'রে—
মিতিচলন-তাৎপর্য্যে,
শুভ-সন্দীপনার
শিষ্ট অনুশাসন
যা' সৎ-এ সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তাতে,
আর, চালচলন, কথাবার্ত্তা, যা'-কিছু
ঐ নিয়মনায়ই বিনায়িত ক'রো ;
সতর্কতা
ক্রমেই সংবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
দেখো । ৯৪৭২ ।

১৬।১১।১৯৬০, রাত ৮-৪৫

মস্‌কারি যদি করতে হয়
কারো সাথে—
এমন কথার সাজগোজ নিয়ে
তা' করো—
যা'তে
যার সাথে মস্‌কারি করছ—
সে যেন সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
এই সুসন্দীপনা যেন
তা'র পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হয় ;
প্যাতলামি করতে যেও না,—
তোমার ব্যক্তিত্ব
পাতলা হ'য়ে উঠবে,
লোকের অন্তরে
তা'র দাম কমই হবে কিন্তু,
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে না কেউ তাতে ;
চল—
কিন্তু বিবেচনা ক'রে । ৯৪৭৩ ।
১৬।১১।১৯৬০, রাত ৮-৫৫

উপদেষ্টার আসন নিয়ে
কাউকে
কোন কথা বলতে যেও না,
বরং সৎ-আলাপী হও,
সৎ-সন্দীপী হও,—
বাস্তব যুক্তিবাদের ভূমিকায় নেমে—
—সুবিবেচনায়,
যার সাথে আলাপ করছ
সে যেন
তোমার চালচলন, কথাবার্ত্তায়
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
সৎ-সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,

দেখবে, ওর ভিতর-দিয়ে
অনেকের
কত বিষয়ে অধিকৃতি হ'য়ে উঠছে । ৯৪৭৪ ।
১৬।১১।১৯৬০, রাত ৯টা

ভাবালুতা
যদি বাস্তব যুক্তিবাদকে
সমর্থন না করে,
বাস্তব সঙ্গতিশীল ক'রে না তোলে—
বিনায়িত নিয়মনায়,
সেগুলি
পাগলামিরই এক এক রকমের রূপ ;
বুঝে চ'লো । ৯৪৭৫ ।
১৬।১১।১৯৬০, রাত ৯-১০

ধর্ম্ম যদি করতে যাও—
ধৃতি-উৎসারণী যা'-কিছু
খুঁজে-পেতে
বের করতে হবে—
ভরদুনিয়ার যা'-কিছু হ'তে—
কৃতি-তৎপরতায়,
যা' ধৃতির সমর্থক,
সন্দীপনী পরিপোষণায়
সুসংস্থ তৎপরতায়
তা'কে বিনিয়ে নিয়ে
তোমার জীবনবর্দ্ধনী যা'-কিছুর
পরিপোষণার জন্য
তেমনই প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে—
ক্রম-অধিগমনে ;
তাহ'লে
সংস্কৃতিই হ'চ্ছে

ধৃতি-উৎসারণার
উর্জ্জী অনুপোষক ;
তুমি পণ্ডিতই হও,
আর, মূর্খই হও,
খুঁজে-পেতে
যে-সব সহজ জ্ঞান
তুমি সংগ্রহ করতে পার—
নিখুঁতভাবে,—
পূর্ব্বতন ঋষি
ও শাস্ত্রানুগ সুপ্রতিষ্ঠিত
বোধবিভূতিকে
অনুসরণ ক'রে,
যে জ্ঞান
তোমার সত্তার পক্ষে
অবসাদবিহীন
সুসন্দীপক—
আচার-ব্যবহার, চালচলনে
যদি সেগুলি ব্যবহার কর—
তোমার ব্যক্তিত্বের জীবনবর্দ্ধনা
তা'র পোষণ জোগাবেই কি জোগাবে ;
তাই ব'লে থাকে—
'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ' । ৯৪৭৬ ।
১৭।১১।১৯৬০, সকাল ৯টা

শুধু ভাবালু হ'লেই
হবে না কিন্তু,
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
তাকে দক্ষ
স্ফীতি-সন্দীপ্ত ক'রে তোল—
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে উচ্ছল ক'রে ;

যা' করতে হবে
সেগুলি
হাতেকলমে নিষ্পাদন কর—
যেখানে যেমন ক'রে তা' প্রয়োজন ;
তোমার নিষ্ঠা কিন্তু
এই ভাবসন্দীপনী তৎপরতাকে
প্রদীপ্ত ক'রে রাখে,
অনুগতি-তৎপর ক'রে রাখে,
কৃতিসম্বেগী ক'রে রাখে :
এমনি ক'রেই চলতে থাক—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
বিহিত বিবেচনা ক'রে ;
এই হ'চ্ছে
পারগতার জীবনসন্দীপী দীপ্তি,
—যে দীপ্তি
তোমার আচার-ব্যবহার,
চালচলন, যা'-কিছুকে
তেমনই শিষ্ট,
নিষ্ঠ,
সুষ্ঠু, সুন্দর ক'রে
প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে,—
যে স্পর্শে তা'রা
তোমার ভাবে
ভাবান্বিত হ'য়ে
উচ্ছল-উদ্যম হ'য়ে ওঠে—
নিজেকে
শুভ-সন্দীপনায় সঞ্চারিত ক'রে ;
এই কিন্তু পারগতার তুক ;
করণ ও কার্য্যে
সবার ভিতর-দিয়ে
যদি এমনতর মিতালি ক'রে

না তুলতে পার,—
হওয়া কিন্তু
সুদূরেই প'ড়ে রইবে ;
ভাব-সন্দীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
কৃতি-সন্দীপনায়
সক্রিয় হ'য়ে ওঠ,
নিষ্পাদনায় সেগুলি
ইষ্টার্থে আহুতি দাও ;
দেখবে—
হিরণ্যগর্ভ
তোমার শরীর ও মনকে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
কী বিভব-বিভূতিতে
সক্রিয় উদ্দাম ক'রে তুলছেন ! ৯৪৭৭ ।
১৯।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৩০

অলস চিন্তা,
বাচাল আলসে কথা,
—কৃতি-উৎসারণায়
সত্তাকে জ্বলন্ত হ'তে দেয় না,
সন্দীপিত হ'তে দেয় না,
হতাশেই
নিভিয়ে দিয়ে থাকে ;
বেশ ক'রে বুঝে চ'লো। ৯৪৭৮ ।
১৯।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪০

ভগবান মানেই
ভজমান,
নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে

যেখানে
নিষ্পাদনী তৎপরতায়
মানুষ আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে—
হাতেকলমে,
ভগবানের দয়া
সেখানে উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
শুভে শুভ
অশুভে অশুভ,—
বিধাতার বিধিই এই ;
চাইবে যেমন
চলবে যেমন
করবে যেমন,
হবেও কিন্তু তেমনি ;
তোমার অন্তরে
ভগবান
তেমনি উর্জ্জনা নিয়েই
ব্যক্তিত্বে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে রইবেন । ৯৪৭৯ ।
১৯।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪২

কোন কাজেই
সক্রিয়তাকে
ব্যাহত ক'রে তুলো না,
ভাবালুতা থাকলে
ভাবের ঘুঘু হ'য়ে থাকে,
কৃতি-বিভব যদি চাও—
সমীচীনভাবে কর,—
নিখুঁতভাবে
যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
তবে তো হবে ! ৯৪৮০ ।
১৯।১১।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-৪৪

যখনই তোমাকে
কেউ কিছু দেয়—
স্বতঃসন্দীপ্ত সৎ-ইচ্ছায়,
তুমি
উল্লাসপ্রীত হৃদয়ে
তা' এমনভাবে গ্রহণ ক'রো—
ঐ গ্রহণটাই যেন
তোমার ব্যবহার-বিনায়নে
তা'র হৃদয়কে
ফুল্ল ক'রে তোলে,
উল্লোল ক'রে তোলে,
অভিদীপ্ত ক'রে তোলে ;
এই উল্লোল অভিদীপনাই হ'চ্ছে—
তৃপ্তির হোম আহুতি। ৯৪৮১।
১৯।১১।১৯৬০, রাত ৭-২৫

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সৎ যা'—
শুভ যা'—
সমীচীন বিধায়না নিয়ে
ক'রে চল,
ফলের জন্য
ভাববিলোল হ'য়ে চলতে যেও না,
ঐ ভাববিলোলতা
কৃতি-উদ্যমকে অবসন্ন ক'রে
তোমায়
ভাবের ঘুঘু ক'রে তুলবে,
ফলে, এগুতে পারবে না,
নিষ্ফল হবে ;
যে ব্যাপার
যেমন ক'রে

যেমনতর বিনায়নায়
নিষ্পন্ন করতে হয়
তাই-ই ক'রো,
নিষ্পাদন-সার্থকতায়
যে ফল আসে
তা' তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে,
ঐ নন্দনাই
বিধাতার আশীর্ব্বাদ। ৯৪৮২।
১৯।১১।১৯৬০, রাত ৭-৩৮

অস্তিত্বকে বা সত্তাকে
সরাসরিভাবে
সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনার ধান্ধা—
যা' প্রথম ও প্রধান—
সেদিকে নজর রাখতে
কম লোককেই দেখা যায়,—
যদিও সকলেই
বেঁচে থাকতে
ও সমীচীনভাবে বেড়ে উঠতে
চায়ই চায়;
এ বাদে
যে সব প্রয়োজন
মানুষের উপভোগ-উপযোগী
তা'র জন্যে প্রত্যেকেই
সামর্থ্যমতন
যত্ন নিয়েই থাকে,
কিন্তু
সমীচীনভাবে বাঁচা
সমীচীনভাবে বাড়া
—এ প্রত্যেকেরই
আদিম উৎসারণা,

তা' কিন্তু অনেকেই ভুলে যায় ;
আর, ব্যক্তিত্বকে
স্বতঃসঙ্গতিশীল করতে গেলেই
যে শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা—
সেটা
প্রায়েরই দেখতে পাওয়া যায়—
কোথাও শিথিল
কোথাও নিথর ;
আমি তো বলি—
বাঁচাবাড়ার উদ্যম নিয়ে
যা' করবার তা' কর ;
যা'তে তোমার জীবনস্রোত
উচ্ছল হ'য়ে চলে,—
সে নজরটাকে
প্রথম ও প্রধান কর,
তারপরে যা' করবার তা' ক'রো ;
কিন্তু এমন কিছু ক'রো না,—
যা'তে ঐ বাঁচা ও বাড়া
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
বিকম্পিত হ'য়ে ওঠে ;
এই বাঁচতে হ'লেই
বাড়তে হ'লেই
চাই ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতির সহিত
ঈশ্বর—
অর্থাৎ জীবনের অধিপতি যিনি,
অর্থাৎ

জীবনকে
ধারণ-পালন করছেন যিনি ;
অর্থাৎ যে-সম্বেগ
জীবনকে ধারণ-পালন করছে,—
তা'কে শিষ্ট ও উচ্ছল ক'রে চলা ;
না চললে—
তোমার জীবনস্রোত
তোমার আয়ু
বিভ্রান্ত মনোবিকার-ব্যত্যয়ে
বিশৃঙ্খল হ'য়ে চলবে,
তোমার
সমীচীন বাঁচা
ও সমীচীনভাবে বেড়ে চলা—
ক্রমশঃই নিথর হ'য়ে চলবে ;
তাই, তোমার থাকা ও বাড়া
স্বতঃ-সুসন্দীপনায় যা'তে চলে
সেটাকে মজবুত রেখে
যা' কিছু করবার কর,
নয়তো,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের পাল্লায় প'ড়ে
সবই বিকারগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে । ৯৪৮৩ ।
১৯।১১।১৯৬০, রাত ৮-৫৬

আরে পাগল !
এটাও কি জান না—
রেতঃসত্তা—
স্বতঃ-সক্রিয়,
গতিশীল,
জনন-ব্যাপারে
প্রাধান্য কিন্তু তা'র,

তা'র যেমনতর সংস্থিতি
তেমনতর ক'রেই
ডিম্বকোষকে
বিভাজন ও বিনায়ন ক'রে
সমস্ত বিধানকে
সৃষ্টি ক'রে থাকে,
এই সক্রিয়তা
যার যেখানে যেমনতর উন্নত,
তা' হ'তে যা' জন্মে—
সে-ও তেমনি উন্নত হ'য়ে ওঠে,
বর্ণ
অর্থাৎ গুণ ও ক্রিয়াও
তেমনতর হ'য়ে ওঠে,
আর, এটা
অকাট্য সত্য ;
আর, ঐ রেতঃ-সন্দীপনাই হ'চ্ছে—
বৈধানিক কোষগুলির
বিনায়ক ও পরিবেশক,
তাই, রেতঃ-সন্দীপনা যেমন হয়,
মানুষের আপাদমস্তক
ঐ বিনায়নে বা পরিবেষণে
তেমনতর বিধায়িত হ'য়ে থাকে,
তাহ'লেই দেখ,—
মেয়েকে যদি
অপকৃষ্ট রেতঃ-এর দ্বারা
সংগর্ভিত করা হয়,—
তার ফল সুকৃষ্ট হয় না,
বা উৎকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে না,
পুরুষের
জন্ম, বর্ণ, গুণ ও ক্রিয়ার ধাতু
যেমনতর

তা'র সাথে
অনুগ-সদৃশ
স্ত্রী-ডিম্বকোষের
যদি সম্মিলন হ'য়ে ওঠে,
সাধারণতঃ
সেখানে উত্তমই দেখা যায়,—
যদি পুরুষ বা স্ত্রীর বংশে
বা জীবনে
কোন ব্যতিক্রম না হ'য়ে থাকে ;
তাই, সদৃশ যোগ্য ঘরে বিবাহ
উৎকর্ষ-উদ্যমী হ'য়ে থাকে,
আর, অপকর্ষের উদ্যমে
অপকৃষ্টই হ'য়ে থাকে ;
বোঝ,
বুঝে যা' ভাল হয়,
তা'ই কর । ৯৪৮৪ ।
১৯।১১।১৯৬০, রাত ৯-২৭

ডিম্বকোষ যদি
রেতঃসত্তার সঙ্গতিশীল হয়,
সন্তানসন্ততির
শারীর সঙ্গতির সাথে
সাত্ত্বিক সন্দীপনাও
তেমনতরই বিকশিত হ'য়ে থাকে,—
যদি তাদের ভিতর
ব্যতিক্রমদুষ্টি
ও অসাদৃশ্য না থাকে,
—তা' যে-কোন কারণেই হোক ;
অসাদৃশ্য হ'লে
ঐ ব্যতিক্রমগুলি
সন্ততির

শরীর, মন
বা আত্মিক সঙ্গীতিতে
মাথাতোলা দিয়ে থাকে,
তাই, ঋষিরা
সদৃশ বিবাহই
শিষ্ট ব'লে গ্রহণ করেছেন,
অসদৃশ হ'লে
ব্যতিক্রমী উৎক্ষেপ
কিংবা বিক্ষেপ
—এ দুটোর কোন একটার
প্রাবল্য হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৯৪৮৫।
২১।১১।১৯৬০, রাত ৭টা

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত

তুমি সেই ?
আজীবন যা'কে
তুমি থাক, তুমি থাক ব'লে
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি
জানে না—
তবুও বলে
নানা ছাঁদে,
তুমি চিরদিন
আমাতে থাক থাক ব'লে
চীৎকার পেড়ে চলেছে—
তুমি কি সেই পরম প্রভু ?
সেই সত্তা ?
সেই জীবন ?

সেই দয়ী বিভু ?

—আমার পরমপিতা ? ৯৪৮৬ ।

২৩।১১।১৯৬০, রাত ৯টা

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত

সত্য মানেই—

আমি বুঝি সৎ

অর্থাৎ সত্তা—

যার অস্তিত্ব আছে,

থেকে বেঁচে আছে ;

তুমি চিরায়ু হ'য়ে

বেঁচে থাক—

চিরায়ু চির-বোধবিবেকী

চেতনা নিয়ে ;

তোমার

ও তোমাদেরই

"আমি" । ৯৪৮৭ ।

২৪।১১।১৯৬০, রাত ৯টা

জীবনীয় ঐতিহ্যের পথে—

ব্যামোহ-বিড়ম্বনা থেকে

জীবন বা অস্তিত্বকে

রক্ষা ক'রে চলতে গিয়ে

পুরাতন ও পূর্ব্ববর্ত্তী

যে সমস্ত অবস্থার

উত্তাল খরঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে—

তা'র ভেতর থেকে

মানুষের জীবনীয় যে সব
তাক্‌তুক, কুশলকৌশল
বা ক্রিয়াকাণ্ড
সেগুলিকেই
ঐতিহ্য ব'লে ধ'রে নিও—
যা' দেশ ও কুল হিসাবে
এক-এক রকম হ'য়ে
এখনও
উদ্ভিন্ন হ'য়ে আছে—
তা'র ব্যবস্থিতিগুলি
রকমারি হ'য়েও
একই রকমের,
ঐ সম্যক কৃতিই
সংস্কার ব'লে
লিপিবদ্ধ আছে এখনও ;
আবার, ঐ সংস্কার
ও তদনুগ চালচলনের ভিতর-দিয়ে
যে ব্যতিক্রমী
আঘাত-ব্যাঘাতগুলি হ'তে
উত্তীর্ণ হ'য়ে
নিষ্ঠানৈপুণ্য-সহকারে
মানুষ
নিজে বেঁচে
দশজনকে বাঁচাতে পারে,
তাই তো প্রথা,
প্রথা মানেই—
যা'কে প্রকৃষ্টরূপে
ধ'রে রাখা হয়েছে,
আচার-নিয়মের উদ্‌ভব হয়েছে
সেমনি ক'রেই । ৯৪৮৮ ।
৩।১২।১৯৬০, সকাল ৯-৩০

পূর্ব্বতন সংস্কার—
যা' বিহিতভাবে ক'রে
মানুষ
আপদ হ'তে
মুক্তিলাভ করেছে—
তা'রই সঙ্গতিশীল স্মরণ যা'
tradition বা ঐতিহ্য তা'ই। ৯৪৮৯।
৯।১২।১৯৬০, রাত ৯-১৬

যুগযুগান্তের অধিগতি—
যেগুলি
সমীচীন করার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল
জীবনীয় হ'য়ে উঠেছে,—
বিহিত বিনায়নে
কুলসংস্কৃতির
সৃষ্টি করতে করতে
অস্তিত্বকে অবাধ করবার
উপযোগিতায়
অধিষ্ঠিত হ'তে হ'তে
অবস্থা ও জ্ঞানোন্নয়নার
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে—
সেইগুলিই তো সংস্কার,
সেইগুলিই তো ঐতিহ্য,
সেইগুলিই তো
সঙ্গতিশীল আরোতরের
উদাত্ত আবর্ত্ত ;

আমি—
জীবনীয় চলন, বলন,
সাজসজ্জা,
ক্ষুধা ও খাদ্যকে—

যা' কৃতিকুশল তুকতাকে
সমীচীন সার্থক তাৎপর্য্যে
সত্তাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে চলে
সব রকমে
সব দিকে—
আর, তা'রই অন্তঃস্থ
অতিশায়নী অভিনিবেশ
যা' সার্থক সঙ্গতির সহিত
যে স্বস্তিবর্দ্ধনী স্রোতধারার
সৃষ্টি করতে করতে
চ'লে এসেছে—
তাকেই ঐতিহ্য ব'লে জানি,
আর, তা'র সার্থকতাই হ'চ্ছে সংস্কার ;
আর, সংস্কার মানেই হ'চ্ছে—
সম্যকভাবে যা' করা হ'য়েছে। ৯৪৯০।
১১।১২।১৯৬০, বিকাল ৪-২৪

বস্তুর অন্তঃস্থ
সাত্বত স্পন্দন
সহজভাবে কেমনতর চলে
তা' বেশ ক'রে
খুঁজে-পেতে দেখে নাও,—
কোনরকম ব্যতিক্রমে
সে কেমনতর গতির দ্বারা
বিনন্দিত হয়
তা'-ও দেখে নাও,
আবার, এই বস্তুর
অন্তঃস্থ নন্দনা
কোথায় কেমনতর ব্যতিক্রম হ'লে
কী অবস্থায় উপনীত হ'য়ে ওঠে

সেটাও বেশ ক'রে বুঝে রাখ—
খুঁজেপেতে, দেখেশুনে
সব রকমে ;
আবার, স্বাভাবিক রকমেই বা
কেমনতর চ'লে থাকে—
তা'র ঔপাদানিক সঙ্গতিকে
সুসংবদ্ধ ক'রে,
তা'ও বুঝে রেখো ;
কিসে উদ্দীপ্ত হয়,
কিসে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়,
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেই বা কিসে,
স্বাভাবিকই বা রয় কিসে—
কেমন ক'রে—
আর, মুহ্যমানও হ'য়ে ওঠে কেমন ক'রে
সেগুলিকে
বেশ ক'রে
বুঝমোতাবেকে এনে,
পার্থক্যগুলিকে
প্রকৃষ্টভাবে জেনে রাখ ;
আর, এমনতর জেনে
যা'কে যেখানে
যেমনতর রকমে
লাগাতে চাও—
দেখ তা' পার কিনা !
আর, বস্তুসঙ্গতি
আর তা'র স্পন্দনপ্রবাহ
বিশেষভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে
কোন বিশেষ ক্রিয়ায়
তা'কে কেমন ক'রে
নিয়োজিত করতে পারা যায়—
তা'-ও দেখ ;

আর, বিহিতমত কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
রসের প্রাণন-স্পন্দনকে
এমনি ক'রে জেনে
ঔপাদানিক সংহতিকে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
অভীষ্টকে
শিষ্টভাবে
বিনায়িত করতে পারাই হ'চ্ছে
রস,—
শব্দ বা স্পন্দনের পন্থাগুলিকে
আয়ত্ত করার কায়দা-কলাপ ;
দেখ,
শোন,
বোঝ,
কর—
যেখানে যেমন লাগে ;
বিধায়নায়-ও তা'
তেমনিভাবে বিনায়িত ক'রে নাও,
সার্থক হও,
রসবিৎ হ'য়ে ওঠ । ৯৪৯১ ।
১১।১২।১৯৬০, রাত ৮টা

ঐতিহ্যহারা,
ব্যত্যয়ী-ব্যতিক্রান্ত
ধর্ষিতবৈশিষ্ট্য,
সৎ-সন্দীপী বীর্য্য ও পরাক্রমহীন
—আজ এই ভারত !
যারা
প্রেরিতদিগকে চেনে না,
জানে না,

তা'রা কি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হৃদয় নিয়ে
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
প্রীতিসম্বৃদ্ধ ক'রে
নীতিসম্বৃদ্ধ ক'রে
বিধিসম্বৃদ্ধ ক'রে
প্রতিটি জন্মকে
কর্ম্মধারাকে
দিব্য ক'রে তুলে দিতে পারে ?

ঐ অমনতর
নিষ্ঠা-আবেগ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
প্রীতি-পরিচর্য্যা
ও অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
ঝঞ্ঝা-ঝঙ্কৃত উদাত্ত শাসনে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ভারতকে উচ্ছল ক'রে তুলবে—
এমনতর কি কেউ আছে ?

ব্যতীপাতদুষ্ট
জাতিবর্ণ-আঘাতদুষ্ট
শুভ-সঙ্গতিহীন
পরিণয়মর্দ্দিত ক'রে
জাতির সত্তাকে যা'রা
সর্ব্বনাশে অভিদীপ্ত করে তুলছে,
তা'দের অভিদীপনাকে
অতিশায়নী তৎপরতায়
আরো আরোতে নির্ব্বাণমুখর ক'রে
যা'রা তুলছে—
তা'দিগকে দমিত ক'রে
এই অভিশপ্ত জাতিকে
হাত ধ'রে তুলতে পারে

এমনতর কি কেউ আছে ?

যারা নিজেরাই
ব্যতিক্রমদুষ্ট,
ব্যভিচারের—
অভিচারের অভিনেতা,
যা'রা দেশকে ব্যর্থ ক'রে
তা'র স্বার্থসম্বৃদ্ধিকে
ক্ষুণ্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
বিলোল ব্যতিক্রমের শিকার ক'রে তুলে
দৈন্যভরা
দুর্দ্দমনীয়
দুষ্ক্রিয় অভিশাপে
ছারখার ক'রে দিয়ে
প্রাকৃতিক বিধিকে
অবৈধ আচারে
দুষ্ক্রিয় ক'রে তুলে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন ক'রে তুলছে,
এই হতভাগাদের
তা' হ'তে উদ্ধার ক'রে তোলে—
এমনতর কি কেউ আছে ?
বিবাহ, জনন, কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পকে
উদাত্ত গৌরবে তুলে ধ'রে
প্রীতি-উচ্ছলনায়
সব দেশকে
পুণ্য ক'রে তুলে
পবিত্র পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে
সমষ্টির
শিষ্ট বিনায়নী তাৎপর্য্যে
উচ্ছল ক'রে তুলে
সব যা'-কিছুকে

আরো হ'তে আরোতর উন্নতিতে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে যে—
নিজে
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
ভারতের
বিধি-বিনায়িত
পুণ্য ঐতিহ্যবেদীতে
নিষ্ঠানন্দিত গুরু-উর্জ্জনায়
গৌরবদীপ্ত পরাক্রম নিয়ে
বিশাসিত ব্যক্তিত্বের
দুর্ম্মদ
বোধ ও বিবেক-বিজৃম্ভী ক্রমাগতিতে
উচ্ছল উৎসারণে
কৃতি-সার্থক হ'য়ে
অনিবার্য্য পরাক্রম-প্রহরণায়
লোকছত্রপতি হ'য়ে দাঁড়াবে—
কৈ ?
এমনতর কি কেউ আছে ?
যেদিকে তাকাও—
বুকভরা নিরাশার
তমসাচ্ছন্ন প্রেতলীলা ছাড়া
আর কিছু দেখা যায় না তো !
যে জাতিরই হোক্,
যে সম্প্রদায়েরই হোক্,
যা'রই হোক্,—
যিনি
প্রেরিতদিগকে
একই অভিধায়নায় পূজা ক'রে থাকেন,
কা'রো
জীবনবৃদ্ধির
শাশ্বত ও সাত্বত নীতিকে

ব্যাহত না ক'রে
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন,
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে
শত অন্যায়
শত অমর্য্যাদাকে
পদদলিত ক'রে
মর্য্যাদাকে
মর্য্যাদার আসনে সংস্থিত ক'রে
নিজে ধন্য হন,
এমনতর যদি কেউ থাকেন—
লোক-উদ্ধাতা সেখানে,
তিনিই
আশীর্ব্বাদের হোমধূম-ধৃতি,
তিনি লোকচর্য্যী,
তিনিই তো ভজমান,
তাই, ভজমান যিনি
তিনিই তো মূর্ত্ত ভগবান ;
ঠিক জেনো—
ঈশ্বরও দুই নয়,
ধর্ম্মও দুই নয়,
দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে
যেখানে যেমন তা'র
উপাসনা করতে হয়,
তা'ইই সাত্বত উপাসনা ;
আর, উপাসনাই হ'চ্ছে—
ঐ ঋতগতিতে
নিজেকে আপ্লুত ক'রে তুলে
নিজেকে
ঐ অনুক্রমণায়ই
উদ্দাম ক'রে তোলা,

তাঁ'র সেবাচর্য্যাই
ভক্তি ও জ্ঞানের
পরম উৎসজ্জর্না,
আর, তা' যদি না হয়—
লাখ পূজাপাব্বর্ণ-উপাসনায়ও
কি কিছু হয় ?
মনে রেখো—
প্রতিটি প্রেরিতপুরুষই
তাঁ'র পূর্ব্বতনের
নব কলেবর,
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ
ধৃতি-উৎসজ্জর্না,
তাই, তিনি
প্রতিপ্রত্যেকেরই দরদী বিভব,
প্রত্যেকের কাছে বিশেষ হ'য়েও
সবার কাছে নির্ব্বিশেষ,
সমষ্টি-সঙ্গতির
বিশেষ বিকাশ তিনিই। ৯৪৯২।
১২।১২।১৯৬০, রাত ৯-৪৮

যা'রা
ভালমন্দ যে-কোন ব্যাপারেই হোক্—
একগুঁয়ে,
কী করণীয়!
অকরণীয়ই বা কী!—
বিবেক-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
তা'র সমাধান ক'রে
মন্দকে এড়িয়ে
ভালকে গ্রহণ করতে পারে না,
সে বিষয়ে
বুঝ-সুঝ যতই থাকুক না কেন,

কিছু ক'রে
যদি সেটাকে খারাপ দেখে,
তা' হ'তে ফিরতেও পারে না,
তেমনতর মেক্‌দারও নাই,
চ'লতে থাকে
এমনতরভাবে—
যা'তে
তা'তে যা'ই হোক্ না কেন,
মান,
সম্মান,
বীর্য্য,
বিদ্যার গৌরব
যা'কে
সমীচীনভাবে বিনায়ন ক'রে
অসৎ এড়িয়ে
সৎ-এ নিয়োজিত করতে পারে না,—
তা'দের ধাত কিন্তু
খুব সমীচীন নয়কো,
বিভিন্ন ব্যাপার
বা বিষয়ের থেকে
শুভ কী পথ—
তা' নির্দ্ধারণ করতে
কমই পারে তা'রা ;
তা'রা
ভীমকর্ম্মা হ'তে পারে,
কিন্তু আদর্শ পুরুষ নয়কো ;
বিবেক-উচ্ছল উদ্দীপনায়
আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে
কোন্ পথে তা'র যাওয়া উচিত—
সেদিকে তা'রা
দৃক্‌পাত করতে পারে না,

বা করেও না ;

হয়তো তাঁরা

সাধুলোক হ'তে পারেন,

কিন্তু বিজ্ঞতা তাঁদের কমই,

ব্যতিক্রম এড়ানো

তাঁদের পক্ষে দুরূহই হ'য়ে ওঠে

সব দিক দিয়ে ;

তাই, তুমি বিজ্ঞ হও,

কিন্তু সাম্য চলনে চল—

শুভ-সন্দীপনী তৎপরতা নিয়ে,

যা' ভাল নয়

তা'কে ফেলে দাও

বা এড়িয়ে চল,

যা' শুভ

তা'কে আগ্‌লে ধর,

নিষ্পাদনে তা'কে

শুভসন্দীপ্ত ক'রে তোল,

ঠকবে কমই । ৯৪৯৩ ।

১৩।১২।১৯৬০, রাত ৭টা

তোমার প্রকৃতি যদি

অবৈধ ব্যাপারে

তোমাকে লুব্ধ করে,

শুভসন্দীপী কুলবৈশিষ্ট্য হ'তে

ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে,

তোমার জীবনীয় ঐতিহ্যকে

ব্যাহত করে,

অন্তরে

যদি এতটুকুও

অর্জিত নিষ্ঠাবল থাকে তোমার—

তুমি তা'তে

আত্মনিমজ্জন ক'রো না,
তা'কে গ্রহণ ক'রো না;
বরং
গ্রহণ ক'রো তা'ই—
তোমার জীবন ও জাতির পক্ষে
যা' জীবনীয়,
অস্তিত্বের পক্ষে যা' কল্যাণকর,
অসৎকে অসিদ্ধ করতে
যে তুকতাক, কলাকৌশলের
প্রয়োজন হয়,
যা'
তোমার
জীবনীয় তাৎপর্য্যকে উচ্ছল ক'রে
স্বতঃসন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে তোমাকে—
তা'ই গ্রহণ কর,
তা'তেই মনোনিবেশ কর;
বোধ,
বিবেক
ও বিবেচনার
সুচারু নিয়মনায়
সার্থক সন্দীপনী যে-তন্ত্র
তা'ই তোমার
জীবনতন্ত্র হ'য়ে উঠুক,
সৎসন্দীপনী তৎপরতায়
কুলমর্য্যাদাকে
আহরণ করতে
প্রতিষ্ঠা করতে
তৎপর হ'য়ে ওঠ,
তোমার উত্থান
সমাজ ও দেশকে

সমুত্থিত ক'রে তুলবে ;
ঐ আশিস্-বিধৌত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠ লোকচর্য্যায়
আত্মনিয়োজিত কর,
সার্থক হও,
আর, সঙ্গে সঙ্গে
সবাইকে সার্থক ক'রে তোল—
জীবন ও বর্দ্ধনার
স্রোতল উদ্দীপনায় ;
স্বস্তিবাচন
স্বস্তিসেবন
স্বস্তিচর্য্যা
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক। ৯৪৯৪।
১৩৷১২৷১৯৬০, রাত ৯-৫০

গণিতশাস্ত্রকে ভিত্তি ক'রে
ন্যায়, সাহিত্য ও ব্যাকরণকে
সমীচীনভাবে আশ্রয় ক'রে
নিজের শারীরবিদ্যা-সহ
জীবজন্তুদের শারীরবিদ্যা,
রসায়ন-বিদ্যা,
পদার্থ-বিদ্যা,
ভূবিদ্যা,
উদ্ভিদ্বিদ্যা,
খবিদ্যা,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
এগুলি বিনায়িত ক'রে
মোটামুটি
তা'দের রকম ও ক্রিয়াকে
অনুধাবন ক'রে

যে বোধবিন্যাস হয়,
তা'র ভিতর-দিয়ে
অনুধাবনী তৎপরতায়
বিশেষভাবে
বিহিত বিন্যাসে
সেগুলিকে শিক্ষা ক'রে
ব্যক্তিত্বে
শিক্ষার সাঙ্গিক সঙ্গতিকে
বিনায়িত ক'রে
বিহিত বোধকে
আহরণ করাই হ'চ্ছে—
শিক্ষার বাস্তব বিহিত সোপান ;
প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির
সঙ্গতি ও সম্বোধনা
আহরণ ক'রে
অনুধাবনী অধ্যয়নায়
নিজেকে পরিপুষ্ট ক'রে
প্রত্যেকের ভিতর
প্রত্যেকটির বিহিত বিন্যাসকে
বিধায়িত ক'রে
যে বোধের বিকাশ হয়,
প্রকৃত শিক্ষার
আধানই কিন্তু তা'ই ;
যা'-কিছু সব
দেখে—শুনে—বুঝে
হাতে-কলমে এস্তামাল ক'রে
যেমনতর বোধ-দর্শনে দাঁড়িয়ে
দুনিয়াটাকে
ধী-দীপনী তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল সার্থকতা নিয়ে
বোধ ক'রে

যে অবস্থায় দাঁড়ানো যায়,
তা'ই কিন্তু
শিক্ষার শিখা-সন্দীপনা । ৯৪৯৫ ।
২১।১২।১৯৬০, বিকাল ৩-৪৮

বুঝে-সুঝে
দেখেশুনে
বাস্তব তৎপরতায় দাঁড়িয়ে
ভালমন্দকে বিচার করতে হয় ;
তা' না ক'রে
এলোমেলোভাবে
যা' তা' সংগ্রহ ক'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত করা
মানেই হ'চ্ছে—
নিজের ভ্রান্তিকে
কায়েম তো করা হয়ই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও
ভ্রমসঙ্কুল ক'রে তোলা হয়,
যা'র ফলে—
প্রতিক্রিয়ায়
নিজেরই ক্ষতি হয় ;
তাই সাবধান !
বাস্তব তৎপরতায়
চৌকষ সঙ্গতি নিয়ে
যা' জীবনীয়
শুভ-সন্দীপী
তা'কেই পরিবেশন কর,
যা'তে তোমার জানা
অন্যকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
জীবনীয় শুভ-সৌন্দর্য্যের

অধিকারী ক'রে তোলে ;
অন্যায় যা'
তা'
অপদস্থতাকেই ডেকে আনে,
তাই, তা' পাপের । ৯৪৯৬ ।
২১।১২।১৯৬০, রাত ৯-১০

আমি আবার বলি,
বেশ ক'রে বিনিয়ে
বুঝে দেখ—
ঈশ্বরের কোন সম্প্রদায় নেই,
প্রেরিতপুরুষ যাঁ'রা
তাঁ'রাও
কোন সম্প্রদায় উপলক্ষ ক'রে
আসেন না,
তাই, তাঁ'দেরও কোন সম্প্রদায় নেই ;
হিন্দুই বল,
বৌদ্ধই বল,
মুসলমানই বল,
খ্রীশ্চানই বল,
প্রত্যেকেই ধর্ম্মের উপাসক ;
প্রেরিতপুরুষ যাঁ'রা
প্রত্যেকেই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ;
তাঁ'রা
বৈশিষ্ট্যকে
বিশেষেই উন্নীত ক'রে থাকেন—
আরো আরো অভিদীপ্ত নিয়ে ;
ব্যষ্টিগত ভিন্নতা আছেই,
আর, এই বিভিন্নের
একায়িত সঙ্গতিও আছে,

দুনিয়ায়
একটার মতন
আর একটা কিন্তু নেই,
তবে, অবিকল সমান না থাকলেও
সদৃশ আছে,
এক কথায়—
প্রত্যেকটিরই নিজস্ব রকম আছে,
জাতি, বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মের
অনুবন্ধন আছে,
বৈশিষ্ট্যের
ঐতিহ্য-সাংস্কারিক
গুণ ও কর্ম্মে
বিনায়িত
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে,
আর, সব যা'-কিছুর
অন্তঃস্থ হ'য়ে আছেন তিনি—
উৎসর্জ্জনী জীবন ও বৃদ্ধিতে
খরস্রোতা হ'য়ে ;
কোন বৈশিষ্ট্যকেই
তিনি ভাঙ্গেন না,
তিনি
প্রত্যেক বিশেষেরই আপূরয়মাণ,
তাই, প্রত্যেক বিশেষত্বেরই আপূরয়মাণ,
তা' চিরদিনই,
তাই, তিনি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ;
প্রেরিতপুরুষই বল,
অবতারই বল,
যাঁরা আসেন—
ঐ একেরই অবতরণ ;
এই মানবদেহে

তাঁ'রা
মানব হ'য়ে এসেও
সমগ্র দুনিয়ার
প্রতিটি বিশেষের প্রতি
করুণা-নির্ঝর ;
একজনের পর
অন্য যিনি আসেন,—
তিনি
পূর্ব্বতনেরই নবকলেবর ;
একজনকে অবজ্ঞা করলে
সবাইকে অবজ্ঞা করা হয়,
কারণ, তাঁ'রা
ভিন্ন হ'য়েও এক ;
আমরা
সম্প্রদায় গ'ড়ে থাকি
ভ্রান্তির সৌধ নির্ম্মাণ করতে,
এক একটি বিশেষ ভাব নিয়ে
যাঁ'রা একসাথে চলেন—
জাতি-বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য-অনুগ উৎসর্জ্জনায়,
তাঁ'দের নিয়েই
তৈরী হয় সমাজ ;
প্রতিটি ব্যষ্টিগত জীবনেই
ধর্ম্ম আছে,
প্রত্যেকেই
বিহিত উৎসর্জ্জনায়
তা'র উপাসনা ক'রে থাকে—
স্বীয় বোধ-বিনায়িত
কৃতি-তৎপরতায়,—
যা' নাকি
তা'র উপাস্য,
প্রেরিতপুরুষ

বা অবতার পুরুষের দিকে
তাঁ'র মতন ক'রেই নিয়ে যায়,—
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত
উদ্দাম উৎসর্জ্জনার সৃষ্টি ক'রে—
কৃতি-সন্দীপনায় ;

প্রতিটি অস্তিত্বই
প্রতিটি অস্তিত্বের
সঙ্গতিশীল সন্দীপনা—
যা'র ভেতর দিয়ে
প্রত্যেকেই
প্রত্যেককে জানে—
প্রত্যেক যা'-কিছুর বিশেষত্ব নিয়ে
প্রতিটি উদ্‌ভাবনার
অনুভাবিত ঊর্জ্জনায় ;

ঐ নিষ্ঠার ভেতর দিয়েই
কৃতি-সন্দীপনী পরিচর্য্যায়
পরস্পর পরস্পরকে উচ্ছল ক'রে
বোধ-বিকাশের
প্রাঞ্জল লীলায়িত লাস্য নিয়ে
উপভোগ ক'রে থাকে
প্রত্যেকে প্রত্যেককে ;

অসৎ যা'
হিংস্র যা'
সেগুলি
তা'র বিচ্ছেদ এনে দিয়ে থাকে,

তাই, প্রত্যেকেই
অসৎ-নিরোধী হ'য়েও
আপূরণসম্বেগী ;

তাই বলি,
মনে যেন থাকে,
স্মরণ রেখো,

ভুলে যেও না,—
ঈশ্বর এক,
ধর্ম্ম এক,
ব্যক্তি হিসাবে
বিশেষ বিনায়নে
বিশেষের ভেতর
তিনি প্রকট হ'য়ে থাকেন ;
প্রেরিতপুরুষ
বা অবতার পুরুষ
বা পুরুষোত্তম
যা'ই বল না—
ঐ এক,
স্বতঃসন্দীপ্ত ধারয়িতা
ও পালয়িতা যিনি,
ঈশ্বর যিনি,
অধিপতি যিনি,—
তাঁরই
বাস্তব ভাব-অভিষিক্ত
গুণদীপ্ত নরকলেবর,
এবং প্রত্যেক অবতার পুরুষই
দেশ-কাল-পাত্র
ও যুগ-উপযোগী
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনতর অনুশীলন-অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
মানুষকে
সার্থক ক'রে তুলতেই আসেন ;
আর, নিষ্ঠানন্দিত যা'রা—
অনুগতি-কৃতিসম্বেগের
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
কৃতিযাগে

সেগুলি উপভোগ ক'রে
সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আমি বলি—
তুমিও সার্থক হও । ৯৪৯৭ ।
২২।১২।১৯৬০, রাত ১০-২৪

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী
একনবতিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন উপলক্ষে

যিনি ঈশ্বর,
যিনি জীবনের
ধারণপালন-সম্বেগ,
যিনি আপূরণ-তৎপর,
বিশেষের
সাত্বত সন্দীপনা,
জীবনীয় উদাত্ত উর্জ্জনা—
যে সাত্বত
আরাধনার ভিতর-দিয়ে
উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে
এই জীবনস্রোত,
তিনিই তো
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ !
তিনিই তো
অসৎ-নিরোধী
উদ্দাম উর্জ্জনা !
তিনিই তো
জীবনবর্দ্ধনার
কৃতি-ক্ষেত্র !

জীবনস্রোতের
স্রোতল দীপনা
তিনিই তো !
যিনি
বিশেষকে বিনায়িত ক'রে
প্রতিটি বিশেষকে
প্রীতিবন্ধনে
উচ্ছল ক'রে তুলে
বিভবের সুচারু বিভায়
জীবনকে
ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তোলেন,
পুণ্য পবিত্র ঊর্জ্জনায়
নিজের
পরিবার ও পরিবেশকে
পবিত্র ক'রে তোলেন—
কৃতি-তৎপর
আরাধনার ভিতর-দিয়ে—
তিনিই তো বৈশিষ্ট্যপালী !
তিনিই তো ঈশ্বর !
তিনিই তো
সেবাসিঞ্চিত সম্বেদনা !
রাগদীপ্ত প্রীতিবন্ধন !
তিনিই তো—
পিতা
মাতা
আত্মীয়
স্বজন
পরিবেশ
ও পরিস্থিতি !
তিনিই তো
ধৃতিমুখর

বিরাট কুরুক্ষেত্র—
অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র !
আর, বিভব-বিভূতি হ'চ্ছে
তাঁর আহুতি ;

তাই বলি—
"উত্তিষ্ঠত,
জাগ্রত,
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ;
প্রভঞ্জন-উন্মাদনায়
অস্খলিত নিষ্ঠা,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতার সহিত
সেবা কর,
সিক্ত হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থতে
অভিনিবিষ্ট হও,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ব্যক্তিত্বের
অধিকারী হ'য়ে
অমরত্বের উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে
অমৃতমণ্ডিত ক'রে তোল—
পরিবার,
পরিবেশ
ও পরিস্থিতির
যা'-কিছু নিয়ে ;
আর প্রতিপ্রত্যেকেই
চিরায়ু হ'য়ে
বেঁচে থাক ;
তৃপ্ত হও,
দীপ্ত হও,
অভিদীপন-উচ্ছল হ'য়ে

জীবনীয় গুণসম্পন্ন হ'য়ে
পরিচর্য্যাবিভোর হ'য়ে
দুনিয়ার 'পর
ছড়িয়ে পড় ;
প্রীতিবন্ধনদীপ্ত হ'য়ে
জগৎ
স্বর্গে পরিণত হোক্। ৯৪৯৮।
২৩।১২।১৯৬০, রাত ৯-৫৫

তবে বলি শোন—
নিষ্ঠা মানেই হ'চ্ছে
নিতান্ত বা নিবিষ্টভাবে
লেগে থাকা,
ইষ্টনিষ্ঠা মানে হ'চ্ছে—
ইষ্টের প্রতি
নিতান্ত বা নিবিষ্ট-ভাবে
লেগে থাকা,
আর, এই লেগে থাকা
অভ্যাস করতে হবে কিন্তু
ক্রম-তাৎপর্য্যে ;
এই নিষ্ঠার সাথে থাকে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
অভিসারিণী শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে,—
তা'হ'লেই হ'চ্ছে,
সেখানে থাকে
ঐ একান্ত রাগদীপনী তৎপরতায়
ইষ্টার্থ যা'-কিছুকে
পরিচর্য্যা ও পরিপালনে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলার
উদ্দাম অনুরাগ ;

নিষ্ঠাবান যে—
সে
তীব্র তৎপরতা নিয়ে
না ক'রেই থাকতে পারে না তা',
—ভঙ্গুর চলনে
সে
ক্ষুব্ধই হ'য়ে ওঠে নিজের উপর ;
ঐ নিষ্ঠানিবিষ্ট অন্তঃকরণে
নিবিষ্ট নন্দনা নিয়ে
যা'-ই ধরে
তা'তে সে
কৃতী হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ কৃতী চলনের
সাথেই থাকে তা'র
শ্রমসুখপ্রিয় তৎপরতা—
যা'
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সাথে
ওতপ্রোতভাবে চলতে থাকে ;
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যা
হ'য়ে ওঠে তা'র
অন্তরের উদ্দাম আবেগ ;
অন্তঃকরণ
বা মনও তা'র
যেমন নিবিষ্ট,—
নন্দিত কৃতিদীপনাও
তা'র তেমনতরই সুখসম্বর্দ্ধিত,
তাই, তা'র কৃতিসম্বেগ
যেখানে নিয়োজিত হয়—
সুষ্ঠু নিষ্পাদনও
তা'র কাছে সেখানে
সনিব্বর্বন্ধ হ'য়ে থাকে ;

বোধবিকাশ
ও জ্ঞানদীপনী বিজ্ঞতা নিয়ে
তা'র উত্থান আরম্ভ হয় ;
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
তা'র যা' যা' প্রয়োজন—
তা' সে
অধিকার করবেই কি করবে,
ইষ্টার্থী কোন বিষয়েই
অবহেলা করতে পারে না সে ;
নিষ্ঠা-মাহাত্ম্য যা'দের আছে
তা'দের রকমই এমনতর ;
পরাক্রমসন্দীপী
সুনিষ্ঠ
ঐ রকম মানুষের
চালচলন
আচার-ব্যবহার
সব কিছুকেই
অমনতর
সুচারু, সুন্দর,
পরাক্রমনিষ্ঠ ক'রে তোলে,
যা'র ফলে
লোকসম্পদ্ই
তা'র বিভব হ'য়ে ওঠে ;
ভঙ্গপ্রবণ
কিংবা কাটা-কাটা
ছেঁড়া-ছেঁড়া নিষ্ঠা,—
কখনও
উচ্ছল-আবেগে ভেসে উঠল,
নিষ্ঠার হোম-আহুতি
তা'র অন্তরে
কোথাও বা

নিভু নিভু হ'য়ে গেল
বা নিভেই গেল,—
এমনতর লোকের
অমনতর হয় কমই ;
নিজে নিঃস্ব হ'লেও
মূর্খ হ'লেও
লক্ষ্মী-সরস্বতী
তা'র ব্যক্তিত্বে যেন
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
সে যদিও চায় না—
বিভব-বিভূতি কিছু,
কিন্তু বিভব-বিভূতি
তা'কে ছাড়তে চায় না,
ছাড়েও না ;
নিষ্ঠাকে
অনিন্দিত উৎসর্জ্জনায়
বাস্তব কৃতিসম্বেগ নিয়ে
পরিপালন কর,
দেখে নিও—
নিষ্ঠা তোমাকে
কী ক'রে তোলে !
নিষ্ঠানন্দিত ঊর্জ্জনাকে
আগলে ধর,—
না-করার
না-পাওয়ার
কিছুই থাকবে না ;
তাই বলি—
বুক টান ক'রে দাঁড়াও,
নিবিষ্ট অন্তরে
নিষ্ঠাকে
অন্তরে

অচ্ছেদ্য ক'রে তোল,
নিনড় ক'রে তোল,
উচ্ছলার উদাত্ত বিভব
তোমাকে
অঢেল ক'রে তুলবে—
তাঁ'র প্রয়োজনের নিয়োজন যেমনতর
তেমনি ক'রে । ৯৪৯৯ ।
২৫।১২।১৯৬০, রাত ৯-৪২

কেউ যদি তোমার কাছে—
তা'র নিজের সম্বন্ধেই হোক্,
বা অন্যের সম্বন্ধেই হোক্—
কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে
বা উপদেশ চায়,
তা'র নিজের আচার
পরিবেশের প্রতি কিরকম,
ও পরিবেশের আচার-ব্যবহার
তা'র প্রতি কেমনতর,—
তা'র এবং পারিবেশিক অবস্থা
বিবেচনা ক'রে
সমীচীন ব'লে যা' বোধ হয়
তা'কে তা'ই ব'লো ;
নজর রেখো—
তা' যেন কারো
ক্ষতির কারণ না হয়,
অর্থাৎ তোমার উপদেশ
বা যুক্তি
যেন কা'রো অশুভ না আনে—
যদি সে
তোমার উপদেশ বা যুক্তি
অনুসরণ করে ;

মনে রেখো—
অন্যের মঙ্গলের উপর
অনেকেরই মঙ্গল নির্ভর করে। ৯৫০০।
২৬।১২।১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-২০

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী সাত্বতী-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে

সাত্বতীর
পূজাই হ'চ্ছে—
জীবনচর্য্যা,
জীবনীয় আচার-ব্যবহার—
যা'র ভিতর-দিয়ে
সত্তা
পরিপুষ্ট হ'য়ে
জীবনের সৌকর্য্যগুলিকে
সমাধান করতে করতে
সে
আয়ুষ্মান হ'য়ে পড়ে,
আর, ঐ পরিবেশও
মানুষকে
আয়ুষ্মান ক'রে তোলে ;
ইষ্টের
নিদেশপালনী পূজার হোমধূমে
সত্তাকে সুদৃঢ় ক'রে রাখ,
অন্যের সত্তাকেও
তেমনি ক'রে তোল—
জীবনীয় আচারের
সৎ-অনুসরণে—

যা'র ভিতর-দিয়েই
তুমি পাবে—
ইষ্টনিষ্ঠা,
আনুগত্য,
ও কৃতিসম্বেগ—
শ্রমসুখপ্রিয়তার স্রোতল দীপ্তিতে ;
আর, সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি
তোমার ইষ্টে । ৯৫০১ ।
২৬।১২।১৯৬০, রাত ৭-৩

শুনবে— ?
আরো একটা ছোট্ট কথা বলি,—
সন্তানসন্ততির সমক্ষে
পিতামাতা,
ছাত্রের সম্মুখে
অধ্যাপক,
অনুগতিসম্পন্ন অশ্রেয় যা'রা
তা'দের সম্মুখে
শ্রেয়—
তা' স্ত্রীই হোন,
বা পুরুষই হোন,
মনিব
ভৃত্যের সম্মুখে,
অজ্ঞ বা অনিয়ন্ত্রিতদের সম্মুখে
নেতা—
কখনই যেন
ঝগড়া
বা দুঃশীল ইতর ব্যবহার
কিছুতেই না করেন ;
তাঁ'দের অমনতর

ঐ ব্যবহার
তাড়াতাড়ি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে,
তা'তে অন্যেরও শ্রদ্ধাদীপনা
নষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
ফলে, ব্যতিক্রমী বিকৃতি
প্রত্যেককে
বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন ক'রে
বিশ্লিষ্ট ক'রে তোলে,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ও
ক্রমে-ক্রমে
তিরোহিত হ'য়ে যায় ;
ফলে হয়—
'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' ;
তাই বলি—
সাবধান হও,
সংযত হও,
প্রীতিসন্দীপ্ত হও,
স্নেহ-উচ্ছল হও,
কৃতিযাগ-পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ—
স্নেহল হবিঃ-সিঞ্চিত হ'য়ে
ঊর্জ্জনার উদাত্ত হোমাগ্নিতে,
আর, তা' সঞ্চারিত হোক্—
সবার অন্তরে ;
তোমার শাসন যদি
পোষণকে
উচ্ছল ক'রে না তোলে,
তৃপণ-অভিদীপ্ত ক'রে না তোলে,—
শিক্ষা
মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যাবে,
বিদায় নেবে,
তোমারও সার্থকতা

সুরভিসিঞ্চিত হ'য়ে উঠবে না ;
তাই বলি—
সাবধান ! ৯৫০২ ।
২৮।১২।১৯৬০, রাত ৬-৫৩

সব দিক দিয়ে
সব রকমে
ধৃতিপোষণ কৃতি নিয়ে চল,
আর দেখ—
নিবিষ্ট বিনায়নে
কেমন ক'রে কী হয়—
কোন্ ধাতুতে
কেমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে !
তা'ই অধিগত ক'রে
তা'র তুক্গুলি এস্তামাল কর,
সহজ চলনশীল হও—
যা'তে অস্তিত্ব
অটুটভাবে চলন্ত হ'য়ে
চ'লতে পারে ;
এমনি ক'রে
ধৃতি বা ধর্ম্মের সার্থকতাকে
আহরণ কর,
আর, সবার ভিতর
ঐ তুক্গুলি
সঞ্চারিত ক'রে দাও,
সপরিবেশ তুমি
এমনি ক'রে
অমৃতের দিকে এগিয়ে চল । ৯৫০৩ ।
৩।১।১৯৬১, রাত ৯-৩৫

তিনিই বিগ্রহ—
যিনি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে
বিহিতভাবে
গ্রহণ করেন,
স্বীকার করেন,
অর্থাৎ আপনার ক'রে নেন—
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নে,
সুযুক্ত সেবা-সমীক্ষায়
তাঁকে
ধারণ ও অবলম্বন করেন,
আশ্রয় ও সেবা করেন,—
তাঁর গুণগুলিকে
নিজ ব্যক্তিত্বে
বিকাশ ক'রে নিয়ে
ঐতিহ্যের
পবিত্র নিষ্ঠাবেদীতে দাঁড়িয়ে
ব্যক্তিত্বের বিভূতি বিকশিত ক'রে,
এক কথায়—
নিজে তদ্‌গুণান্বিত হ'য়ে
বাস্তব তাৎপর্য্যে;
তাঁর পূজাই
বিগ্রহের পূজা। ৯৫০৪।
৫।১।১৯৬১, বেলা ১১-২৭

অচ্ছেদ্য ইষ্টনিষ্ঠানন্দিত
কৌশলসুন্দর
কুশল কর্ম্ম যেখানে,
যোগও সেখানে
সহজ সন্দীপ্ত—
জাগ্রত;

যোগ মানেই যুক্ত হওয়া,—
তদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার সাথে-সাথে
তজ্জাতীয় কর্ম্মপারগতাও
এসে হাজির হয়—
ক্রম-তাৎপর্য্যে ;
তাই, "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্‌" । ৯৫০৫ ।
৬।১।১৯৬১, সন্ধ্যা ৫-১০

বিশালের বিপুল উর্জ্জনায়
বীচি-উদ্বেলনে
আবর্ত্তন-উদ্‌ভাবনায়
রেতঃনিক্কণ-তাৎপর্য্যে
বৃত্তাভাসের
স্বতঃসন্দীপনী চুম্বক-বিভায়
আবর্ত্তনী উচ্ছলায়
স্থির ও চরের
স্বতঃমূর্চ্ছনী তাৎপর্য্যে
বিচ্ছুরণার ভিতর-দিয়ে
পরাৎপর অণুকণার
উদ্‌ভব হ'তে লাগল ;
এ সব যা'-কিছুর উদ্‌ভাবনা—
ঐ স্থির ও চরের
আকুঞ্চন-প্রসারণী
সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
সংঘাতের সাত্বত সম্বেগে
আকর্ষণ-বিকর্ষণী
উচ্ছল উৎসর্জ্জনার আকৃতি—
যা'
সম্বেদনী অনুকম্পায়
পারস্পরিক সংঘাতের ভিতর-দিয়ে

ভুবিবিলোল তাৎপর্য্যে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠল ;
এই ভবৎসার তাৎপর্য্য
একটা বৃত্তাভাসে
বিশ্লিষ্ট অনুকম্পনে
ফুটে উঠল—
দ্যোতন-হিল্লোলিত,
ডিম্বাকৃতি,
উৎসারণশীল,
শক্তিচ্ছুরণী
উদ্দীপনী
ক্বণন-কম্পনে,—
যা'র এক প্রান্তে স্থাস্নু,
এক প্রান্তে চরিষ্ণু,
আর, মধ্যে তা'র ছিল—
স্থাস্নু-চরিষ্ণুর
সম্মিলিত
বিচ্ছুরিত
স্থৈর্য্যীভূত
চরৎশীল
উচ্ছল উদ্দীপনা ;
চুম্বক-শক্তিসংলেখাগুলি
প্রগল্‌ভ প্রবর্ত্তনায়
বিক্ষুব্ধ, ব্যালোল স্পন্দনে
চর ও স্থিরের
হিল্লোল-উর্জ্জনায়
যখনই
সংক্ষুব্ধ উদ্দীপনায়
বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে লাগল,
তখনই সেগুলি
যেখানে যেমন সঙ্গতিশীল হওয়া উচিত

তেমনি ক'রেই
অজচ্ছল ছায়াপথের
সৃষ্টি করতে লাগল—
উত্তাল সামুদ্রিক উদ্দীপনায়
আবর্ত্তন-তৎপরতায় ;
তা' হ'তে আবার
ঐ আবর্ত্তন-উৎসৃজী
বহু গ্রহপিণ্ডের
সৃষ্টি করতে করতে
বিন্যাস-বিনায়িত তৎপরতায়
স্বতঃ সহজ দীপনায়
সৃষ্টি করল—
নক্ষত্রতারা-খচিত
বিরাট গ্রহপুঞ্জের
সংগ্রথিত সন্নিবেশ ;
এমনি ক'রেই সৃষ্টি হ'ল—
ব্যোমবিজৃম্ভী
নক্ষত্রের
ক্ষত্রদীপনী আবর্ত্তন—
বিশাল বিলোলিত
সৃজন-উৎসারণায় ;
ঐ মহাজাগতিক রশ্মিকণার
দ্যোতনদীপনী উৎসৃজনা
জ্যোত-নিক্বণী
পরাৎপরমাণু-বর্ষণার
বিহিত নিক্বণে
ভরদুনিয়ায়
ছড়িয়ে পড়তে লাগল—
অস্তিত্বকে উচ্ছল ক'রে
জীবন-অঙ্গনকে
সুসন্দীপ্ত রাখতে ;

সংঘাত-সিঞ্চিত
সেই অণুকণা
সংক্ষোভ-সন্দীপ্ত
চেতন-তৎপরতায়
যেমনতর সাত্বত সন্দীপনায়
চেতন-সংক্ষুধ
দীপন রাগসহ
ক্রম-তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে
বোধবিজৃম্ভী তাৎপর্য্যে
যতই
উৎসারিত হ'তে লাগল—
চেতন চৈত্ত বিভাস
তেমনরই
উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল—
সব সম্বেদনার ভিতর দিয়ে
তা'র অস্তিত্বকে
ক্রমনির্দ্ধারিত করতে করতে—
অস্তিত্বের ঋত বিভাসে
আভাস-সন্দীপ্ত
উচ্ছল অনুচলনে ;
আর, ঐ ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাস হ'তে
শক্তি-সংরেখার
নিক্কণী কণাগুলি
উচ্ছল উদ্বেলনে
ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়ে
পরমাণু-অণুতরঙ্গের
সৃষ্টি করতে করতে
ঔপাদানিক অনুনয়নে
সঙ্গত হ'য়ে
ক্রমে ক্রমে
প্রাগ্‌-বস্তুর আভাসে

উজ্জীবিত হ'য়ে উঠল ;

আবার, তা'রই
সংহতি-সন্দীপনায়
স্থূলতর হ'তে হ'তে
ব্যোমবিজৃম্ভী তাৎপর্য্যে
মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতিতে
পর্য্যবসিত হ'য়ে
উপাদানের
বিভিন্ন সন্দোলিত
প্রাণন-সন্দীপনায়
আবর্ত্তনী উদ্ভাসনে
উদ্ভাবিত হ'তে লাগল ;

স্থাবর-জঙ্গম
ইত্যাদি যা'-কিছু
সেগুলি
শাশ্বত সন্দীপনায়
প্রাণনস্রোতা হ'য়ে
ভাঙ্গাগড়ার ভিতর-দিয়ে
রকমারি তাৎপর্য্যে
বিশ্বটাকে
যেখানে যেমন খাটে
তেমনি ক'রেই
স্বতঃ-সজ্জনায়
বিনায়িত ক'রে তুলল,—

গতি, বস্তু ও কৃতির
উচ্ছল স্রোতের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে
সময় ও সীমাতে
সংসিদ্ধ হ'য়ে উঠল,—

ধৃতিদীপনী তাৎপর্য্যও
যথাযথ রকমে

স্থিতিশীল ক'রে
কৃতিস্রোতা সন্দীপনায়
রেতঃনিক্কণী
আত্মিক গতির ভিতর-দিয়ে
ধারণপালন-সম্বেগের
সংহতি নিয়ে
নানা প্রান্তে
নানা রকমে
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠতে লাগল ;
বিশ্ব
সুসজ্জিত হ'য়ে উঠল—
হর্ষ-বেদনার
ব্যাহৃতি-বোধনায় ;
আর, স্থিতি
ধৃতিকে ধ'রে
জীবনীয় উৎসর্জ্জনায়
কৃতিবিভোর তৎপরতায়
জীয়ন্ত তাৎপর্য্যে
উচ্ছল বর্দ্ধনায়
চলতে লাগল—
থাকতে, বাঁচতে, বাড়তে,
বিক্ষোভকে এড়িয়ে
ব্যাহত ক'রে
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে অভিষিক্ত করতে । ৯৫০৬ ।
৯।১।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যদি
ঐশী উৎসুকতাই থাকে তোমার,
সাত্বত ধৃতিই যদি
বাঞ্ছনীয় হ'য়ে থাকে,

মুখে-মুখে
বা রকমসকমে
যেমনতরই
ভঙ্গী কর না কেন—
ঐ বিভব আহরণ করা
দূরূহই হ'য়ে উঠবে
তোমার কাছে—
যদি হাতেকলমে
এতটুকু আকুল আগ্রহ নিয়ে
না কর,
না চল,—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তৎপরতায়
নিজ চরিত্রে
সেগুলি যদি
প্রতিফলিত ক'রে না তোল ;
কেউ তোমার
কিছু ক'রে দিতে পারবে না—
যদি নিজে না কর ;
আর, ঐ করার ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বটা
যদি তেমনতর হ'য়ে না ওঠে,
প্রার্থনাকে যদি
কাজে প্রতিফলিত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
ফুটিয়ে না তোল—
বাস্তব অনুশীলনে—
তা' কি কখনও হয় ?
ক্ষুধাই যদি লেগে থাকে—
খেতে হবেই,
তবে তো সে ক্ষুধা

সার্থক হবে
তোমার সত্তাতে—
সম্বর্দ্ধনী বিভব সৃষ্টি ক'রে!
আর, এই ক্ষুধা তোমার
যেমনতর
একান্ত হ'য়ে চলবে,
ইষ্ট বা আচার্য্য-সন্নিধানে
তা'র তুকতাকও
তেমনি জানতে পারবে,
আর, সার্থকতাও পাবে তা'তে;
নয়তো—
প্রবৃত্তির ভঙ্গপ্রবণ
মূক চলন
যা' ক'রে থাকে
তা'ই করবে;
তাই বলি—
যদি চাওই,
ইষ্টকে আঁকড়ে ধর,
আচার্য্যকে আঁকড়ে ধর,
আর, তাঁদের উপদেশ-অনুযায়ী
ভাবতে চেষ্টা কর,
করতে চেষ্টা কর,
চলতে চেষ্টা কর,
প্রাপ্তি-বিভব
তোমার কাছে
বরেণ্য বিভূতিতে
আবির্ভূত হ'য়ে
সপরিবেশ তোমাকে
মঙ্গল উচ্ছলায়
উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলবে;
যদি ভালই লাগে,

যদি চাওই,—
তদনুগ করণ
তদনুগ চলন
তদনুগ বলন—
এক কথায়—
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
অনুশীলন করাকে
ভুলে যেও না ;
কৃতিবিহীন
বাচালবাজী চাওয়া
পাওয়াকে কি কখনও
আনতে পারে ? ৯৫০৭ ।
১০।১।১৯৬১, রাত ১০-১৫

ঐতিহ্য-নিষ্কাশিত
জীবনীয় সংস্কার
—যা' জীবন ও বৃদ্ধিকে
উল্লসিত ক'রে তোলে—
তা'কে অবহেলা না ক'রে
ঐ সংস্কৃতির সঙ্গতিশীল
উদ্দীপনী
উন্নয়নী যা'-কিছু
সেগুলিকে
ঐতিহ্যের
জীবনীয় তাৎপর্য্যের সাথে
বিহিতভাবে সংগ্রথিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
উন্নীত ক'রে তোল,
ইষ্টনিষ্ঠার অদম্য আকূতি নিয়ে
আচার-ব্যবহার

সুষ্ঠু সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
পরিচর্য্যার পরিবেশনে
সপরিবেশকে
এমনভাবে প্রদীপ্ত ক'রে তোল—
যা'তে জীবনকে
উৎসবমণ্ডিত ক'রে
বিহিতভাবে
আয়ুর অধিকারী হ'য়ে উঠতে পার—
জ্ঞান-কৃতির
শুভ উৎসর্জ্জনায়,
আর, সঞ্চারিত ক'রে ফেল তা'
সবার ভিতর—
যা'তে
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি
ঐ শ্রদ্ধা, জ্ঞান
ও আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
অমৃতপন্থী হ'য়ে উঠতে পারে ;
আচার-ব্যবহার, সৌজন্য
ও বিহিত পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সবাইকে
অভিদীপ্ত ক'রে তোল
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে—
যেন প্রত্যেকের স্বার্থ
প্রত্যেকে হ'য়ে ওঠে—
তা' স্পষ্টভাবে,
জ্ঞান-দীপনায়
মুখরিত হ'য়ে ওঠে
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে ;
দক্ষতা ও ত্বারিত্যের
অনুশীলন ক'রে
সেগুলিকে

তোমার জীবনে
সচ্ছল ক'রে তোল,
মানুষ
তা'দের আপদ্-বিপদ্,
দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বেদনাকে
বিহিত সন্দীপনায়
নিরোধ ক'রে
সমীচীনভাবে
সাম্যের পথে চ'লে
সুসম্বর্দ্ধনায়
জীবনকে
যেন উপভোগ করতে পারে,
আর, তোমার জীবনও
সব দিক দিয়েই
ঐ সম্বৃদ্ধিতে
দ্যুতিমান হ'য়ে উঠুক—
ভক্তি, জ্ঞান ও কৃতিবিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে ;
দেবত্ব তো ওখানেই । ৯৫০৮ ।
১২।১।১৯৬১, রাত ৭-৪০

প্রীতি যা'দের দুর্ব্বল,
কৃতিও তা'দের শ্লথ—
দিশেহারা । ৯৫০৯ ।
১৬।১।১৯৬১, রাত ৬-৫৫

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
যেখানে বিলোল
নিষ্ঠাও সেখানে দোদুল্যমান—
ভঙ্গুর । ৯৫১০ ।
১৬।১।১৯৬১, রাত ৭-১৬

নিষ্ঠা যেখানে অস্খলিত—
বিভামণ্ডিত,
হৃদয়ও সেখানে
নন্দিত,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত—
হিন্দোলিত । ৯৫১১ ।
১৬।১।১৯৬১, রাত ৮-১৮

যে শ্রেয়কেন্দ্রিক
অভ্যাস-আচরণ-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
সত্তাকে
সুস্থ ও সংস্থ রাখা যায়—
ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনায়,
ধর্ম্ম তো তা'ই । ৯৫১২ ।
১৭।১।১৯৬১, সকাল ৭-৫০

আনন্দ যেখানে একনিষ্ঠ—
উদ্‌ভাসিত,
স্বস্তিও সেখানে সুন্দর । ৯৫১৩ ।
১৭।১।১৯৬১, সকাল ৭-৫৫

জীবনের যেখানে শেষ,
অব্যক্তও সেখানে বিশেষ । ৯৫১৪ ।
১৭।১।১৯৬১, সকাল ৯-১০

যা'রা—
তোষণে তুষ্ট,
অথচ শাসনে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তা'দের নিষ্ঠা নাই,
মোক্‌থা কথায়—
বিড়ম্বনাই তা'দের লাভ । ৯৫১৫ ।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৭-৪০

নিজেকে
খুব মানী মনে করে,
অথচ একটু অপমানেই
আত্মমর্য্যাদা হারায়—
তা'রা
ভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব নিয়েই বসবাস করে,
প্রীতি বা অনুরাগও
ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে তা'দের,
একনিষ্ঠ কমই হয় তা'রা। ৯৫১৬।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৭-৪৫

নিজে দোষ ক'রেও
যা'রা
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
রেহাই পেতে চায়,
অন্তঃকরণ তা'দের
দোষদুষ্ট প্রায়ই। ৯৫১৭।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৭-৪৬

বিশ্বাসের ভাঁওতা নিয়ে চ'লেও
বিশ্বস্ত নয় যা'রা,—
জীবন-স্থণ্ডিল তা'দের
আবর্জ্জনাময়, ক্লেদক্লিষ্ট। ৯৫১৮।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৭-৫০

যা'রা
শাসন ও তোষণে
অবিকৃত থাকে—
বোধবিনায়িত তাৎপর্য্যে,
তা'দের নিষ্ঠা উচ্ছল,
মহান ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্যতা

দরদী দীপালী নিয়ে
তা'দের অন্তরে বসবাস করে। ৯৫১৯।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৮-২৬

বিশ্বাস যা'দের ভঙ্গুর,
দর্শনও তা'দের পঙ্গু,
তা'দের দৃষ্টি
প্রত্যয়কে আবাহন করে না। ৯৫২০।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৮-২৮

সন্দিগ্ধ যা'দের মন,
বোধের ম্যপকাঠিও তা'দের
এলোমেলো,
বিশেষকে
বিধায়িত বিশেষণে বিন্যাস করা
দুরূহ তা'দের। ৯৫২১।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৮-৩০

চাহিদা যা'র যেমন
গতিও তা'র তেমনি,
কৃতিসম্ভারও তেমনতর
তা'দের। ৯৫২২।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৮-৩১

বস্তুর
অন্তর-বাহিরের যা'-কিছুকে
বিহিত বিন্যাস-তাৎপর্য্যে
সঙ্গতিশীল বিনায়নে
দেখবার চেষ্টা কর,
দেখে—
কি ক'রে

কেমনতর কী হ'ল—
তা' বুঝতেও চেষ্টা কর,
বুঝে-সুঝে
আবার দেখ—
তুমি তা'র অমনতর
বিন্যাস করতে পার কিনা—
যা'তে অমনতর হয় !
দেখে করতে করতে
হয়তো তুমিও একদিন
ভূতভাবন হ'য়ে উঠবে,—
অর্থাৎ বহু কিছুর
স্রষ্টা হ'তে পারবে,
সূত্রটাকে
বিহিতভাবে
আয়ত্ত করতে পারবে ;
এই দেখা-শোনা-বোঝা
আর, বিহিত বিন্যাসে
সেগুলি করার চেষ্টা—
এর থেকেই
তোমার সহজ প্রজ্ঞা
গজিয়ে উঠবে ;
যদি পার,—
সার্থকতা তোমাকে
নিবিড় আলিঙ্গনে
অভ্যর্থনা না ক'রেই
থাকতে পারবে না । ৯৫২৩ ।
১৭।১।১৯৬১, রাত ৯-২২

দরদীর মত
অনুকম্পাশীল
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়েই তো

পরস্পর পরস্পরকে
সহ্য করে,
পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
করবে না কিছু—
যা'তে মানুষের বুকে
স্বস্তি আসে,
শান্তি-তৃপ্তি আসে,
অথচ ঐক্যের গলাবাজি করবে,
তা'তে কি ঐক্য আসে—
না, ঐক্য হয় ?
তাই, সও, বও,
প্রত্যেকের আপদ্-উদ্ধারণ হও,
দরদীর মত আঁকড়ে ধর,
পরিচর্য্যা কর,
স্বার্থ হ'য়ে ওঠ
পরস্পর পরস্পরের,—
ঐক্য আপনিই আসবে। ৯৫২৪।
১৮।১।১৯৬১, সকাল ৭-৪০

যে তোমার ভাল করে—
ভালবাসে,
তা'র যদি তুমি ভাল না কর—
ভাল না বাস,
তোমার প্রতি
তা'র আন্তরিক সৎ-বন্ধন যা'
তা' আপনি শিথিল হ'য়ে যাবে,
তুমি ঠ'ক্‌বে,
আর, সে ঠকা
তা'কেও বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে। ৯৫২৫।
১৮।১।১৯৬১, সকাল ৮-১৫

স্বার্থপর হও—
প্রীতির অর্থ নিয়ে,
প্রীতি-স্বার্থকে ভুলো না,
ক্ষমতায় যা' থাকে
তা' দিয়ে
অন্যের ভালই ক'রে চল—
বিপদ্-বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রে ;
ভাল হওয়া
ভাল পাওয়া—
তা'র পথই হ'চ্ছে,—
ভাল করা
ভালবাসা । ৯৫২৬ ।
১৮।১।১৯৬১, সকাল ৮-১৮

যে
সকলকে
সমীচীনভাবে ধারণ-পালন করে—
প্রধান তো হয় সে-ই,
প্রধান যদি হ'তে চাও—
বিরোধ-বিদ্বেষকে অতিক্রম ক'রে
মানুষের মাঙ্গলিক অভিযানে
নিজেকে নিয়োজিত কর,—
তোমার সত্তা
দশের মঙ্গলঘট হ'য়ে উঠুক । ৯৫২৭ ।
১৮।১।১৯৬১, সকাল ৮-২০

তোমার অন্তঃস্থ ধৃতি-আধানকে
সমীচীনভাবে
শিষ্ট পরিচর্য্যায়
সবল ক'রে তোল,

স্বাস্থ্যপ্রদ আচরণগুলিকে
এবং খাদ্য-নিয়মন যা'-কিছু
সেগুলিকে
বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
তোমার সত্তার পক্ষে
যেমনতর উপযোগী
তেমনি ক'রেই তা'দের পোষণ দাও,
আর, চলা-বলাগুলিকেও
সেইরকমভাবে
বিধায়িত ক'রে তোল,
—এমনি ক'রেই
দীর্ঘ জীবনের দিকে এগিয়ে চল। ৯৫২৮।
১৮।১।১৯৬১, সকাল ৯টা

নিজেরই মত ক'রে
বিহিত বিচক্ষণ-বিনায়নে
অন্যকে
ধারণে-পোষণে-দানে
প্রীতি-উৎসর্জ্জনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার
যে আপ্রাণ আকূতি
তা' কৃতি-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে সুদীপ্ত ক'রে তোলে—
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে,
ধর্ম্মের
অবয়বই তো সেইখানে,
ধর্ম্মকে পূজা করতে গেলে
অমনি ক'রে পূজা করাই
মানুষকে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত ক'রে তোলে,

সহজ কথায়—
এই যা' আমি বুঝি ;
শিষ্ট অভিসারিণী উৎসর্জ্জনায়
ক'রে দেখ—
কী হয় ! ৯৫২৯ ।
১৮।১।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬টা

বৃদ্ধ মানে
ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে যাওয়া নয়কো,
বরং সামর্থ্যনন্দিত
প্রাজ্ঞ উৎসর্জ্জনী প্রদীপ্তি নিয়ে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
নিজেকে
স্বস্থস্রোতা ক'রে তোলা ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে চললে
সত্তাও
ক্ষয়িষ্ণু হ'য়ে চলতে থাকে,
তাই হয়েছে বার্দ্ধক্য মানে--
ক্ষয়িষ্ণু নিষ্প্রভ হ'য়ে
নিজেকে
অবশ অভিযানে নিঃশেষ করা ;
তাই দেখ—
অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
শিষ্ট অভিদীপনায়
চলতে চেষ্টা কর—
যা'তে ক্ষয়িষ্ণু না হও,
এমনতরভাবে
নিজেকে বিনায়িত কর ;
আর, এই বিনায়িত করতে গেলে
অন্যকেও
তেমনিভাবে বিনায়িত করতে হয়,

এই করার মহড়াতেই
তোমার অন্তরে
বিনায়ন
প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ;
তাই, নিজেও নিভে যেও না,
অন্যকেও নিভতে দিও না,
সার্থক সন্দীপনায়
চির-জাগ্রত রাখ নিজেকে ;
অমৃতের তুক্ জান,
আর, মৃত্যুকে অতিক্রম কর,
—এইতো আমার প্রার্থনা ! ৯৫৩০ ।
১৮।১।১৯৬১, রাত ৮টা

মানুষকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
শিষ্ট ক'রে তোল—
প্রত্যেককে নিষ্ঠানন্দিত ক'রে
দ্যুতিমণ্ডিত
প্রীতি-পরিচর্য্যা দিয়ে,
তোমার সম্বর্দ্ধনা
নির্ভর করছে কিন্তু
তোমার পরিবেশের উপর । ৯৫৩১ ।
১৮।১।১৯৬১, রাত ৮-৪০

অটুট ইষ্টনিষ্ঠ হও—
অস্খলিত আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যকে
আলিঙ্গন ক'রে
ত্বারিত্যের উপহারে ;

দেখে নিও—
তোমার ঐ নিবেদিত জীবন
কোথায়
কী ঊর্জ্জনা নিয়ে
বিকশিত হ'য়ে উঠছে !
সে সৌরভ
তোমাকে তো আমোদিত করবেই,
তা' ছাড়া,
সমস্ত পরিবেশকে
উচ্ছল সুন্দর নিয়মনায়
নিয়ন্ত্রিত করবে—
নন্দনার নন্দিত ঐশ্বর্য্যে ;
তাই, প্রীতিসুন্দর
আচার-ব্যবহার নিয়ে
কৃতি-ঊর্জ্জনায়
সব সময়েই
নিজেকে উচ্ছল ক'রে রেখো,
শ্রমসুখপ্রিয়তাকে
উপভোগ কর,
সপরিবেশ তুমি
উৎসবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠ—
জীবনে
স্বাস্থ্যে
আয়ুতে
আনন্দে । ৯৫৩২ ।
২২।১।১৯৬১, রাত ৮-২৫

সত্তা অনুশ্রয় ক'রেই
বীজের উৎপত্তি,
আর, ঐ বীজেই থাকে

সত্তার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য,
যা'র ফলে—
সে গজায়,
বেড়ে ওঠে—
ঐ সত্তারই তাৎপর্য্য নিয়ে
বিহিত বিন্যাসে ;
আর, সে
যে মাটিতে উপ্ত হয়—
সেই মাটিরই চর্য্যা-বিশেষত্বে
গজিয়ে ওঠে,
আর, সেই বৈশিষ্ট্যের বিনায়নে
সেই গাছই
রকমারি তাৎপর্য্যে বিকশিত হ'য়ে
ঐ সত্তানুগ তাৎপর্য্যে
বাঁচে, বাড়ে,
ফলে-ফুলে শোভিত হয়,—
উৎসর্জ্জনী রাগসম্বেগ
ঐ সত্তায় যেমনতর থাকে
সেই রকমে
মাটির মর্য্যাদা নিয়ে ;
তেমনি
জন্তু বা মানুষাদির তাৎপর্য্য নিয়েই
তা'র সন্তান-সন্ততি
সেমনিভাবেই গজিয়ে ওঠে—
ঐ তাৎপর্য্যেই তৎপর হ'য়ে,
যেখানে তা'র ব্যতিক্রম যেমন—
সন্তান-সত্তায়
ব্যতিক্রমও সৃষ্টি হয় তেমন,
তা'র পূর্ব্বপুরুষের সাথে
তা'র মিল খায় কমই,—
বিভিন্ন গুণকর্ম্মে

রকমারি তাৎপর্য্যে
বিকশিত হ'য়ে ওঠে ;

তাই, তোমার দেশ ও কুলের
জীবনীয় ঐতিহ্য যেমনতর,
সমীচীন সত্তাৎপর্য্যে
তা'কে যদি
অমনি ক'রেই
তা'র বীজ-বিভূতি হ'তে গজিয়ে তোল,
ঐ সন্তান-সন্ততি
হয়তো
আরো আরোতে
পদার্পণ করতে করতে
তেমনি ক'রেই
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
দুর্ব্বল বা ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লে
হয়তো ক্ষীণ হবে,
নয়তো
ব্যতিক্রমে বিনায়িত হ'য়ে
তা'রা
বৃত্তিব্রত-উচ্ছল হ'য়ে
বিকৃত সংগঠনে গঠিত হ'য়ে
নিজেকে অভিব্যক্ত ক'রে তুলবে ;
তাই বুঝে নিও—
সত্তা হ'তেই বীজ আসে,
আর, বীজ হ'তেই উৎপত্তি ঘটে—
বৈধানিক গুণগৌরব
যেখানে যেমনতর থাকে ;
বীজ যেমন,
উৎপত্তিও সেই জাতীয়। ৯৫৩৩।
২৩।১।১৯৬১, বিকাল ৪-১২

ধর্ম্মশিক্ষা মানে—
ধৃতি-বিনায়নী শিক্ষা,
অস্তিত্বকে
স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোলা—
বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে
বিভব-বিভূতি-তৎপরতায়,
যা' মানুষকে
বিশেষ ক'রে হইয়ে
বিহিতভাবে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলে—
অন্তরের
স্বতঃসন্দীপনী বীক্ষণার
সঙ্গতিশীল ঐশ্বর্য্যে। ৯৫৩৪।
২৪।১।১৯৬১, সকাল ৮-৩৫

জন্মগত সংস্কারে
যাঁদের বোধানুধ্যায়িতা আছে—
যে-দিক দিয়ে
যে-বিষয়েই হো'ক না কেন তা'—
স্বতঃসন্দীপনী
অনুভাবনী তৎপরতায়,
তাঁদিগকেই তো
genius অর্থাৎ
প্রতিভাবান ব'লে থাকে ;
স্বতঃসন্দীপনী
আগ্রহ-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যেগুলি মানুষের গজিয়ে থাকে—
পারিবেশিক সংঘাতকে
বিনায়িত ক'রে
সার্থক সংহত ক'রে,
তা'ই তো স্বতঃ-প্রতিভা ;

আর, যাঁ'রা
অনুধাবনী অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন
তাঁ'দিগকেই
বিজ্ঞ অর্থাৎ
man of wisdom ব'লে থাকে ;
অধ্যবসায়-অনুদীপ্ত হ'য়ে
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
প্রতিটি ব্যাপারের বিন্যাস-বিনায়নে
যে সঙ্গতিশীল বিজ্ঞতা লাভ করা যায়—
যে বিষয়েই হো'ক্ না কেন,—
বিহিত তৎপরতা নিয়ে,
বিজ্ঞতার বিভাসিত সৌধ
সেখানেই
বিন্যাস-বিভূতিতে বিভবান্বিত হ'য়ে
বিভবদীপ্ত হ'য়ে থাকে,
আর, সেই বিভূতিকেই
আমি বলি—
বিজ্ঞতা। ৯৫৩৫।
৩১।১।১৯৬১, বিকাল ৪টা

প্রীতি-বিশ্বাসিত হও—
কৃতিশীল সুবীক্ষণী তাৎপর্য্য নিয়ে,
শুভ সন্দীপনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে,
সবাইকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
—এমনি ক'রেই
প্রাজ্ঞ ও শিষ্ট
অশেষ জীবনের অধিকারী হও। ৯৫৩৬।
১।২।১৯৬১, সকাল ৯-৫০

আমি বুঝি এই,—
ঈশ্বর মানে আমি বুঝি—
অধিপতি,
যিনি আমাদের
ধারণ-পালন করেন ;
খোদা মানে আমি বুঝি—
প্রধান,
যিনি আমাদিগকে
প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করেন ;
God কথাও নাকি হয়েছে
'হু'-কথা থেকে,
'হু' মানে আরাধনা,
আমাদের আপদ্-বিপদ্
দুঃখদৈন্যের জন্য
আমরা যাঁকে আহ্বান করি
শক্তি প্রার্থনা করি—
যা'তে আমরা
আপদ্-বিপদ্ হ'তে নিষ্কৃতি পাই,
উচ্ছল হ'য়ে উঠি
ও দীপ্ত হ'য়ে উঠি,
অস্তিত্বে অবাধ হ'য়ে উঠতে পারি ;
তাহ'লে দেখ—
এ সবগুলি
ঈশ্বরেরই গুণাবলী ;
তাই বলি—
সকলের ঈশ্বরই এক ;
আমরা
প্রার্থনা করি তাঁ'র কাছে,
প্রার্থনা মানে—
প্রকৃষ্টরূপে চলা,
যে-চলার ভিতর-দিয়ে

আমরা আমাদের অস্তিত্বকে
সামাল রেখে চলতে পারি,
সম্বৃদ্ধ রেখে চলতে পারি,
সন্দীপ্ত রেখে চলতে পারি ;
যে যা'ই বলুক না কেন—
ঈশ্বরের কোন
অংশীদার নেই,
তিনি
ভরদুনিয়ার
ব্যষ্টি-শুদ্ধ সমষ্টির
একমাত্র অধিপতি,—
যা' ঋষিরা
মহানরা
আমাদের কাছে ব'লে গিয়েছেন,
যে নিয়ম
বা নীতি-অনুসারে চললে
আমরা আমাদের
সেই উদ্ধাতাকে
আমাদের সেই নন্দনার
একমাত্র অধিপতি যিনি—
তাঁকে
ধ'রে, ক'রে, চ'লে
বোধবিবেকের অনুনয়নে
সাত্বত স্বস্তির
অধিকারী হ'তে পারি :
তাই, হিন্দুই বল,
মুসলমানই বল,
খ্রীশ্চানই বল,
যে যা'ই বলুক না কেন,
ঈশ্বরকে উপলক্ষ ক'রে
যে যা'ই করুক না কেন,

তা' সেই এককেই
আরাধনা করা ;

আল্লার কথা,—
শ্নেছি নাকি
অথর্ব্ববেদ
তাঁকে 'অল্লা'ই বলেছেন,

আর, সেই
'আল্লা' মানে হ'ল—
যিনি সব যা'-কিছ্বকে গ্রহণ করেন ;

তবেই দেখ—
আমরা
সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকে বড় ক'রে
ঈশ্বরের শরিক আরোপ করতে চাই,
এমনতর দ্বর্ম্মদ স্বার্থলোল্বপতা
কি আর আছে ?

ফল কথা,
ধর্ম্মতঃ
ধৃতিসন্দীপনী তৎপরতার জন্য
সত্তাকে
স্বস্তিময় ক'রে রাখবার জন্য
আমরা
ঐ একজনকেই ডেকে থাকি—
যা'র যেমন ঐতিহ্য,
প্রথা বা রীতি-মাফিক ;

আমরা যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে
হিন্দ্বকে অবজ্ঞা করি,
যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে
ম্বসলমানকে অবজ্ঞা করি,
যখন তাঁরই দিকে তাকিয়ে
খ্রীশ্চানকে অবজ্ঞা করি,
তখন কি

তাঁকেই অবজ্ঞা করি না ?

ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যের
আরাধনার জন্য
ধাতা যিনি
দীন-দুনিয়ার মালিক যিনি—
তাঁর
ধারণাদীপ্ত অনুদীপনাকে
একটা বেকুবের মত
ভাগ ক'রে দিই—
কটু দৃষ্টি নিয়ে,
তা'তে কি তা'
সার্থক হয় কখনও ?
তা' হয় না ;

সম্প্রদায় হ'তে পারে
আচার-বিচার, খাদ্যখানা নিয়ে,
বিবাহ-সম্বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে,
দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে
যে-দেশে যেমনতর প্রথা
সেই প্রথার ভিতর-দিয়ে
ঐ উজ্জর্নাকে
অনুভব করি আমরা,—
তা' সেখানকার
পূজা-পাব্বর্ণ-প্রথা ইত্যাদি
যা'তেই বল না কেন ;

যখনই তুমি হিন্দু হ'য়ে
একজন মুসলমানকে
সাহায্য করছ না
বাঁচতে—বাড়তে,
একজন মুসলমান হ'য়ে
একজন হিন্দুকে
সম্বর্দ্ধনাদীপ্ত হ'য়ে

বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য
পরিচর্য্যা করছ না,
যখন তুমি
একজন ক্রীশ্চান হ'য়ে
হিন্দু-মুসলমান যেই হো'ক্—
তা'র সম্বৃদ্ধির জন্য
চেষ্টা করছ না,
সমবেদনা প্রকাশ করছ না,
পরিচর্য্যী পরিশ্রমে
তা'কে
আপদ্‌মুক্ত করছ না,
যে ভাষায়
যেমন ক'রেই বল না কেন—
ঈশ্বরকে
তুমি সেই মুহূর্ত্তেই অবজ্ঞা করছ ;
এমন কি—
দুষ্টকে যদি
শিষ্ট করতে না চেয়ে
কেবলই শাস্তি বিধান কর,
তা'ও কিন্তু—
আমার মতে—তা'ই ;
তুমি
সন্ধ্যা-আহ্নিক কর,
নামাজ কর,
তোমাদের ঋষিরা
প্রেরিত পুরুষরা
যা' শিখিয়ে দিয়েছেন—
যেমন ক'রে আচমন করতে
তেমন ক'রেই কি
আচমন কর না ?
আমি তো বলি,

আচমন-প্রথা ব'লে দেয়—
তুমি পরিশুদ্ধ হও,
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর,
শিষ্ট হও,
প্রীতিপুষ্ট হও,
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তৎপরতায়
প্রতিপ্রত্যেককে
শিষ্ট
ও পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তোল—
প্রীতিচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে,
আর, তা'ই হবে
তোমার জীবনের
বাস্তব ঈশ্বর-আহুতি ;
এ ছাড়া
লাখ সম্প্রদায়ই সৃষ্টি কর না কেন—
ভেদসন্দীপ্ত
শাতনী সম্বর্দ্ধনাই বেড়ে চলবে,
স্বর্গ
তোমাদের কাছে
বিসর্গে পরিণত হবে ;
তাই বলি আমি,
যদি ধার্ম্মিক হও—
সবাই তোমার ঈশ্বরীয় সম্পদ্,
অধার্ম্মিক হও—
তা' ধর্ম্মের অজুহাতেই হোক্,
আর, যে দিক দিয়েই হো'ক্ না কেন—
ঐ শাতনী সন্দীপনার
কর্কশ চক্ষুই লাভ হবে ;
মনে রেখো—
মানুষ-মানুষে মতান্তর হ'লেও

ঈশ্বরীয় ধর্ম্মে
কা'কেও অন্তরিত করা যায় না,
বরং শাতন ধর্ম্মে
অন্তরিত করা যায়,—
যদিও প্রত্যেকের
জীবনীয় ঐতিহ্য ও কুলসংস্কার
অনেক আলাহিদা থাকতে পারে ;
আর, ধর্ম্ম মানেই
ধৃতি-আচার,
বাঁচাবাড়ার আচার,
স্বস্তিসম্বেদনার আচার ;
প্রত্যেক প্রেরিতপুরুষই বল,
আর, অবতারই বল,—
তাঁরা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তাঁরা
ভেদবৃত্তি পরিবেশন করেন না
কোথাও,
দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী
যেখানে যা'র যেমন প্রয়োজন হয়
তা'ই ক'রে থাকেন,
পূর্ব্বতনদিগকে
শিষ্ট বিনায়নে
বিনায়িত ক'রেই
তাঁ'রা চ'লে থাকেন,
এই প্রেরিতপুরুষদের ভেতর
যা'রা বিভেদ করে
তা'রা তখনও বিকারগ্রস্ত ;
মোট কথা—
একজন
প্রকৃত ঈশ্বর-উপাসনাকারী
শিষ্ট হিন্দু,

একজন শিষ্ট মুসলমান,
একজন শিষ্ট খ্রীশ্চান—
প্রত্যেকেই
হৃদ্য অনুধ্যায়নায় নিবন্ধ,
ঈশ্বরের যত নামই থাক্—
তাঁরা ঐ সেই
একজনেরই উপাসক,—
ক্রম-তাৎপর্য্যের তফাৎ থাকতে পারে ;
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে
যা' বুঝি—
তা' এই ;
তাই বলি,
সম্প্রদায়ের খাতিরে
মানুষকে কি ভ্রান্ত করা ভাল ? ৯৫৩৭ ।
৩।২।১৯৬১, বিকাল ৪টা

যিনি তোমার প্রিয়পরম—
যিনি তোমার মূর্ত্ত ভগবান—
ইষ্ট, আচার্য্য যিনি—
তাঁ'র পরিচর্য্যা
যদি তুমি
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
জীবন দিয়ে না কর—
অন্তরে-বাহিরে
সবরকমে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তবে কি
যিনি প্রিয়
যিনি পরমেশ্বর
যিনি সাত্বত ধৃতি
তাঁকে

তোমার জীবনে
ক্বতিসন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তোমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত
যা'-কিছুকে
বাস্তবে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে ?
তাই বলি,
সব কর—
কিন্তু ফাঁকিতে প'ড়ো না,
তোমার ঐতিহ্যবেদীতে দাঁড়িয়ে
জীবনীয় কুলাচারকে
শ্রদ্ধাবিনায়িত সন্দীপনায়
পরিপালন ক'রে
চালচলন আচার-ব্যবহারে
সমস্ত পরিবেশকে
শিষ্ট প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
আর, অমনি ক'রেই
সবার অন্তরে
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ,
আর, সব নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিনায়িত ক'রে তোল,
তোমার অস্তিত্বই গেয়ে উঠুক—
'জয় জগদীশ্বর'—
প্রতি পদক্ষেপে,
ক্বতিতপের
পরিতৃপ্ত নিষ্পাদনী উর্জ্জনায়। ৯৫৩৮।
৪।২।১৯৬১, রাত ৭-৪৫

যখনই
নিষ্ঠানন্দিত
কুলাচারসম্পন্ন মহৎ

কৃতিদীপ্ত ধৃতিগরীয়ান বিজ্ঞ যাঁ'রা
অল্পায়ু হ'য়ে জন্মে
তিরোহিত হ'য়ে যাচ্ছেন,
বুঝে নিও—
জীবনীয় নিষ্ঠা-মেরুদণ্ড ভেঙ্গে
ঐতিহ্যবেদীকে ছারখার ক'রে দিয়ে
দুর্দ্দিনের আগমন
ত্বরিত গতিতে
সাত্বত বিধিবিনায়িত আত্মনিয়ন্ত্রণকে ভেঙ্গে
আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে
বেল্লিকের মত
সমস্ত দেশকে
ক্রীতদাস-তৎপরতায়
মুহ্যমান ক'রে
দেশ ও সমাজের কৃষ্টিকে
উপেক্ষা ক'রে
বিধিব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
শিষ্ট সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বকে
ভেঙ্গে-চুরে
আচার
ও সামাজিক ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
অপলাপে জলাঞ্জলি দিয়ে
এগিয়ে যেতে থাকে—
নির্য্যাতন-অভিদীপ্ত শাতনের দিকে ;
ব্যষ্টিজীবনে যখন
পরাক্রমী বীর্য্য না থাকে,—
তখন অন্তরে-বাহিরে
কৃতি-ঊর্জ্জনা
অবশ হ'য়ে পড়ে,
ব্যক্তিত্বের চারিত্র্য-বল হারিয়ে
অসৎ-শাসনকে

অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে
দুর্জ্জন
ও ব্যতিক্রমের ইন্ধন হ'য়ে ওঠে ;
ব্যষ্টি ও সমষ্টির
সৎ-উদ্দীপনী শক্তি
নিষ্ঠাহারা হ'য়ে ওঠে
দীপ্তিহারা হ'য়ে ওঠে—
ধৃতিবিনায়িত কাণ্ডারী যদি না থাকে ;
তাই বলি,
এখনই সাবধান হও,
ভরদুনিয়াটা
কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ
কর্ম্মক্ষেত্র,
কৃষ্টিকে
সহজাত সার্থকতায়
উচ্ছল উদ্দীপনী তাৎপর্য্যে
বিধায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বের বিকাশ-বিনায়নায়
সার্থক সন্দীপনী সুস্রোতা হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
ঐতিহ্যবেদীতে
নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
লোকপরিচর্য্যায়
স্বস্তিকে আবাহন ক'রে
ধৃতি-উৎসারণায়
ঐ অনুবেদনী আগ্রহ নিয়ে
চলতে থাক,
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
সুসংবদ্ধ ক'রে তোল—
অনুকম্পী পরিচর্য্যায়

প্রত্যেককে
স্বস্তিমুখর উচ্ছলায়
উদ্দীপ্ত ক'রে,
বৈধী উদ্দীপনায়
মহৎকে অনুসরণ ক'রে
মহত্ত্বকে গজিয়ে তোল—
মহতের প্রতি
অকম্পিত ভক্তি নিয়ে,
—হয় তো
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে
এড়িয়েও যেতে পার
ঐ শাতনিক নির্য্যাতন হ'তে ;
নতুবা—
ঝঞ্ঝা ঐ এলো। ৯৫৩৯।
৬।২।১৯৬১, রাত ১১-৩০

সৎ কথার থেকেই
সন্তের উৎপত্তি,
বৈধী বিনায়নী
পারস্পরিক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তবায়িত দর্শন ও জ্ঞানের
চর্য্যানিপুণ তৎপরতায়
নিষ্ঠানন্দিত
আত্মস্থ আনতি নিয়ে
সব দিক দিয়ে
সমীচীনভাবে
যাঁ'রা
লোক-অস্তিত্বের উপাসক—
সন্ত তো তাঁ'রাই। ৯৫৪০।
৭।২।১৯৬১, বেলা ১১টা

পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝাঁ মহাশয়ের বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ-উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র

বিধাতার
আশিস্-প্রসাদে
আজ আপনি
নিয়ন্তার আসনে অধিষ্ঠিত,
আপনার প্রীতি-আলিঙ্গনে
লোকজীবন
সার্থক হ'য়ে উঠুক
শিষ্ট হ'য়ে উঠুক,
আপনার
আন্তরিক অনুকম্পা
প্রত্যেককে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলুক,
আপনার
সেবা-পরিচর্য্যী দেব-আরাধনা
প্রসাদ-বিকিরণ ক'রে
প্রত্যেকের হৃদয়
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
সুষ্ঠু শিষ্ট যা'রা—
নন্দনায়
স্ফীত হ'য়ে উঠুক,
পাপী যা'রা—
পাপমুক্ত হোক,
আপনারই ঐ আলিঙ্গন
তা'দিগকে
পাপমুক্ত ক'রে তুলুক,
আপনার আশ্বাসবাক্য
কার্য্যে ধ্রুব হ'য়ে উঠুক,

আপনার দ্যোতনবিভা
মানুষের অন্তরে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে
প্রত্যেককে
দ্যুতিমান ক'রে তুলুক,
প্রত্যেকে
জীবনের অধিকারী হোক
আয়ুর অধিকারী হোক,
পরস্পর পরস্পরকে
উপভোগ করুক—
নন্দনার স্বর্গবিভা নিয়ে,
অন্তরে
তৃপ্তির দীপালী
জাজ্বল্যমান হ'য়ে থাকুক ;
প্রার্থনা করি
পরমপিতার কাছে—
আপনি
আরো আরো হ'য়ে
বিষ্ণুর বিস্তার-প্রসাদে
সবাইকে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলুন,
কেউ যেন
দুঃখী না থাকে,
কেউ যেন
অলস না থাকে,
আপনার ব্যক্তিত্বের দিগ্বলয়ে
প্রত্যেকেই যেন
স্বর্গসুখ উপভোগ করে ;
দয়ী পুরুষ
দয়াল যিনি—
তাঁর কাছে আমার

এইই একান্ত প্রার্থনা।—

আপনারই দীন

প্রীতি-অনুকম্পী আলিঙ্গন-অনুগ্রহপ্রার্থী

আমি। ৯৫৪১।

৮।২।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৩৩

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী—
দোল-উৎসব উপলক্ষে

সৃজন-স্পন্দনের
উৎসই হ'চ্ছে—
দোল,
যেখানে এই স্পন্দন
দোলই হয় তা'র উৎস,
ঐ দোলনক্রিয়ার
ভিতর-দিয়েই আসে—
শব্দরাগ,—
যা'
সৃজন-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নানা রকমে
নানা ভঙ্গীতে
উপযুক্ত যা'-কিছুতে
পর্য্যবসিত হ'য়ে
সৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
মাধুর্য্য সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে
সঞ্জীবিত রেখে দিয়েছে ;
তা'র গোড়ার দেবতাই হ'চ্ছেন—
শ্রীকৃষ্ণ,

যিনি
আকর্ষণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছুকে
বিশেষভাবে
বিনায়িত ক'রে
সমষ্টির
অঢেল উৎসারণায়
বিশ্বকে
ব্যাপৃত ক'রে রেখেছেন ;
আবার, ঐ আকর্ষণের
অনুগ্রহই হ'চ্ছে—
প্রীতি ;
পারস্পরিক
প্রীতিপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষ যতই
এগিয়ে চলবে
আরো আরোর পথে,
তা'র অন্তর
উপভোগ করবে—
ঐ দোলন,
রাস বা শব্দ বা গতি বা কম্পনের
বিহিত ব্যাবর্ত্ত
স্রোতল দীপনা,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠলেন—
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
এবং মহিমান্বিতা শ্রীরাধা ;
রাধা—
প্রকৃতির অনুরঞ্জনায়
অভিব্যক্ত হ'য়ে
আবীর-উৎসর্জ্জনায়

ঐ শ্রীকৃষ্ণের সাথে
দোলদীপালীতে
উর্জ্জী তৎপরতায়
প্রাণের
আকুল স্পন্দন-নন্দনায়
মিলিত হ'তে যান
ঐ শ্রীকৃষ্ণেরই
আকর্ষণী অনুদীপ্তিতে,

আর, নানা রকমে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে
ধারা সৃষ্টি ক'রে
ধৃতিদীপনাকে
পরিপ্লুত ক'রে তোলেন ;

এই প্লুতদীপনী
তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
দোললীলার
পুণ্য দীপনা,

যা'র ভিতর-দিয়ে
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত
আনুগত্য-কৃতির
পরিপ্লাবনী খেলায়
এই বিশ্বটা
বিশ্ব হ'য়ে উঠেছে ;

তাই বলি—
স্মরণ কর তাঁ'কে,
নমস্কার কর তাঁ'কে,
স্তুতি কর তাঁ'কেই,—
যিনি
এই দোললীলার পরম উৎস,
পরম উৎসর্জ্জনা,
পরম উদাত্ত

উদ্দীপনী অনুচলনা,—

যা'কে আশ্রয় ক'রে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তার
পরিব্যাপনী
উল্লোল উদ্দীপনা
মানুষকে
প্রীতি ও কৃতিমুখর ক'রে
শিষ্ট সুন্দরের আভাস-বিভায়
বিদীপ্তির
তৃপ্তিমধুর সন্দীপনা নিয়ে
সুখ ও দুঃখের তাৎপর্য্যকে
বিনায়িত ক'রে
সৎসন্দীপ্ত ক'রে তোলে ;

জান,
বোঝ,
দেখ,
আর, তোমার ইষ্ট যিনি—
শিষ্ট সন্দীপনী
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তায়
তাঁ'রই সেবা করতে থাক—
তাঁ'রই বিশ্বে—
তাঁ'কে ;

আর, প্রার্থনা করি তাঁর কাছেই—
ঐ সাধু প্রভাব
তোমাদিগকে
সুষ্ঠু, সুন্দর ও সন্দীপ্ত ক'রে
অঢেল ক'রে তুলুক ;

আমার হৃদয়স্থ যিনি—
তোমাদের হৃদয়স্থ যিনি—

প্রতিপ্রত্যেকের
ঐ এক ধারা সৃষ্টি ক'রে
সবাইকে
আপ্লুত ক'রে তুলুন। ৯৫৪২।
১২।২।১৯৬১, রাত ৮-৩০

নিজে
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ নন্দনায়
বিশ্বস্ত হও—
আচারে-ব্যবহারে
পরিচর্য্যী তৎপরতায়
কথায়-কাজে
সুবিবেকী
দক্ষ কুশল ত্বারিত্য নিয়ে,
এমনি ক'রেই চলতে থাক
বহুদর্শিতা অর্জন করতে করতে—
সুষ্ঠু শিষ্ট তৎপরতায়,
জীবন-পথে
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
সার্থকতা লাভ করতে করতে,
বর্দ্ধনা তোমাকে
অভ্যর্থনা করুক। ৯৫৪৩।
১৮।২।১৯৬১, সন্ধ্যা ৫টা

ব্যষ্টিগত বিশেষ-সহ
সমষ্টিকে
বিহিত বিনায়নে
বিন্যাস ক'রে
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
সাত্বত বিধায়নায়
বিশাসিত ক'রে

সুসমঞ্জসা তাৎপর্য্যে
জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত ক'রে
পূরণ ও পোষণ করাই হ'চ্ছে—
রাজনীতির
জীবন-সঞ্জিত
বিহিত বিশেষ তুক্ ;
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
এই পূরণ-পোষণ-তাৎপর্য্যকে
অবহেলা ক'রে
যা'ই কর—
তা'
গণ ও সমাজের ভিতর
বিক্ষোভই নিয়ে আসবে ;
বিহিতের
বিশেষ পরিচর্য্যাকে
উপেক্ষা ক'রে
যা' করবে—
তা'-ই
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলার
সৃষ্টি করবে,
গণ ও সমাজকে
ধ্বংসের পথেই
পরিচালিত করতে থাকবে ;
রাজনীতিই যদি কর—
প্রতিপ্রত্যেককে
ধর্ম্মীয় তাৎপর্য্যে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
সঙ্গতির
ললিত লাস্য নিয়ে,—
তুমিও সুখী হবে,
আর, ঐ সুখে

দেশ ও সমাজ
সন্দীপিত ও তৃপ্তস্রোতা হ'য়ে চলবে। ৯৫৪৪।
২৪।২।১৯৬১, রাত ৯-২০

তবে শোন—
ধ্যান মানে
মনন করা,
এক কথায়—
ইষ্টার্থ-চিন্তন,
ইষ্টার্থ-চিন্তা করতে গেলেই
তা'র সম্বন্ধে যেমন
ভাল চিন্তা আসে,
তেমনি মন্দও আসতে পারে,
এর সবটার মাঝখান দিয়ে
চলে যেন তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
ধীস্রোতা তৎপরতা ;
এর ভিতর
অমৃতসন্দীপনী কতকগুলি চিন্তা
যেমন আসে,
পাশে পাশে
অন্য চিন্তাও আসে ;
যে চিন্তাই আসুক—
তা'কে যদি এড়াতে না পার,
তাহ'লে দেখ
ঐ ভাল চিন্তার ভিতর
কোথায় কেমনভাবে
কি ক'রে
মন্দ হ'তে পারে,

আর, মন্দ চিন্তার ভিতর
কোথায় কেমন রকমারি
কী আছে—
বা শুভসন্দীপনী কিছু
আছে কিনা !

এমনি ক'রে
তোমার চিন্তাগুলিকে
বিন্যাস ক'রে দাও—
বিহিত শুভসন্দীপী
স্ফীতিমান স্থৈর্য্য নিয়ে ;

আর, যেগুলি তা'কে
জীবনীয় ক'রে
তোমাকে
স্থৈর্য্যশীল
জীবন্ত ক'রে তোলে—
সেইগুলি গ্রহণ কর,

আর, যেগুলি অমঙ্গলসূচক—
যা'র ভিতর
কোথাও কোনরকম
মঙ্গলদীপনা নেই কো—

তা'কে ছেড়ে দিয়ে
ঐ তাঁ'র চিন্তাতেই
লেগে থাক ;

এমনতর লেগে থাকতে গেলেও
তোমার অন্তঃকরণ
অনেক সময়
বিরক্ত বা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,—
সে জায়গায়
যে শুভ চিন্তা
কর্ম্মে ফলিয়ে তুলতে পারবে—
তা'র আমদানী

যতই করতে পারবে
ততই ভাল ;
এমনি ক'রেই
তদ্‌বিষয়ে
সম্যক্‌ ধারণা চ'লে আসবে—
শিষ্ট সুন্দর হ'য়ে
আচারে—ব্যবহারে,
কথায়—কাজে,
যেগুলি বিন্যাস ক'রে
সঙ্গতিতে এনে
তোমার অন্তর্নিহিত
মাঙ্গল্য-বিভূতিকে
বিহিতভাবে
বিদীপ্ত ক'রে তুলতে পার ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তুমি
তোমার অন্তঃকরণে
প্রীতিনন্দিত
দোদুল বীচিমালার
শুভসিঞ্চিত আনন্দের
সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকবে ;
তৃপ্তি পাবে তুমি,
অনেককে দিতেও পারবে,—
যদি তোমার
ঐ ইষ্টানুগ চলন-চরিত্র
বিবেক-বিভূতির
প্রীতি-হিন্দোলায় দুলে
সবাইকে
তোমার সংশ্লেষে
শিষ্ট ক'রে তোলে—
কৃতিদীপ্ত

উদ্দালক-অতিশায়নী
অনুবেদনা নিয়ে। ৯৫৪৫।
২৮।২।১৯৬১, বিকাল ৩-৫২

তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা-অন্বিত
কৃতিচর্য্যী অনুকম্পা
লোকহৃদয়ে
অধিষ্ঠিত সৃষ্টি ক'রে
উদাত্ত আগ্রহ-নন্দনায়—
যা'
দীপ্ত পরাক্রম নিয়ে
উর্জ্জনায়
শিষ্ট সন্দীপনী কুশলচর্য্যায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই কিন্তু তোমাকে
বিভূতি-মণ্ডিত ক'রে তোলে,
তোমাকে পাইয়ে দেয়
হইয়ে দেয়—
প্রাণের আয়ামকে
প্রতি হৃদয়ে
সন্দীপিত ক'রে
ব্যাপ্তির বিশাল স্রোতে
মুখর অন্বয়ী তৎপরতায়,
শিষ্ট ক'রে
সম্বৃদ্ধ ক'রে
কৃতিকুশল ক'রে সবাইকে ;
তাই, নিষ্ঠানন্দিত
আগ্রহমণ্ডিত

কৃতিকুশল ধৃতিতর্পণাকে

ভুলো না। ৯৫৪৬।

১।৩।১৯৬১, বিকাল ৪-৫২

স্পন্দন
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল
শব্দে,
আর, শব্দই
স্বর বা বাক্,
আর, ঐ বাক্ই হ'চ্ছে—
পরমপুরুষের মূর্ত্তন-বিভা,
আর, ঐ বিভাতেই
অন্তঃস্যূত হ'য়ে আছে—
স্পন্দদ্যুতি,
আর, তা' হ'তেই আস্‌ল—
ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্য;
এমনি ক'রেই
গোটা ব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টি হ'য়ে উঠল—
নানা রকমে
নানা ছন্দে,
সংঘাত-সঞ্জিত
সিঞ্চিতস্রোতা
অনুকম্পনের ভিতর-দিয়ে,
বাস্তবতার
বিস্তৃত বিশাল বিধানে
বিধায়িত হ'য়ে;
আর, তিনিই আদিপুরুষ,
তিনিই পরম পুরুষ,
তিনিই পুরাণ পুরুষ;
অভিধায়না নিয়ে

নিবিষ্ট বিশাসনে
বিধায়িত বিদীপনায়
তাঁ'রই আরাধনা কর,
অস্তিত্বকে
সহজ ক'রে তোল,
সতেজ ক'রে তোল ;
আর, শাতন হ'চ্ছে—
ঐ স্পন্দনার
ছেদ নিয়ে আসে যা'তে,
ব্যাভিচার-ব্যাতিক্রম নিয়ে আসে যা'তে—
দুষ্ট অলৌকিকতার সৃষ্টি ক'রে ;
ওঠ,
জাগো,—
তপঃকৃতিতে
ঐ অনুস্পন্দনকে অনুভব ক'রে,
বিধাতা-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে ;
আর, ঐ পথেই নিয়ে এস—
অমৃতস্রোত । ৯৫৪৭ ।
১।৩।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-১০

তোমার
নিষ্ঠানিপুণ
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি
যদি শৌর্য্য-পরাক্রমে
প্রেষ্ঠ বা ইষ্টকে
প্রতিষ্ঠা না করতে পারল—
সমস্ত সমস্যাকে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে,
বাক্ ও কর্ম্মের অধিষ্ঠিতিকে
সবল ও সুন্দর ক'রে,—

তোমার ঐ অন্তর-আবেগের
সার্থকতা কোথায় ?
তুমি
বিচ্ছিন্ন দৈন্যপরাক্রমীই
হ'য়ে থাকবে ;
তাই বলি,
যদি ভালই বেসে থাক—
অটুট নিষ্ঠায়
তোমার শ্রদ্ধাভক্তি যদি
বিনায়িত ক'রে থাক,
তোমার শৌর্য্য-পরাক্রমী উচ্ছলতা যেন
তোমার প্রিয় যা'-কিছুকে
সচ্ছলই ক'রে তোলে—
সব দিক দিয়ে,
ধন্য
নিনাদ-অনুকম্পী তৎপরতায়,
তোমার সার্থকতা তো
সেখানেই । ৯৫৪৮ ।
৭।৩।১৯৬১, সকাল ৮-১০

যে-নীতির সঞ্চারণ
অমঙ্গলকে অবরোধ ক'রে
মঙ্গলকে
অবারিত ক'রে তোলে—
সত্তার শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
পূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে—
তা'ই তো শ্রেষ্ঠনীতি,
তা'ই তো শীর্ষনীতি ;
কূট মানেও তো
শ্রেষ্ঠ, শীর্ষ,—

যে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
তুমি
লোকপালী হ'য়ে ওঠ,
লোকপ্রীতিমাতাল হ'য়ে ওঠ—
প্রতিটি ব্যষ্টিসহ
সমষ্টি পর্য্যন্ত
বিহিত বিনায়নী সঞ্জীবনায়,—
যা'
প্রতিটি অন্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে
তা'দের অন্তরস্থ ব্যতিক্রমগুলির
বিহিত বিন্যাস-সন্দীপনায়
ব্যষ্টিগত প্রত্যেককে
সার্থক তাৎপর্য্যে অর্থান্বিত ক'রে
সহজ শুভ সমীচীন অনুকম্পায়
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
উৎসারিত ক'রে
সমষ্টিগত ব্যতিক্রমগুলিকে
বিতাড়িত ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়—
দণ্ডে নয়কো,
দানে, সঞ্চারণায়,
সাত্বত প্রীতিদীপ্ত অনুশাসনে,
প্রতিটি ব্যষ্টিকে
সুচারু সুন্দর ক'রে তোলে—
পারস্পরিক তাৎপর্য্যে
সহজ শুভ তৎপরতায়
নিবিষ্ট কৃতিরত ক'রে—
তা'ই তো শ্রেষ্ঠনীতি,
শ্রেয়নীতি,
শীর্ষনীতি,

জীবনীয় প্রভাবের
মঙ্গল ঘট,
উৎসর্জ্জনী আনন্দ ;

কুটনীতি মানে
বক্রনীতিও হয়,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
যেখানে কু
সন্দীপ্ত হ'য়ে আছে
কুশলকৌশলী সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
তা'কে
সু-তে পর্য্যবসিত ক'রে তোলা,—
যা'
সঞ্চালিত সঞ্চারণায়
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে
প্রতিপ্রত্যেককে
সুন্দর ক'রে তোলে—
শুভবিদীপ্ত
বোধ ও বিধির বিন্যাসে,
রঞ্জনার
শুভ আশিস্-অঞ্জলি নিয়ে,
অনুশাসনে
ব্যষ্টিগত অন্তরের
অন্বয় সৃষ্টি ক'রে,—
তৃপ্তি তো সেখানেই ;

যখন মানুষ
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
আকৃষ্ট উদ্গতি নিয়ে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কৃতি-উচ্ছ্বাসে
স্বস্থ ও সবল হ'য়ে ওঠে,
পরস্পরের উন্নতিই যখন

পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,—
ব্যভিচার ও ব্যতিক্রমকে
বিদূরিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে
শিষ্টসুন্দর
চর্য্যানিপুণ
বিহিত উৎসর্জ্জনী তাৎপর্য্যে
সঙ্কলন ক'রে
জীবনীয় অধ্যায়গুলিতে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে
সত্তাকে
সুন্দর ও জীবনীয় ক'রে তোলে—
তা'ই কি সার্থকতা নয় ?
সেখানে কি
তীর্থ-তৃপণা নেই ?
পূর্ব্বপুরুষের তপ-তর্পণা কি
সেখানেই সার্থক হ'য়ে ওঠে না ?
যেমন
'রঘুপতি রাঘব রাজারাম'—ব'লে
লোকহৃদয়
এখনও প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
'পতিত-পাবন সীতারাম'—ব'লে
আনন্দবিহ্বল হ'য়ে ওঠে,
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে যদি
সেই মূর্চ্ছনাই
সুর-সন্দীপনায়
গীত হ'য়ে ওঠে,—
সে গীতা কি
পরম সার্থকতা নয়কো ?
তাই ওঠ,
জাগো,

দাঁড়াও,
বরেণ্যকে অনুসরণ কর,
ব্রতী হ'য়ে ওঠ,
মনের দুঃখকষ্ট,
দরিদ্রতা
যা'তে যেমন ক'রে
মোচন করতে পার,
মোচন ক'রে
যা'তে সুখী হও,
অন্যকেও
সুখী ক'রে তুলতে পার—
এখনও তা'ই কর ;
কূটনীতি মানে—
কুটিল নীতি নয়কো,
কূটনীতি মানে—
আমি যা' বুঝি—
শীর্ষনীতি,
শ্রেষ্ঠনীতি,—
মাঙ্গলিক অভিধা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৯৫৪৯।
৮।৩।১৯৬১, বিকাল ৩-৩০

সুব্রত হও—
তা' গানে, ভ্রমণে, গতিতে,
কুশলকৌশলী
কৃতি-তাৎপর্য্যে ;
তোমার জীবনটা
একটা মাঙ্গলিক প্রপাত হ'য়ে উঠুক—
মাঙ্গলিক পরিচর্য্যায়
কৃতি-উচ্ছ্বাসে ;

অসৎ যা'-কিছুকে
জান—
বিহিত সন্ধিৎসা নিয়ে,—
যেন বিহিত তুকে
তা'কে নিরোধ ক'রে
মাঙ্গলিক অধিষ্ঠিতিতে
সবাইকে
সম্যক্‌রূপে
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পার ;

দরদভরা বুক তোমার
সব আপদে-বিপদে
মানুষের
শুভসুন্দর নিষ্কৃতি-স্থণ্ডিল হ'য়ে উঠুক—
সত্তার সম্বোধন-সঞ্চারণে ;

অসৎ-নিরোধ তুমি
অমনি ক'রেই করতে থাক—
বিহিত যেখানে যেমন
তেমনি ক'রে ;

ব্যর্থ হ'য়ো না,
কম্পিত হ'য়ো না,
দোদুল্যমান হ'য়ো না,
অসৎ-নিরোধই তোমার
সাধনার বস্তু হোক্,

সুসন্ধিৎসার সহিত
সম্যক্ বীক্ষণে
অসৎ যা'-কিছুকে
পর্য্যালোচনা ক'রে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'ই ক'রো—
যা'তে তা' নিরুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,

মাঙ্গলিক অভিদীপ্ত

মানুষের হৃদয়কে আলো ক'রে
উৎসারিত হ'য়ে উঠুক ;
ইষ্টনিষ্ঠা
ইষ্টানীতি
অস্খলিত উচ্ছ্বাসে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক—
তোমার প্রতিটি কাজে,—
তা' সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনাতেই হোক,
আর, অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যের
ভিতর-দিয়েই হোক ;
দরদী হও,
লোকপ্রীতি তোমাকে
মুগ্ধ ক'রে তুলুক,
দুঃখকষ্ট-নিরাকরণ
তোমার
স্বভাব-সন্দীপনা হ'য়ে উঠুক,
এমনি ক'রেই
প্রতিটি প্রত্যেক
যেন তা'র আত্মিক উৎসর্জ্জনায়
ভরপুর হ'য়ে ওঠে
এমনতরভাবে—
যা'তে সে তা'
না ভুলতে পারে ;
আর, আমি বলি—
প্রতিটি গানে
প্রতি পদক্ষেপে
প্রতিটি আপদ্-উদ্ধারণ-গতিতে
তা'রা তোমাকে
তা'দের হৃদয়-দেবতা ব'লে
বিভোর হ'য়ে উঠুক ;
তুমি শান্তি আন,

তৃপ্তি আন,
সাহায্য দিয়ে
ক্বতিতৎপর করে তোল
সবাইকে—
যা'র ফলে
তা'রা
স্বতঃসন্দীপ্ত
ক্বতিবিভবসুন্দর হ'য়ে ওঠে—
বিভূতে
প্রীতিবিহ্বল হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই
প্রতিটি হৃদয়ে
বিভু-অধিষ্ঠিতকে
সজাগ ক'রে তোল,
আর, ঐ সজাগ ব্রতে
ব্রতী হ'য়ে চলতে থাক,
তোমার শুভ যেন
সবার শুভ হ'য়ে ওঠে । ৯৫৫০ ।
৮।৩।১৯৬১, রাত ৮টা

দেখ,
ধর্ম্ম মানেই
সাত্বত ধৃতি,
সাত্বত ধৃতি হ'চ্ছে—
সত্তার সুসংস্থিতি,
আর, এ করতে হ'লেই
তোমাকে
হাতে-কলমে এ সব করতে হবে,
যা' যা' কিছু জীবনীয় ব্যাপার,
তোমার নিজস্ব যা' জীবনীয় ব্যাপার,
সবগুলিকে

বিহিত বিবেচনা ক'রে
পরিপালন করতে হবে ;
যেমন আচার,
তেমনি ব্যবহার,
তেমনি স্থৈর্য্য নিয়েই
চলতে হবে,
আর, নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য, কৃতিদীপনা
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার সহিত
ঐ করার ভিতর-দিয়েই
ক্রমে-ক্রমে
সহ্যও আয়ত্ত হ'য়ে আসবে,
যা'র ফলে—
তুমি সহজে
স্থবির হ'য়ে উঠবে না ;
তাই বলি,
ধর্ম্মাচরণকে বাদ দিয়ে
যা'-ই কিছু কর না কেন—
তা' সত্তাকে
সুশিষ্ট ক'রে তুলবে না কিন্তু ;
যেমনতর আবেগ-রণনে
তোমার জীবনসূত্র তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে
কিংবা অবসন্ন হয়,—
তোমার সত্তার অবস্থাও
তেমনি হ'য়ে ওঠে,
আবার, শব্দ, গন্ধ ও ভাব-মূর্চ্ছনার
কৃতি-আবেগ যেমনতর,—
তোমার সত্তাসম্পদও
তেমনি হ'য়ে উঠে থাকে—
ভাবসন্দীপ্ত শব্দে, গন্ধে ও শ্রবণ-তাৎপর্য্যে,
সমীচীন সংবেদনায়,

মনন-সন্দীপনায়,
আবার, মস্তিষ্ক ও তা'র স্নায়ুপথগুলিও
তেমনি তেজালো ও শক্তিশালী হয়,
মাংসপেশীগুলোকেও
তেমনি জোরালো ক'রে তোলে,
সেগুলি জীবনীয়ও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
সাত্বত ধৃতি নিয়ে,
আর, ধৃতি
উচ্ছলা হ'য়ে ওঠে ব'লে
তা'র নাম ধর্ম্ম,
সাত্বত আহার-বিহার, চালচলন,
আচার-বিচার
ঐ সব সরঞ্জামেরই উদ্যোক্তা কিন্তু ;
যা'ই কর আর তাই কর—
তুমি ধৃতিপালী হও,
ধর্ম্মাচরণশীল হও,
আর, ঐ পালন, আচরণ
তোমাকে বুঝিয়ে দিক
বিহিতভাবে—
তুমি ধৃতিসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছ
কতখানি
কেমনতর—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের
অধিষ্ঠিতি নিয়ে । ৯৫৫১ ।
৮।৩।১৯৬১, রাত ৮-৩৮

বোধবিদীপ্তি যখন
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে
অন্তরে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
শারীর তাৎপর্য্যে,

সেই বোধ-বিনায়িত সঙ্গতির
যে ভাববিভূতি—
তিনিই
আরাধ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন
আমাদের কাছে,
যা'র ভিতর
বোধ-তাৎপর্য্যগুলি
সঙ্গতির শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে
তদনুগ গুণগরিমায়
আবিভূ‍র্ত হ'য়ে
আমাদের অধিস্থিতিতে
মানসপটে
আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে,—

এমন কি,
বাস্তব নন্দনায় পরিস্ফুট হ'য়ে
দর্শন-দীপ্তিতে এসে
বিহিত বিনায়নী বিদীপ্তিতে
নিজেদের অন্তঃস্থ অভিব্যক্তিকে
বা চাহিদাকে
শিষ্ট সম্বন্ধ ক'রে

তদনুগ কৃতি-সন্দীপনার
মূর্ত্তনী বিভায়
উপস্থিত হন,
বাড়েন, করেন,
দেখিয়ে দেন—পথ,—

দৈববাণীর বিভায়িত বিনায়নে
মূর্চ্ছনার ব্যক্ত বিভব-অভিসারে
শিষ্ট বিভূতি নিয়ে,
আমরা তা'কেই ব'লে থাকি—

আরাধ্য-দর্শন । ৯৫৫২ ।
২৬।৩।১৯৬১, বিকাল ৫টা

মানুষের মানস-বিভাব
কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিভব সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, বিভব যা'র যেমনতর
তা'র জীবন-বিভূতিও
তেমনতর হ'য়ে থাকে,—
তা' সাময়িকই হোক,
আর, উচ্ছলস্রোতাই হ'য়ে চলুক ;
আর এইগুলির নিয়ন্ত্রকই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠা ;
নিষ্ঠা মানে—
নেহাৎভাবে লেগে থাকা,
আর, ঐ সেই
নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
বোধবেদনাগুলি
বিনায়িত হ'য়ে
বিজ্ঞতার সৃষ্টি ক'রে থাকে—
বাস্তব তাৎপর্য্যে ;
বাস্তব জগৎকে বাদ দিয়ে
যদি কাল্পনিক চিন্তায়
তুমি চলতে থাক—
ঐ কাল্পনিক মানসকৃতিস্রোত
ঐ কল্পনারই
কল্লোল সৃষ্টি ক'রে
বাস্তব বীক্ষণকে এড়িয়ে
চলতে থাকবে
তা'র ঐ কাল্পনিক অধিষ্ঠিতির দিকে ;
তাই, প্রথমেই চাই—
ইষ্টনিষ্ঠা ;
ইষ্ট তিনিই—
যিনি আমার জীবনে

শাসন-তোষণের ভিতর-দিয়ে
মঙ্গল-সম্বেদনার সৃষ্টি ক'রে
আমাকে
মাঙ্গলিক কৃতিতে
নিয়োজিত করেন
ও মঙ্গল-প্রযোজক হ'য়ে থাকেন ;

তাই, যা'ই কর—
বাস্তব বিন্যাসের সহিত
বোধবিনায়নাগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-বিভাজনায়
বিভাজিত ক'রে
যেখানে যেমনতর যা' লাগে
সেখানে তা'কে
তেমনতরভাবেই
নিয়োজিত কর—
কৃতি-উদ্যম-তৎপরতায়,

আর, তা'র ভিতর-দিয়ে
যে পরিবর্ত্তন
বা বিভব-বিবর্ত্তন—
যেমনতর যা' দেখি
সেগুলি
কোথায় কেমনতর কী কাজে লাগে,
কেমনতর
কী মঙ্গল-অভিসারে
তা'কে সুমূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
অমঙ্গলকে নিরোধ ক'রে !—
তা' যদি
হাতে-কলমে না কর,
তা' কি কখনও

তোমার কৃতি-সন্দীপনায়
ফুটে উঠবে ?

তাই, ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ধর,
কর,
এবং তা'র বিভব-বিভূতিগুলিকে
সজাগ দর্শনের ভিতর-দিয়ে
দেখে-শুনে-বুঝে
যেখানে যেমনতর
তা'র নিয়োজন করতে হয়
তা' কর,
নিজে সার্থক হও,
সবাইকে সার্থক ক'রে তোল,
আর, ঐ উদ্দীপনা
স্মিত স্বরে
গান ক'রে উঠুক—
'জয় ইষ্টদেব আমার !
জয় জগদ্গুরু !
জয় জগদীশ্বর' ! ৯৫৩
২৬।৩।১৯৬১, রাত ৮-২০

শরীর-মনে
তুমি দুঃস্থই থাক,
আর, সুস্থই থাক—
ইষ্টনিষ্ঠা বা আচার্য্যনিষ্ঠাকে
কখনও স্খলিত হ'তে দিও না—
তোমার যা' সম্পদ্ আছে
তা' দিয়ে,
বরং তা'কে বাড়াও—
ক্রম-তাৎপর্য্যে
বোধ-বিবেকী অনুধ্যায়ী তৎপরতায় ;

আর, ঐ নিষ্ঠাকেই
তোমার জীবন-মেরু ক'রে নাও—
অচ্ছেদ্যভাবে
সুস্থ থাকলে
সুস্থের মত চল—
তোমার সব কিছু নিয়ে,
আর, দুঃস্থ থাকলে
এমনভাবে চ'লো
যা'তে সেটা নিরাকরণ করতে পার—
ঐ নিষ্ঠা ঠিক রেখে ;
আর, দুনিয়ার যা'-কিছু
তা'র সাথে
সঙ্গতিশীল ক'রে
বিনায়িত ক'রে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে তুলো,
বোধগুলিকে
বিন্যাস ক'রে তোল—
সঙ্গতি-অসঙ্গতির মাধ্যমে,
যেখানে অসঙ্গতি আছে—
দেখে নাও —
কি ক'রে তা'কে
সঙ্গতিশীল ক'রে তোলা যায়,
আর, কীই বা যায় না !
যেখানে সঙ্গতি আছে—
সেখানে
পরস্পর সুসম্বন্ধান্বিত ক'রে
তাৎপর্য্যশীল ক'রে তোল ;
এমনি ক'রে ক'রে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে
এগিয়ে চল ;

আর, এই চলনা
যতই সমীচীন
সুসঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠবে,
তোমার বোধ-বিভবও
বেড়ে চলবে তেমনি ক'রে
কৃতি-তাৎপর্য্যে;
করলেই কিন্তু হয় না,
কোন্‌টা
কেমন ক'রে
তেমনতরভাবে
কখন করতে হয়—
সেগুলিকে
প্রাজ্ঞ বোধ নিয়ে
আয়ত্তের প্রাজ্ঞ বোধনায়
বিনায়িত ক'রে
কোথায়
কেমন ক'রে চলতে হবে—
তা' নির্ণয় ক'রে নাও,
এই নির্ণয়ী তাৎপর্য্যই তো
তোমাকে
বোধ-বিভূতির তৎপরতায়
প্রাজ্ঞ জ্ঞান-বিধায়নায়
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
শিষ্ট ক'রে তুলবে,
শোভনীয় ক'রে তুলবে;
আর, দেখো—
কোন আচার্য্য বা মহাপুরুষের ভিতর
ভেদ সৃষ্টি করতে যেও না,
যেখানে যেমন পাবে—
ধীইয়ে
হাতে-কলমে

সেটাকে আয়ত্ত ক'রে নেবে—
ইষ্টনিদেশনী তাৎপর্য্যে ;
আর, ঐ বিভব নিয়ে
আরো আরোর দিকে
চলতে থাক,
ক্রমেই দেখতে পাবে—
তোমার বোধ-বিভবও
আরোতে
কত উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠবে । ৯৫৫৪ ।
৩০।৩।১৯৬১, বিকাল ৪-৩০

ইষ্টনিষ্ঠ থাক—
অটুটভাবে,
ধৃতি-আচরণ
বিহিতভাবে ক'রে চল,
ভগবানের সংসার
ভর দুনিয়াই,
তুমি বিস্তার লাভ কর তা'তেই—
ভজনচর্য্যা নিয়ে । ৯৫৫৫ ।
৩১।৩।১৯৬১, সকাল ১০-৭

নিষ্ঠানন্দিত বোধবিভূতিগুলি
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
শিষ্ট বিনায়নে
ভাব-বিভবে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, যখন ঐ
মূর্ত্ত অনুপ্রেরণার
নিক্কণ-রেখাগুলি
রেতঃ-সত্তার
গতি-উচ্ছল

উৎসৃজনী আবেগের সহিত
সঞ্জাত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
তখন ঐ বোধ-বিভূতির
আবির্ভাব হয়—
ঐ অমনতর
বিন্যাসশীল তাৎপর্য্যে ;
আর, তা'ই হ'চ্ছে—
তা'র গুণান্বিত
বাস্তব আবির্ভাব । ৯৫৫৬ ।
২।৪।১৯৬১, রাত ৭-৪০

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
কৃতিদীপ্ত কূটবোধি হও,
কুটিল হ'তে যেও না,
বিক্ষিপ্তমনা
বিক্ষিপ্ত ভাবসন্দীপ্ত হ'য়ে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলো না ;
প্রতিটি চিন্তা,
প্রতিটি শব্দ
যখন ব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
তা' যেন
তোমার ঐ সেই
কূটবিশাল পরিক্রমাকে
অতিক্রম ক'রে
স্বভাব ও শব্দে
বেরিয়ে আসে,—
পরিবেশকেও
বোধসন্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের

দৃপ্ত তৃপণায়
তোমার ব্যক্তিত্ব
ভরপুর হ'য়ে উঠুক,
আর, সেই প্লাবন
পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠুক—
তোমার পরিবেশে,
তোমার দেশে ;
এমন স্রোতল সম্বেগ সৃষ্টি ক'রো—
এমন আশিস্-উদ্দীপনী উচ্ছলতা নিয়ে
তা' ছুটে চলুক,—
যা'তে কেউ যেন
ঐ প্রসাদবঞ্চিত না হয়—
ব্যক্তিত্বের সমস্ত বিভব নিয়ে । ৯৫৫৭ ।
৩।৪।১৯৬১, সকাল ৮-১৫

ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
অন্তর-আবেগের সহিত
লোক-পরিচর্য্যা কর—
তা' ব্যষ্টিসহ সমষ্টিতে
কৃতি-উৎসর্জ্জনা নিয়ে,—
যা'তে তা'রা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
নিজেরা ক'রে
ও তোমাদের সাহায্য-পরিবেশনে
সতর্ক সন্দীপনার সহিত
বোধবিকাশ নিয়ে
বিভবের
আত্মপ্রসাদসমন্বিত নিজেকে
ব্যাপ্ত ক'রে তুলে
বিভবমণ্ডিত হ'য়ে ;
তা'র রাজপথই কিন্তু ঐ । ৯৫৫৮ ।
৩।৪।১৯৬১, সন্ধ্যা ৬-৪৭

ঠকায় কিন্তু সাধুত্ব নেই কো—
আছে বেকুবত্ব,
নিজে ঠকায়
বা ঠগ্‌বাজী চলনে চলায়
মানুষের অন্তরে
সৎ-সন্দীপনা আসে না ;
ইচ্ছা হয়,
যেমন পার দাও—
কোন প্রত্যাশা না রেখে,
কিন্তু দেখো,
কোনমতেই না ঠ'কতে হয়,—
তা' তুমিও যেমন,
যা'কে দিচ্ছ সে-ও তেমনি । ৯৫৫৯ ।
৩।৪।১৯৬১, রাত ৬-৫৪

তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে
স্নেহসিক্ত ক'রে তোল,
কৃতিচর্য্যায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
শ্রেয়সিক্ত অনুবেদনায়
তা'দের প্রতিপ্রত্যেককে
সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
বান্ধবতার প্রীতিবন্ধন থেকে
কেউ যেন স্খলিত না হয়,
প্রত্যেকে
প্রত্যেকের জন্য কর,—
যা'তে তা'রা
বিভব-বিদীপ্ত হ'য়ে
স্মিত স্বতঃ-স্বাধীনতায়
উচ্ছল হ'য়ে
স্বতঃসন্দীপনায়

কৃষ্টিতপা হ'য়ে ওঠে—
হাতে-কলমে,
বোধ-বিবেকের
অনুধায়নী অনুবেদনায়,
সবার অন্তরে
তৃপ্তি ভরপুর হ'য়ে উঠুক,
জীবন
জাজ্বল্যমান হ'য়ে
অটুট উচ্ছল হ'য়ে উঠুক । ৯৫৬০ ।
৪।৪।১৯৬১, সকাল ৮-২০

বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায়
বোধ কর—
সমীচীন তাৎপর্য্যে,
বোধ ক'রে
তা'র বেত্তা হও,
এই বিহিত বেত্তৃত্বটাই
বেত্তা বা তত্ত্ববিদ্
বা বেদজ্ঞানী হওয়ার
বিহিত পন্থা । ৯৫৬১ ।
৪।৪।১৯৬১, বিকাল ৫-১৫

কী জাতীয়
চিন্তা ও চলনের পরিপ্রেক্ষায়
কী হয়—
কোথায় কেমন ক'রে
বিনিয়ে নিয়ে,
সেগুলির
বিন্যাস-বিবেচনায়
বুঝতে পারবে—

কেন—কা'তে—কোথায়
কী হ'চ্ছে !
বা কী হ'য়ে থাকে !

নিবেশ-সহকারে
সেটাকে
পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ,
আর, তা'র সমীচীনতাকে
বেশ ক'রে মেপে
নিজের স্মৃতিপটে এঁকে রাখ,
যা'তে
ঐ চিন্তা-চলন ও করণের পরিপ্রেক্ষায়
কী হয়—
কোথায় কেমন ক'রে,—
তা' জানতে পার,
বুঝতে পার,
দেখবে,
তোমার বিবেচনা
অনেকখানি পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে—
তা'র সমস্ত ফাঁ্যাক্ড়াগুলিকে
বিনায়িত ক'রে ;
আর, চিন্তা-চলন ও কর্ম্মের
বিনায়ন-বিভাবনাগুলিকে
বিন্যাস ক'রে
সমীচীনভাবে ঐগুলির
কর্ম্মানুগ ফলগুলিকে বুঝে নাও,
দেখো—
ক্রমেই তোমার মস্তিষ্কের ধৃতি-বেদনা
পরিষ্কার হ'য়ে উঠবে,
জীবন-চলনা
অনেকটা সুগমই হ'য়ে উঠবে । ৯৫৬২ ।
৫।৪।১৯৬১, সকাল ৮-৩০

সূচীপত্র